আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সৌদির কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে পারেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওপেক প্লাসের তেলের উৎপাদন কমানোর ঘোষণার পরই হোয়াইট হাউজ ও সৌদি রাজ পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০৩ || সোমবার || কার্তিক ০৪ || ১৪২৯ || রবিউল আঃ ২১ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 03 || 17 October || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

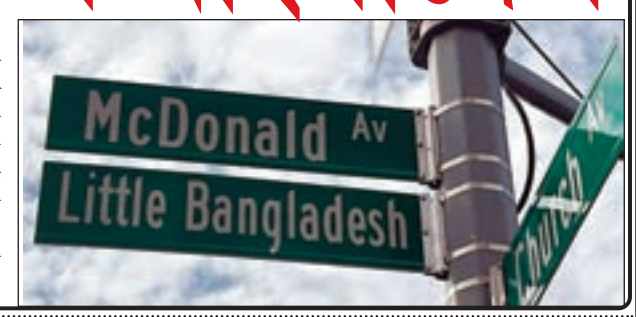
আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এখন লিটল বাংলাদেশ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের 'চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ' এখন লিটল বাংলাদেশ। রোববার (১৬ অক্টোবর) অপরাহ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে 'চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ' ইন্টারসেকশনে 'লিটন বাংলাদেশ'-এর নেম ফ্রেম টাঙ্গিয়ে তা উন্মোচনের মধ্যদিয়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে (কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ৩৯) নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মুসলিম কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। এসময় নিউইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার ব্র্যান্ড লান্ডার, ষ্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার রবের্ট ক্যারোল, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম, নিউজার্সীর রাজ্যের সিটি কাউন্সিলওম্যান বাংলাদেশী-আমেরিকান শেপা উদ্দিন, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



আরও জনবল নিতে ব্রুনাইয়ের সুলতানকে অনুরোধ রাষ্ট্রপতির

ঢাকা ডেস্ক: রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ দুই মুসলিম দেশের বৃহত্তর সুবিধার্থে বাংলাদেশ থেকে আরও অধিক হারে জনবল নিয়োগের জন্য ব্রুনাইয়ের সুলতানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ব্রুনাইয়ের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করারও আহ্বান জানান। রোববার (১৬ অক্টোবর) বঙ্গভবনে সফররত ব্রুনাইয়ের সুলতান হাজী হাসানাল বলকিয়াহ মুইজ্জাদ্দিন ওয়াদ্দৌলাহর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ময়মনসিংহে বিএনপি'র গণসমাবেশ

আ'লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না : ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: আগের দিন থেকেই প্রায় বিচ্ছিন্ন বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহ। আশপাশের জেলার সঙ্গে বাস যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয় কোনো **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

গাইবান্ধার উপনির্বাচন

বন্ধ করে ইসি কোনো চাপ অনুভব করছে



ঢাকা ডেস্ক: অনিয়মের কারণে গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন বন্ধ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কোনো ধরনের চাপ অনুভব করছে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। রোববার নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে সিইসি এসব কথা বলেন। হাবিবুল আউয়ালকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'সিসিটিভি মনিটর করে গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন বন্ধ করে অনেকের বাহাবা পেয়েছেন। আবার রাজনীতিবিদদের দিক থেকে সমালোচনাও পেয়েছেন। আপনারা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে চাপ অনুভব করছেন কি না?' জবাবে সিইসি বলেন, 'আমরা কোনো চাপ অনুভব করছি না। আমরা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



ক্যাপিটল হিলে হামলার শুনানিতে ট্রাম্প না এলে ব্যবস্থা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সময় মিসিসিপি **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

ইউক্রেনে কি 'ট্যাকটিক্যাল' পারমাণবিক বোমা হামলা চালাবেন পুতিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে 'ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Khalil Biryani House

JAMAICA BRANCH

GRAND OPENING

OCTOBER 19, 2022 WEDNESDAY | OPEN TO ALL





দোয়া মাহফিল

5PM TO 8PM EST

167-20 HILLSIDE AVENUE,
JAMAICA, NY, 11432

HEALTHY FOOD I HYGIENIC FOOD I CERTIFIED CHEF

DINE IN | DELIVERY | CATERING

+1 646-763-5073

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 17 // 2022

বাইডেনের বক্তব্যে চটেছে পাকিস্তান, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব

ঢাকা ডেস্ক: : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পাকিস্তানকে 'নিয়ন্ত্রণহীন পারমাণবিক অস্ত্রধারী' এবং 'বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ' বলে অভিহিত করায় বেজায় চটেছে ইসলামাবাদ। বাইডেনের এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে ইসলামাবাদে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডোনাল্ড ব্লোমকে তলব করছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি শনিবার এ কথা জানান। খবর দ্যা ডনের। লসঅ্যাঞ্জেলেসে (ক্যালিফোর্নিয়া) ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটির রিসেপশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এসব কথা বলেন। গত বৃহস্পতিবার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রচার কমিটির এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, পাকিস্তান 'সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর মধ্যে একটি'। কারণ দেশটির হাতে 'পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু কোনো সমন্বয় নেই'। মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করেন, 'কেউ কি ভেবেছিল, এমন একজন রুশ নেতা আসবেন, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছেন, যাতে তিন থেকে চার হাজার মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারে?

শাহ মোয়াজ্জেম ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুতে

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির শোক প্রকাশ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উপনেতা ও আওয়ামী লীগ এর প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি হাজী আবদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু এক বার্তায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এক শোকবার্তায় প্রয়াতদ্বয়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পাশাপাশি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য রাজনীতিবিদ। ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি মানুষের অধিকার আদায়ে কাজ করেন।

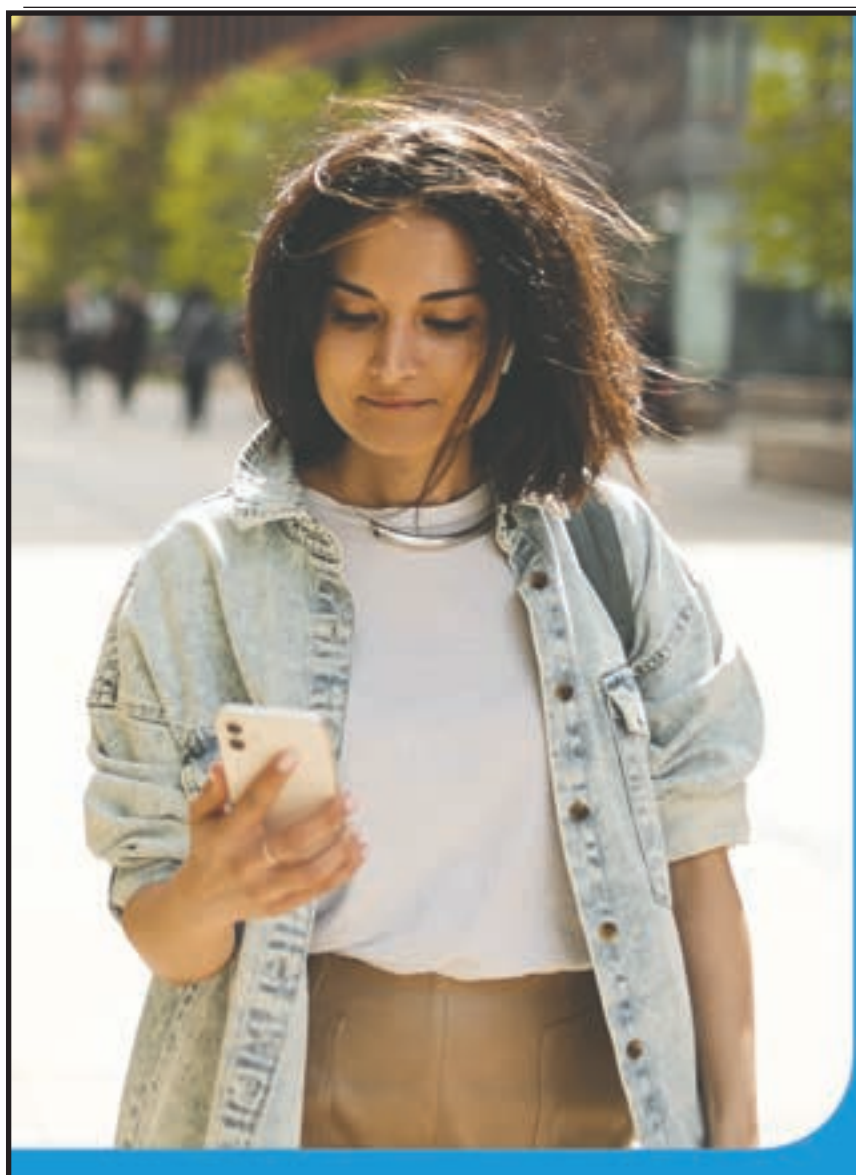
অপরদিকে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ছিলেন দেশপ্রেমিক নেত্রী, দেশ ও মানুষের কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তার মৃত্যুতে দেশের রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহসাই পূরণ হবার নয়। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুতে দেশ এক বরেন্য রাজনৈতিক অভিভাবককে হারালো।





শোক প্রকাশকারী অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন: সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী, যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, দপ্তর সম্পাদক আকতার কবির ও সদস্য আবদুল মোতালেব।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

চিত্রে মাজেদ ডিজেয়ার সেলিব্রেটিং ফ্যাশন উইক



























বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মন্দার পদধ্বনি

প্রথমে করোনা মহামারি, তাহার পরপরই আরম্ভ হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনীতিকে যে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে ফেলেছে, তা আর নতুন কথা নহে। ভয়াবহ মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি তীব্র জ্বালানি সংকট দেশগুলোর সরকারকে রীতিমতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন যেই বিপদটি এইসব দেশের পাশাপাশি আরও বহু দেশের শাসকদের কপালের ভাঁজ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা হলো বিশ্বমন্দার শঙ্কা। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং অর্থনীতিবিদরা প্রায় নিশ্চিত শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ভয়াবহ একটা বৈশ্বিক মন্দা আমাদের দ্বারপ্রান্তে; যা চলমান বৎসরের শেষ প্রান্তে আরম্ভ হয়ে আগামী বৎসর জুড়ে থাকতে পারে এবং যার তীব্রতা ২০০৮ সালের মন্দার তুলনায় ভয়াবহ হতে পারে।

এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে; যেখানে বলা হয়েছে, এই বৎসর বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৫ হতে পারে, যা আগামী বৎসর কমে ২ দশমিক ৩-এ দাঁড়াইতে পারে। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ১৭ লাখ কোটি ডলার ঘাটতি তৈরি হতে পারে, যা পুরা অর্থনীতির ২০ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘাটতির ধাক্কা এসে লাগবে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান দেশগুলোর অর্থনীতির উপর। কারণ, রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স- জাতীয় অর্থনীতির দুই লাইফ লাইনের জন্য এদের ঐ বড় অর্থনীতির দেশগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের ৮০ শতাংশের বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো। সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্সের জোগানও এসে থাকে মধ্যপ্রাচ্যের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ হতে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর বের হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে দেশের রপ্তানি ও রেমিট্যান্স- দুই আয়েই ভাটার টান পড়েছে। গত বৎসরের একই মাসের তুলনায় রপ্তানি আয় কমেছে সোয়া ৬ শতাংশ আর রেমিট্যান্স ১০ শতাংশ।

প্রশ্ন হলো, ঘনায়মান এই বিশ্বমন্দার জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে একাধিকবার আসন্ন বিশ্বমন্দার বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এর ফলে ধারণা করা যায়, আমাদের নীতিনির্ধারকরা বিষয়টা সম্পর্কে সজাগ রয়েছেন। কিন্তু প্রধানত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট সামাল দিবার লক্ষ্যে, বিশেষ করে গত জুলাই হতে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির হালচাল দেখে একটু হলেও এই বিষয়ে সংশয়ে ভুগতে হয় যে, দেশের অর্থনীতির উপর বিশ্বমন্দার প্রভাব কতটুকু লঘু করা যাবে। বলা হয়েছিল, জ্বালানি সংকট মোকাবিলার স্বার্থে মধ্য জুলাই হতে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনামাফিক বিদ্যুতের লোডশেডিং করা হবে। বাস্তবে দৃষ্টিগোচর হলো, খোদ রাজধানীতেই ঘোষণার বাহিরে বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার খেলা চলছে। আর ঢাকার বাহিরে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলসমূহে বিদ্যুৎ কখন যে আসে তাই উপলব্ধি করা যায় না। সাম্প্রতিক জাতীয় গ্রিড বিপর্যয়ের পর তো কিছুদিন ধরে ঢাকা শহরেই দিবস-রজনী অন্তত তিনবার লোডশেডিং চলেছে; যদিও জুলাই-আগস্টে সরকারের কর্তাব্যক্তি অনেকেই এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন- অক্টোবরে দেশ লোডশেডিংয়ের ঝামেলা হতে মুক্তি পাবে।

একই উদ্দেশ্যে গত ২৪ আগস্ট হতে সরকারি অফিসের জন্য চালু হয় নতুন সময়সূচি। কিন্তু এক মাস পর দেখা গেছে, এতে বরং বিদ্যুতের চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি রক্ষা করবার নিমিত্তে আমদানি ব্যয় হ্রাসকল্পে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগও ভালো ফল দিতেছে বলে মনে হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সরবরাহকৃত তথ্য হতে জানা যায়, চলমান অর্থবৎসরের জুলাই-আগস্ট সময়ে পূর্ব-বৎসরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি প্রায় ১৭ শতাংশ বেড়ে গেছে।

আমাদের বক্তব্য হলো, যথাযথ তদারকি ব্যতীত কোনো সরকারি পরিকল্পনাই জাতীয় অর্থনীতির উপর একটা বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব কমাতে পারবে না; আবার বর্তমান সংকটের জন্য যেমন কেউ এককভাবে দায়ী নহে, তেমনি এর কষ্টও সবাইকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বণ্টন করে নিতে হবে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য অপরাজনীতি দায়ী

কামরুল হাসান দর্পণ

বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন নিয়ে যে প্রশ্ন ও অভিযোগ রয়েছে, তার জন্য মূলত সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিতক দলগুলোর প্রথাগত রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি দায়ী। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পরস্পরবিরোধী এই অপরাজনীতিই মূলত সুস্থ, শালীন ও যৌক্তিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। ক্ষমতাসীনদল যেমন বিরোধীদল ও তার শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ থেকে অশালীন, অসত্য, অযৌক্তিক, প্রতিহিংসামূলক ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য-বিবৃতি দেয়, তেমনি এর প্রতি উত্তরে বিরোধীদলগুলোও একইভাবে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়। পরস্পরবিরোধী এ ধরনের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ সুষ্ঠু মত প্রকাশ কি, সে বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। এসব বক্তব্য-বিবৃতি কিংবা তথাকথিত মেঠো বক্তৃতাই সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, যৌক্তিক ও শালীন মতপ্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার তার বিরুদ্ধে যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে, এজন্য কণ্ঠরোধ করার জন্য নানা কালাকানুন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদল নিজেকে না শুধরে আইনগুলো করছে। অর্থাৎ নিজে বিরোধীদল ও মতের বিরুদ্ধে যা খুশি তা বলতে পারবে, তার বিরুদ্ধে কেউ বলতে পারবে না। এক্ষেত্রে যদি ক্ষমতাসীনদল দায়িত্বশীল হয়ে আপনি আচরি ধর্ম অপরকে শেখাও নীতি অবলম্বন করত, শুধু বিরোধীদল ও মতকে দমনের জন্য যা খুশি না বলার সুস্থ আচরণ করত, তাহলে মতপ্রকাশের নামে অশালীন, অগ্রহণযোগ্য ও অযৌক্তিক কথাবার্তা অনেকটাই কমে যেত এবং সত্যিকারের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হতো। এর প্রভাব দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ওপরও পড়ত। এ কাজটি না করে ক্ষমতাসীনদল আইন করে মানুষের মুখ বা কথা বলা বন্ধ করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে। এটি আত্মঘাতী এবং গণতন্ত্র বিকাশের অন্তরায়। ক্ষমতাসীন দল এটা ভাবে না, তাকেও এক সময় বিরোধীদলে যেতে হবে, তখন এই আইনের খড়্গে তাকেও পড়তে হবে। তখন তার আফসোস করার কিছু থাকবে না। অন্যদিকে, বিরোধীদল ক্ষমতায় গিয়ে যদি এসব আইন বাতিল করে এবং সুষ্ঠু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতের উদ্যোগ নেয়, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং গণতন্ত্র ও মানুষের সুষ্ঠু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ হবে। তা নাহলে, ক্ষমতা থেকে চলে গেলে তাকেও একইভাবে বিগত সরকারের মতো নিন্দিত হতে হবে। মূল কথা হচ্ছে, সুষ্ঠু ও যৌক্তিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতে ক্ষমতাসীনদল ও বিরোধীদল উভয়কেই ভদ্র আচরণ ও যুক্তির মাধ্যমে কথা বলার সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

দুই.

বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ দেশে এবং বিদেশে রয়েছে। বহু বছর ধরেই এই অভিযোগ চলে আসছে। ক্ষমতাসীনদলের শীর্ষ পর্যায় তো বটেই, মন্ত্রী-এমপি থেকে শুরু করে কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে এবং তা যদি যৌক্তিকও হয়, সে ব্যাপারে কথা বলা বা সমালোচনার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কেউ সমালোচনা করলেই তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা এবং গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন অসংখ্য নজির সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ গত সপ্তাহে ফরিদপুরে বিরোধীদল বিএনপি'র এক কর্মী তার দলের চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষপর্যায় থেকে কিছু মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতারের কারণ মানহানি। এমন ঘটনা বিগত কয়েক বছর ধরেই ঘটছে। বিভিন্ন মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদলের কোনো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে যায়, এমন সমালোচনা করলে এবং তা পছন্দ না হলে সমালোচনাকারীর গ্রেফতার ও কারাগার অনিবার্য হয়ে পড়ে। ২০১৮ সালে সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করার পর থেকেই এমন ঘটনা বেশি ঘটছে। আইনটির শুরু থেকেই রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সচেতন মহল এর কয়েকটি ধারা নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। ধারাগুলো বাদ দেয়ার দাবী জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ ধারাগুলো স্বাধীনমত ও বাকস্বাধীনতার পরিপন্থী। তাদের অভিযোগ, সরকার তার বিরোধীমত ও বাকস্বাধীনতাকে দমন করার জন্য এ আইন করেছে। দেখা যাচ্ছে, তাদের এ কথা বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে। আইনটি প্রণয়নের পর সাংবাদিক, পেশাজীবী, লেখক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ওপরও ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দল বা তার নেতা-কর্মীদের নিয়ে সমালোচনা করলেই অপপ্রচার ও মর্যাদাহানির অভিযোগ এনে মামলা এবং গ্রেফতার করা হচ্ছে। দিনের পর দিন জেলে আটকে রাখা হচ্ছে। জামিন চেয়েও পাওয়া যায় না। ২০২০ সালে লেখক মুশতাক আহমেদকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে জেলে নেয়া হয়। বেশ কয়েকবার জামিন চেয়েও পাননি। অবশেষে ২০২১ সালে জেলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনা দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এবং তা যতই যৌক্তিক ও বাস্তব হোক না কেন, সমালোচনাকারী কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও সরকার তা সহ্য করে না। পক্ষান্তরে, ক্ষমতাসীন দল তার বিরোধীমতের বিরুদ্ধে যেমন খুশি তেমন বলার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। অন্যদিকে, তার সমালোচনা বা মতের বিরোধিতা করলে এবং তা মনঃপুত না হলে আর রক্ষা নেই। এতে মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে একধরনের ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সংবাদ ও গণমাধ্যম স্বেচ্ছায় সেল্ফ সেন্সরশিপে চলে গেছে। উচিৎ কথা বলা থেকে বিরত থাকছে। তারপরও কোনো ব্যক্তি যখনই সাহস করে কিছু বলেছে বা লিখেছে, অনিবার্যভাবেই বিপদে পড়তে হয়েছে। মামলা ও গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যেতে হয়েছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা আর্টিক্যাল নাইনটিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বাংলাদেশে যত মামলা হয়েছে, তার মধ্যে ৪০ শতাংশ মামলাই হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নামে কটূক্তির কারণে। এছাড়া পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারাও ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্থাটির ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিজিটাল আইনের অধীনে প্রায় ১৯৮টি মামলা করা হয়েছে। আসামি করা হয়েছে ৪৭৫ জনকে। এর মধ্যে ৪১টি মামলার আসামি করা হয়েছে ৭৫ জন পেশাদার সাংবাদিককে। গত বছর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ৭৬টি ফৌজদারি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলার সংখ্যাই বেশি। দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকের বিরুদ্ধে ৭০টিরও বেশি মামলা হয়েছিল মানহানির অভিযোগে এবং ৫৭ ধারায়। তিনি বলেছেন, 'ভয়ের পরিবেশের কারণে' স্বাধীন সাংবাদিকতার অবনতি হয়েছে। এটা সরকার, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারপক্ষীয় লোকজনের অসহিষ্ণুতার কারণে হয়েছে। সবকিছু মিলে একটা 'দমনমূলক' পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে স্বাধীন সাংবাদিকতার অবনতি হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, মামলায় অভিযুক্তদের সকলের মত যে যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য তা মনে করার কারণ নেই। আবার সকলের ব্যক্তিগত অবস্থান ও গুরুত্বও যে সমান তাও নয়। তবে যেসব সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী মামলা ও গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন, তাদের একটা অবস্থান রয়েছে। তারা নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি ও সচেতন চিন্তা থেকেই মতপ্রকাশ করেছেন। তাদের এই মতামত সরকারের পছন্দ হয়নি বলেই জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। এজন্য দেশের আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সচেতন মহল এবং জাতিসংঘ ও বিদেশি মানবাধিকার সংস্থা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা বাতিল ও সংশোধ করার জন্য বারবার বলেছে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ দেশে এবং বিদেশে রয়েছে। বহু বছর ধরেই এই অভিযোগ চলে আসছে। ক্ষমতাসীনদলের শীর্ষ পর্যায় তো বটেই, মন্ত্রী-এমপি থেকে শুরু করে কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে এবং তা যদি যৌক্তিকও হয়, সে ব্যাপারে কথা বলা বা সমালোচনার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে।

দুই.

বাকস্বাধীনতার বিষয়টি সাধারণত নির্ভর করে রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সচেতন নাগরিক মহলের উপর। তাদের দায়িত্ব জনসাধারণের জন্য উচিত-অনুচিত এবং কল্যাণ-অকল্যাণমূলক ঘটনা এবং কথাবার্তা সুবিবেচনাপ্রসূত অথচ অবারিতভাবে প্রকাশ করা। এ দায়িত্ব পালনে তারা কতটা স্বাধীন বা তাদের করতে দেয়া হচ্ছে, তা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ ফ্রিডম অফ স্পীচ বা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে গৃহীত 'ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস'-এর আর্টিক্যাল ১৯-এ বলা হয়েছে, কোন ধরনের বাধা ছাড়া প্রত্যেকেরই মতামত প্রকাশ ও ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে সব ধরনের তথ্য খোঁজা, গ্রহণ করা এবং তা বলা, লেখা, শিল্পকলাসহ যত ধরনের প্রকাশ মাধ্যম রয়েছে, তার পছন্দমতো মাধ্যমে প্রকাশ করা। তবে এ স্বাধীনতা সতর্কতার সাথে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে চর্চা করতে হবে, যাতে অন্যের অধিকার ও সম্মানহানি এবং জাতীয় ও জনসাধারণের (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
ফজর	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৬.০০
সূর্যোদয়	৭.০৮	৭.১০	৭.১১	৭.১২	৭.১৩	৭.১৪	৭.১৫
জোহর	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪০	১২.৪০	১২.৪০	১২.৪০
আসর	৪.২৯	৪.২৮	৪.২৬	৪.২৫	৪.২৪	৪.২২	৪.২১
মাগরিব	৬.১৩	৬.১২	৬.১০	৬.০৯	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৪
এশা	৭.২৭	৭.২৬	৭.২৪	৭.২৩	৭.২২	৭.২০	৭.১৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সুনীল অর্থনীতিতে সম্পদশালী হওয়ার স্বপ্ন ধরা দেবে কবে



মো. জাকির হোসেন

বাংলাদেশের মানুষের উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন ত্বরান্বিত করতে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা তথা সুনীল অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে আহবান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে চলা বিরোধের অবসান হয়েছে। যুগান্তকারী রায়ে দেশের মোট আয়তনের প্রায় কাছাকাছি এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও অধিকার লাভ করেছে। উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের আয়তন প্রায় এক লাখ ১১ হাজার ৬৩২ বর্গকিলোমিটার।

আর ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে মহীসোপানের তলদেশ।

এই সুবিশাল সমুদ্রসীমায় রয়েছে অফুরান প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভান্ডার তথা সুনীল অর্থনীতির এক অপার সম্ভাবনা। আন্তর্জাতিক সমুদ্রসম্পদ গবেষকরা বহুকাল আগে থেকেই বঙ্গোপসাগরকে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের অফুরান ভান্ডার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে খনিজসম্পদ রয়েছে তা পৃথিবীর আর কোনো সাগর, উপসাগরে নেই বলেও ধারণা অনেকের। মণি, মুক্তা, সোনা, রুপা, তামা, প্রবালসহ বিভিন্ন ধরনের মহামূল্যবান ধনরত্ন এখানে রয়েছে ধারণা করে ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনিতে বঙ্গোপসাগরকে রত্নভান্ডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পদের ভান্ডার নিয়ে শুধু ধারণা আর পৌরাণিক কাহিনিই নয়, প্রতিবেশী ভারত কৃষ্ণা-গোদাবরী বেসিনে ১০০ টিসিএফ গ্যাস আবিষ্কারের কথা জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংস্থা ওএনজিসি। এ ছাড়া বাংলাদেশের কাছাকাছি মিয়ানমারের সাগর ভাগেও পাওয়া গেছে বড় গ্যাসক্ষেত্র। এ কারণে অনেক ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায়ও বড় ধরনের গ্যাসের মজুদ থাকতে পারে।

বঙ্গোপসাগরের সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–অপ্রাণিজ ও প্রাণিজ সমুদ্রসম্পদ। অপ্রাণিজ সম্পদ বলতে মূলত খনিজ ও খনিজ জাতীয় সম্পদকে বোঝায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তেল, গ্যাস, খনিজ আকরিক ও খনিজ বালু। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বঙ্গোপসাগরের তলদেশে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মজুদ রয়েছে; যার মাধ্যমে দেশ ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আগামী দিনের জ্বালানি-রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অনুসন্ধান করে গ্যাস হাইড্রেট বা মিথেন গ্যাসের জমাট স্তরের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এতে ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় ০.১১ থেকে ০.৬৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রেট জমা রয়েছে, যা ১৭-১০৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের সমান। গ্যাস ছাড়াও খনিজসম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৭ ধরনের মূল্যবান খনিজ বালু। যার প্রতিটিই মূল্যবান, তবে মোনাজাইট অতিমূল্যবান পদার্থ। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ পারমাণবিক বোমা তৈরিতে এবং পারমাণবিক চুল্লিতে শক্তি উৎপাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের তথ্য মতে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা থেকে প্রায় ১০ লাখ টন খনিজ বালু উত্তোলন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল, ফসফরাস ডেপোজিট, পলিমেটালিক সালফাইড, অ্যাডাপোরাইট ও ক্লেসার ডেপোজিট নামের আকরিক। এসব আকরিক পরিশোধনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে মলিবডেনাম, কোবাল্ট, কপার, জিংক, লেডসহ অনেক দুর্লভ ধাতু। এসব ধাতু জাহাজ নির্মাণ ও রাসায়নিক কারখানায় ব্যবহার করা যাবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী অগভীর সমুদ্রের তলদেশে ভ্যানাডিয়াম, প্লাটিনাম, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ ক্রাস্ট, তামা, সিসা, জিংক এবং কিছু পরিমাণ সোনা ও রুপা দিয়ে গঠিত সালফাইডের অস্তিত্ব রয়েছে।

> **চীন, জাপান, ফিলিপাইনসহ বেশ কিছু দেশ ২০০ থেকে ৩০০ বছর আগেই সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করেছে। আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। কোমর বেঁধে নামতে হবে সুনীল অর্থনীতির ফায়দা অর্জন করতে। আর এ জন্য দ্রুত যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে, তার মধ্যে অন্যতম হলো–এক. সুনীল অর্থনীতির সফল দেশগুলোর সহায়তা গ্রহণ এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নীতিমালা ও সম্পদ আহরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। দুই. সমুদ্রসম্পদের জরিপ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা।**

বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৩০ থেকে ৮০ মিটার গভীরে সিমেন্টশিল্পের কাঁচামাল 'ক্লে'র বিশাল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। আরো সুখবর হলো, সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরের অগভীর ও গভীর তলদেশে মহামূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রয়েছে চারটি মৎস্যক্ষেত্র, যেখানে প্রায় ৪৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়া আরো আছে বিভিন্ন প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, কচ্ছপ, লবস্টার, চিংড়ি, তিমি, ডলফিন এবং মূল্যবান সি উইড (এক ধরনের সামুদ্রিক ঘাস)। কিন্তু হতাশার খবর হলো, বঙ্গোপসাগর থেকে বছরে ৮০ লাখ মেট্রিক টন মাছ ধরার সম্ভাবনা থাকলেও আমরা মাত্র সাত লাখ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করতে পারছি। বর্তমানে মাছ ধরতে বাংলাদেশের জেলেরা দেশি নৌযান নিয়ে ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জেলেদের কাছে সমুদ্রসীমার বড় একটা অংশই অজানা। ৫০ কিলোমিটারের বেশি দূরে যাওয়ার মতো মাছ ধরার কোনো নৌযানই নেই বাংলাদেশের। বড় ট্রলারের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে ৫০ থেকে ৬০ হাজার ছোট নৌকা ব্যবহার করে জেলেরা মাছ ধরছেন। বড় ট্রলারের অভাব এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরায় দক্ষতা না থাকায় পর্যাপ্ত মাছ আহরণ করা যাচ্ছে না। অথচ একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় অতি পরিভ্রমণশীল মৎস্য প্রজাতি এবং গভীর সমুদ্রে টুনা জাতীয় মাছের প্রাচুর্য রয়েছে। সামুদ্রিক টুনা মাছের চাহিদা অনেক বেশি। এগুলো গভীর সমুদ্র থেকে আহরণ করতে হয়। কিন্তু আমরা এসব মাছ আহরণ করতে পারছি না।

সাগরময় অতিদ্রুত বিচরণশীল মাছ আমরা ধরতে না পারলেও প্রতিবেশী দেশের জেলেরা আহরণ করছে। ফলে আমাদের সম্ভাবনা হাতছাড়া হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান রকেটবিদ্যার মতো কঠিন কিছু নয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমার তলদেশে যে সম্পদ রয়েছে, তা টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর আড়াই লাখ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব হবে। অথচ সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হওয়ার পর বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশ বছরে মাত্র ৯৬০ কোটি ডলারের সম্পদ আহরণ করছে। পৃথিবীর অনেক দেশ শুধু সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগিয়ে পাল্টে দিয়েছে দেশের অর্থনীতি। অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রসম্পদ থেকে বর্তমানে প্রায় ৪৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। ২০২৫ সালে অস্ট্রেলিয়া এ খাত থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির বেশির ভাগ সমুদ্রনির্ভর। চীনে গত পাঁচ বছরে ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চীনের জিডিপির ১০ শতাংশ। ২০৩৫ সাল নাগাদ চীনের জিডিপিতে মেরিন সেক্টরের অবদান হবে ১৫ শতাংশ। সমুদ্র অর্থনীতি ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৫০০ বিলিয়ন ইউরোর সমপরিমাণ মূল্য সংযোজন ও ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। মরিশাসের জিডিপিতে সুনীল অর্থনীতির অবদান ১০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপিতে সুনীল অর্থনীতির অবদান ৩৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেই সঙ্গে ৩০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদ ছাড়াও সুনীল অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমুদ্র ও স্থল পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজভাঙা শিল্প, পর্যটন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানসহ জানা-অজানা অনেক খাত।

সমুদ্রের বিস্তৃত জলরাশি এবং তার তলদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য প্রস্তুতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমুদ্রের অফুরন্ত ভান্ডার থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা অত্যন্ত টেকনিক্যাল কার্যপদ্ধতির বিষয়। সেখানে চাইলেই হুট করে বড় কিছু করে ফেলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি, উচ্চমানের গবেষণা, বড় বাজেট ও উন্নত প্রযুক্তি। সমুদ্রসম্পদনির্ভর অর্থনীতির সুবিধা পেতে গত আট বছরে বাংলাদেশ নিজেদের প্রস্তুতি পর্বটা সম্পন্ন করেছে বলে মনে করছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের পরের বছরই ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় এবং বিশ্বের ১২তম মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়। সুনীল অর্থনীতি অর্জনের লক্ষ্যে মেরিটাইম-বিষয়ক উচ্চতর পড়াশোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত 'বিশেষায়িত' বিশ্ববিদ্যালয় এটি। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদর দপ্তরের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড) নামে একটি উচ্চতর গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ব্লু-ইকোনমি সেল' গঠন করা হয়েছে। সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষায় ২০১৯ সালে মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিওআরআই)। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ মহাপরিকল্পনায় সমুদ্র অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পাঁচ ধরনের কৌশল ঠিক করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭১ সাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট।

এসবের পরও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ এখন পর্যন্ত প্রায় অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহৃত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমুদ্রসম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উল্লম্ফন ঘটবে। কিন্তু সমুদ্রসম্পদ আহরণে সমন্বিত পদক্ষেপের অভাবে বিপুল সম্ভাবনা এখনো অধরাই রয়ে গেছে। বিশেষ করে সমুদ্র খাতে বিনিয়োগ সীমিত। বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ করছেন, এ খাতে সরকারের নীতি বিনিয়োগের অনুকূল নয়। তবে এ কথাও সত্যি যে সম্ভাবনাময় সমুদ্র খাতে বিনিয়োগের অন্যতম সমস্যা হলো, অনেকে সমুদ্র অর্থনীতি সম্পর্কে খুব ভালো জানেন না। তাঁরা বিনিয়োগ করতে চান না। সুনীল অর্থনীতিতে কিছু বেসরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে। বিশেষ করে মাছ ধরার ট্রলার, সমুদ্র ভ্রমণে পর্যটন, মালপত্র পরিবহন, আরো অনেক খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। তবে বিনিয়োগে মানুষকে আগ্রহী করে তোলার জন্য ব্র্যান্ডিং ঠিকমতো হচ্ছে না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে পলিসির বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার বিনিয়োগ হচ্ছে না বলে অনেকে মনে করেন।

চীন, জাপান, ফিলিপাইনসহ বেশ কিছু দেশ ২০০ থেকে ৩০০ বছর আগেই সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করেছে। আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। কোমর বেঁধে নামতে হবে সুনীল অর্থনীতির ফায়দা অর্জন করতে। আর এ জন্য দ্রুত যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে, তার মধ্যে অন্যতম হলো–এক. সুনীল অর্থনীতির সফল দেশগুলোর সহায়তা গ্রহণ এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নীতিমালা ও সম্পদ আহরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। দুই. সমুদ্রসম্পদের জরিপ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা। প্রয়োজনে বিদেশি দক্ষ সংস্থার পরামর্শ ও অভিজ্ঞ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগদান। তিন. বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের সমুদ্রসম্পদ ঘিরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করা। চার. প্রবাসী বাংলাদেশিদের যাঁরা সমুদ্রসম্পদ বিষয়ে গবেষণায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ। পাঁচ. সমুদ্রসম্পদ খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ প্রদান। ছয়. সুনীল অর্থনীতির সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের প্রসঙ্গটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় বঙ্গোপসাগরের সুবিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে জলবায়ুগত পরিবর্তন, পরিবেশদূষণ রোধ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় মনোযোগী হওয়ার বিকল্প নেই।

সুনীল অর্থনীতির বিপুল আয়ের অপার সম্ভাবনার হাতছানি অচিরেই বাস্তবে ধরা দেবে–এই প্রত্যাশা দেশবাসীর।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি পুতিন

ড. ফরিদুল আলম

নিজেদের মতো করে গণভোট আয়োজন, সেটিকে পার্লামেন্টে পাস করানো এবং পরবর্তী সময়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার পরদিনই দোনেস্কর গুরুত্বপূর্ণ লেম্যান শহরের নিয়ন্ত্রণ হারায় রাশিয়া। এরই মধ্যে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকার পুনর্দখলও নিশ্চিত করেছে ইউক্রেন। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এলো গত ৮ অক্টোবর রাশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়া উপদ্বীপের সংযোগকারী কার্চ সেতুটি বিস্ফোরণে ধসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে এই সেতুটিকে দুর্ভেদ্য হিসেবে বলে আসছিল।

বলা চলে, এই হামলার বিষয়টিকে পুঁজি করে এক ধরনের ষড়যন্ত্রতত্ত্বের আশ্রয় খুঁজছে তারা। এই সেতু ধসের পেছনে রাশিয়া, নাকি ইউক্রেন কোন পক্ষ দায়ী সেটা এখনো নিশ্চিত না হলেও রাশিয়া এটিকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আখ্যা দিয়ে ১০ অক্টোবর থেকে রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের অন্তত ১০টি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে। পুতিন এই হামলাকে প্রতিশোধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পুতিন যে ষড়যন্ত্রতত্ত্বের আশ্রয় খুঁজছেন এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্য দিয়ে এর প্রমাণ মেলে।

পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এর সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ক্রমাগত পিছু হটতে থাকা রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা তুলনামূলক খুব সহজ এবং এগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার আগে থামিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন। রাশিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলো এই হামলার বিষয়গুলোকে ফলাও করে প্রচার করছে এবং বিষয়টি অনেকটা এ রকম যে তারা পশ্চিমা বিশ্বকে তাদের শক্তিমত্তার কিছুটা দেখিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কেও যেন কিছুটা সতর্ক করতে চাইছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পুরো বিষয়টিই আসলে এত দিন ধরে চলে আসা রাশিয়ার যুদ্ধকৌশলের একটা পরিবর্তন। এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর রাশিয়ার পক্ষ থেকে আরো হামলা আসছে মর্মে ইউক্রেনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ্য, রাশিয়া এমন একটি সময়ে এই হামলাকে একটি উপলক্ষ করে নিয়েছে, যখন ইউক্রেনের পশ্চিমে লাভিভ থেকে দক্ষিণে মাইকোলাইভ এবং উত্তর-পূর্বের খারকিভ পর্যন্ত একাধিক এলাকায় শীতকাল ঘনিয়ে আসছে। এই সময়টায় এই অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা বেশি থাকে এবং এই হামলার ফলে বিদ্যুত্বাবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি সরবরাহেও বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে হামলাপ্রবণ এলাকা এবং হামলা হতে পারে এমন সম্ভাব্য এলাকার মানুষকে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের না হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, রাশিয়া ঠিক যা চাইছিল তেমনটা হচ্ছে এবং তারা ধারণা করছে যে আসছে শীতে তারা উপর্যুপরি এ ধরনের পরিবর্তিত যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের মধ্য দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেবে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তনোভ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইউক্রেনকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহবান জানিয়ে 'রেড লাইন' অতিক্রম না করার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি এই মর্মে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন যে এর ফলে পশ্চিমা বিশ্বের কোনো লাভ না হওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধ আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে। রুশ হুমকির জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনকে আরো উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও থাকবে। জার্মানির তরফ থেকেও কিয়েভকে উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরবরাহের কথা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে ১১ অক্টোবর জি-৭ নেতারা এক ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হয়ে যত দিন প্রয়োজন তত দিন ইউক্রেনকে সব ধরনের সমর্থন দিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই দিনে ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ জানিয়েছেন, ইউক্রেনের যত দিন প্রয়োজন তত দিন ন্যাটো তাদের পাশে থাকবে। সব কিছু মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিন যে কৌশলে এই যুদ্ধকে রাশিয়ার অনুকূলে আনতে চাইছেন, এর বিপরীতে পশ্চিমা বিশ্বের আরো আগ্রাসী উদ্যোগ গ্রহণ এটিকে অনেকটা জটিল করে তুলছে। তবে এ কথা মানতেই হবে যে এই যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় প্রণোদনার বিষয়টি হচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনা এবং জনগণের দৃঢ় জাতীয়তাবাদী চেতনা। আর এই জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপরীতে রাশিয়ার সেনাদের দীর্ঘ সময় যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকার মানসিকতার অভাব এবং সাম্প্রতিক সময়ে পাল্টা আক্রমণের শিকার হয়ে ময়দান ছেড়ে পালানো তাদের মনোবলের ঘাটতিকে আরো প্রকট করে তুলেছে।

কোন পরিস্থিতির মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাম্প্রতিক সময়ে লোক-দেখানো গণভোট আয়োজনের মাধ্যমে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন, এটি কমবেশি সবার কাছে পরিষ্কার। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, পুতিন মূলত যাদের ওপর বা যেসব আন্তর্জাতিক শক্তিকে নিজের বন্ধু ভেবে এবং ভরসা করে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, সময় যত গড়াচ্ছে ততই তিনি এখন উপলব্ধি করছেন যে বাস্তবিক অর্থে এই যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিশ্বশক্তি এই মুহূর্তে আর নেই। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চীনের অবস্থান রাশিয়ার পক্ষে না থাকলেও তাদের দিক থেকে 'রাশিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার রয়েছে'–এই মর্মে সরকারি বিবৃতি রাশিয়ার জন্য একটি বড় উৎসাহের বিষয় ছিল। পরবর্তী সময়ে চীনের সঙ্গে অপর গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ভারত যুক্ত হয়ে পশ্চিমা বিশ্বের অনুরোধ উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনার বিষয়কে রাশিয়া এক ধরনের পরোক্ষ সমর্থন হিসেবে ভেবে নিয়েছিল। আসলে দুই মাস ধরে ইউক্রেন বাহিনী পশ্চিমা অর্থ এবং অস্ত্রের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এবং সেই সঙ্গে তাদের সেনারা শক্ত মনোবলের সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ চালিয়ে রাশিয়া কর্তৃক দখলকৃত ভূখণ্ডগুলোকে একের পর এক নিজেদের দখলে নিয়ে আসছে–এ সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে এত দিন ধরে তুলনামূলক নীরবতা পালনকারী রাষ্ট্রগুলো যেন তাদের নীরবতা ভেঙে বাস্তবতায় ফিরে এসেছে।

বলা চলে, এই হামলার বিষয়টিকে পুঁজি করে এক ধরনের ষড়যন্ত্রতত্ত্বের আশ্রয় খুঁজছে তারা। এই সেতু ধসের পেছনে রাশিয়া, নাকি ইউক্রেন কোন পক্ষ দায়ী সেটা এখনো নিশ্চিত না হলেও রাশিয়া এটিকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আখ্যা দিয়ে ১০ অক্টোবর থেকে রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের অন্তত ১০টি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে। পুতিন এই হামলাকে প্রতিশোধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পুতিন যে ষড়যন্ত্রতত্ত্বের আশ্রয় খুঁজছেন এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্য দিয়ে এর প্রমাণ মেলে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের সমরখন্দে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় যে বৈঠক করেন সেখানে পুতিনকে চীনের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগের কথা জানানো হয়। এর পরপরই চীনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলোও যেন তাদের সুর পাল্টাতে থাকে। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত না হওয়ার কারণ হিসেবে চীনের বিভিন্ন গণমাধ্যম বিভিন্ন কারণ দেখাচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেকেলে অস্ত্রের ব্যবহার, খাদ্যের ঘাটতি এবং সেনাদের নিচু নৈতিক মনোবল। উল্লেখ্য, এর আগে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোতেও এই তিনটি কারণকে চিহ্নিত করা হয়। এদিকে পুতিনের নতুন করে তিন লাখ সেনা সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে তারা বলছে, এর মধ্য দিয়ে কার্যত যুদ্ধ পরিস্থিতি বদলাবে না। এ বছরের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনেও চীন ও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছেন, যা ইঙ্গিতবহ।

এদিকে গত ২০ সেপ্টেম্বর চীনের একটি সংবাদমাধ্যম শুধু ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে চীনের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে। সব মিলিয়ে চীনের নিষ্ক্রিয়তা রাশিয়াকে অনেকটা একা করে ফেলেছে। একই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতে দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করার ওপর তাগিদ দেন। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা তুরস্কের অবস্থানের নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ করছি। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিরোধী ছিলেন এবং ইউক্রেন ও রাশিয়াকে আলোচনার টেবিলে বসিয়ে উভয় পক্ষের জন্য একটা সম্মানজনক সমাধান খুঁজে বের করতে প্রয়াসী ছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাশিয়ার নিজস্ব লেনদেনব্যবস্থা এমআরএইয়ের মাধ্যমে লেনদেন বাতিল করেছে। সরকারিভাবে ইউক্রেনের ভূখন্ডকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার বিরোধিতা করে এটা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে জানিয়ে দিয়েছে, যার মাধ্যমে তুরস্ক নিজেকে মধ্যস্থতাকারীর অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়েছে বলা যেতে পারে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বর্তমানে এই যুদ্ধের যে চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে আসে তা হলো রাশিয়া যতই যুদ্ধকৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে হামলার তীব্রতা বাড়াতে চাইছে, পশ্চিমা বিশ্ব ততটাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরো কঠোরতা অবলম্বন করতে যাচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এত দিন ধরে নীরব থাকা কিছু শক্তির সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ পশ্চিমা বিশ্বকে নিঃসন্দেহে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে থাকবে। এর আগে পশ্চিমা বিশ্বকে প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়ে প্রচার করা পুতিনের হুঁশিয়ারি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে খোদ রাশিয়ায়ই। বিষয়টিকে তিনি যতটা সহজভাবে উচ্চারণ করেছেন, বাস্তবে এর প্রয়োগ তার চেয়ে জটিল। রাশিয়ার ভেতরেও প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিরোধী প্রচারণার পাশাপাশি এত দিন ধরে যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র, তাঁরাও দীর্ঘ আট মাস ধরে চলমান যুদ্ধের ফলে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে তাঁদের বিনিয়োগকৃত অর্থসম্পদ ভোগে নিষেধাজ্ঞার মুখে রয়েছেন। এতে তাঁদেরও ক্ষোভ বাড়ছে পুতিনের প্রতি। যুদ্ধ যতই প্রলম্বিত হচ্ছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভের পাল্লা যেন ততই ভারী হচ্ছে। শুরুতে অনেকে ন্যাটোর সম্প্রসারণের উদ্যোগকে নেতিবাচকভাবে দেখলেও বর্তমানে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার সব দায় গিয়ে পড়েছে রাশিয়ার ওপর। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু করে পুতিন যে ভুল করেছিলেন, বারবার তিনি যেন সেই ভুলের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন!

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন ফৌজদারী মামলা/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

পরীক্ষার অসদুপায় ও ভুয়া নির্বাচন

রিন্টু আনোয়ার

এক দিকে জ্বালানি তেলের 'আগুনে' পুড়ছে সাধারণ মানুষ, অন্য দিকে হু হু করে বাড়ছে প্রতিটি পণ্যের দাম। বাজারে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, চিনি, আটা, আদা, রসুন, এলাচ, শুকনা মরিচ, ভোজ্যতেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে। মৌসুমে সব ধরনের সবজির সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও দাম চড়া। এতে ভোক্তাদের নাভিশ্বাস দিন দিন বাড়ছেই। তারা বলছেন, বাজারে খাদ্যপণ্যের কোনো সঙ্কট নেই। চাহিদার সবটুকু পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু দাম অনেক বেশি। অথচ তদারকি সংস্থাগুলোও প্রায় নিশ্চুপ। সংশ্লিষ্টরা দেখেও যেন টিনের চশমা পরে আছে।

কেন তারা দাম কমাতে পদক্ষেপ নিচ্ছে না? কেনই বা তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করছে? প্রশ্নের উত্তর নেই। প্রতিদিন খাবার কিনতে বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। ব্যয় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। তাই সরকারের এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি বলছে সাধারণ মানুষ। আশ্চর্যের বিষয়, চালের দাম আর বাড়বে না- মন্ত্রীর এমন আশ্বাসের পরই দেশে বেড়ে যায় চালের দাম। তেল, ডাল, ডিমসহ প্রায় সব নিত্যপণ্য নিয়েও একই কান্ড। গত কয়েক বছরে মানুষও নমুনা বুঝে গেছে। মন্ত্রী বা সরকারি উচ্চপর্যায় থেকে কোনো কিছুর দাম কমার আশ্বাস বা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি মানেই যেন নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির আগাম বার্তা। সেই দৃষ্টে তাদের আশ্বাস বা হুঁশিয়ারি শোনামাত্র ক্রেতারা সাধ্যমতো যতদূর সম্ভব দ্রুত ওই পণ্য কিনে ফেলছেন।

এ দিকে বাজারের এ সিনড্রোম নির্বাচন পেরিয়ে ভর করেছে এখন শিক্ষাব্যবস্থা তথা পাবলিক পরীক্ষায়ও। কিছু দিন ধরে শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বেশ গর্ব করছিলেন। বলছিলেন, এখন আর প্রশ্ন ফাঁস হয় না। তারপরও কেউ প্রশ্ন ফাঁস করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার গর্ব ও হুঁশিয়ারির পর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। এক-দু'টি নয়, সম্প্রতি শেষ হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় ফাঁস হয়েছে ছয়টি বিষয়ের প্রশ্ন।

একজন কেন্দ্রসচিবকে 'ধামা' বানিয়ে চাপা দিয়ে ফেলা হয়েছে ঘটনাটি। চালিয়ে দেয়া হয়েছে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' নামে। একে মোটেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ফেলা যায় না। এসএসসি পরীক্ষা মোটেই কোনো বিচ্ছিন্ন পরীক্ষা নয়। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড পাড়া-মহল্লার যেনতেন বিচ্ছিন্ন কোনো বোর্ড বা সভা নয়। তাই দিনাজপুরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের শেষ হওয়া এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা খুব বাজে বার্তা দিয়েছে। ঘটনা ধরা পড়ার পর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা ও রসায়ন পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এক সাথে ছয়টি বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস রেকর্ড গড়া ঘটনা। একজন কেন্দ্রসচিবের একার পক্ষে এমন ঘটনা ঘটানো কি সম্ভব? গত বছর কয়েক ধরে অবিরাম প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। একদিকে বলা হচ্ছে- এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্সের কথা, কাউকে ছাড় না দেয়া, ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির হুমকি। অন্য দিকে, পাবলিক পরীক্ষার পাশাপাশি বিসিএস, মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। তা গড়িয়েছে ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায়ও। নার্স নিয়োগের পরীক্ষাও বাদ যায়নি প্রশ্ন ফাঁসের কলঙ্ক থেকে। আয়োজনে এসব পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষার কাছাকাছি।

মাঝে মধ্যে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের 'হোতা' ধরার খবর আসে। র‍্যাব, গোয়েন্দাসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চাঞ্চল্যকর অভিযানে প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের সম্পর্কে জানানো হয়। নানান ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রশ্ন ফাঁস কর্মটি দু'-চারজনের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে শুরু করে সরকারি প্রেসে ছাপা, কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিতরণ পর্যন্ত পরতে পরতে লাগছে অনেক হাতের ছোঁয়া। ঘটনাচক্রে কখনো কোনো ঘটনা ধরা পড়ে; কিন্তু প্রায়ই পুরো সত্য প্রকাশ না করে আংশিক প্রকাশ বা কাউকে রেহাই দিতে গিয়ে সত্য আড়াল হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। যা প্রকারান্তরে প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্রের জন্য কেবল উৎসাহ নয়, প্রণোদনাও। যার পরিণতিতে ঘটছে প্রশ্ন ফাঁসের একটির পর আরেকটি ঘটনা।

স্থানীয়, জাতীয় যেকোনো পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁস রোধের প্রধানত দায়িত্ব সরকারের। সেই দায়িত্ব না নিয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান একেবারেই গৎবাঁধা কাজ। দায়িত্ব খেলাপও বলা যায়। তারওপর 'এখন আর প্রশ্ন ফাঁস হয় না, কাউকে ক্ষমা করা হবে না, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে' ধরনের হুমকি-ধমকি পর্যবসিত হচ্ছে বর্তমানে সুষ্ঠু নির্বাচনের ওয়াদা বা নিত্যপণ্যের দাম কমানোর মতো আশ্বাসে।

এমনিতেই মানুষের মধ্যে বিনাভোটে জয় ও বিনাপরীক্ষায় পাসকে সমার্থক করার একটি প্রবণতা প্রচলন হয়ে গেছে সমাজে। সেই সাথে সুষ্ঠু ভোটের ওয়াদা করে জালিয়াতি-কারচুপি, ন্যায্যমূল্যের আশ্বাসের পর দাম বাড়ানোর মতো দশা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়েও। 'প্রশ্ন আর ফাঁস হবে না' গ্যারান্টির মধ্যে ফাঁসের বার্তা মিলছে অহরহ। ফলে, প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে মামলা, কিছু ধরপাকড় আর গরম কথা মোটেই সমাধান নয়। দিনাজপুরের ঘটনায়ও ভুরুঙ্গামারী থানায় মামলা হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারীকে ধরে জেলে পাঠানো হয়েছে। ভুল করে অন্য বিষয়ের প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের ঘটনাও ঘটেছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে। এটি মোটেই সমাধান নয়।

এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষা; বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিএস, ব্যাংকসহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মামলা হলেও জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যাচ্ছে না বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল থেকে এই ১৪ বছরে ঢাকা মহানগর এলাকায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় হয়েছে দুই শতাধিক মামলা। তবে এগুলোর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে শুধু ৪৫টির। মাত্র একটি মামলায় এক আসামির অর্থদ হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

সম্প্রতি শেষ হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস প্রমাণের বহু খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন বোর্ডের অধীন কিছু কেন্দ্রে দেখাদেখির পরিবেশে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র শিক্ষকের লিখে দেয়ার লজ্জাজনক খবরও পাওয়া গেছে। এমন একটি ঘটনায় পটুয়াখালীতে মামলাও হয়েছে।

মাঝে কিছু দিন প্রশ্ন ফাঁস কিছুটা কমেছিল। এখন আবার কেন তা বাড়বাড়ন্ত, সেটি ভাবার মূল দায়িত্ব সরকারের। দায়িত্বের দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন অভিভাবকরা। দুঃখ-জনকভাবে কোথাও কোথাও এ অনৈতিকতায় অভি-ভাবকদেরও জড়িয়ে পড়ার কুচর্চার খবর মিলছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেতে মা-বাবাও দৌড়ান। সন্তানও মা-বাবাকে দ্বিধাহীনভাবে বলছে, ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করে দিতে। যে মা-বাবার সন্তানকে নৈতিকতা শিক্ষা দেবেন, তারাই সন্তানকে অনৈতিক সুবিধা দিতে কাজ করলে সমাজ নৈতিকতা শিখবে কিভাবে, কোত্থেকে? চিত্রটি জাতির জন্য চরম বিপজ্জনক।

প্রশ্ন ফাঁস অপরাধ বিচারে মারাত্মক 'দুর্নীতি'। কেবল সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয়, বিষয়টি সবার জন্য ভাব-নার। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে একদিকে দুর্বল মেধার শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃত মেধাবীরা যাচ্ছে পিছিয়ে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার সাথে আমাদের নৈতিক বিষয়টি জড়িত। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পরীক্ষার আগের রাতে মোটা অঙ্কের টাকায় কেনাবেচা হয় এসব প্রশ্ন। একটি অসাধু মহল ওইসব পরীক্ষা আয়োজনকারী কিংবা দায়িত্বপালনকারীদের সাথে যোগসাজশে আগেই প্রশ্ন পেয়ে যায়। পরে সতর্কতার সাথে চাকরিপ্রার্থী কিংবা পরীক্ষার্থীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। কোনো কোনো সময় একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরীক্ষার্থীদের রেখে প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে দেয়া হয়। চাকরিপ্রার্থীরা ওই স্থানে রাত যাপন করে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ও সমাধান থেকে প্রস্তুতি নিয়ে পরদিন পরীক্ষায় অংশ নেন।

কখনো কখনো টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন সরাসরি নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে যায়। তাদের মধ্যে অনেকে সেই প্রশ্নের স্ক্যানড কপি মুঠোফোনে থাকা ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন। গোটা বিষয়টি সমাজে অনৈতিকতার ভয়াবহতা ইঙ্গিত করে।

এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষা; বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিএস, ব্যাংকসহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মামলা হলেও জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যাচ্ছে না বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সাল থেকে এই ১৪ বছরে ঢাকা মহ-ানগর এলাকায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় হয়েছে দুই শতাধিক মামলা। তবে এগুলোর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে শুধু ৪৫টির। মাত্র একটি মামলায় এক আসামির অর্থদণ্ড হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বেশি জড়িত শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। সে জন্যই শিক্ষা সচিবের অসহায় উচ্চারণ- 'কাকে বিশ্বাস করব?' কিন্তু কথা হলো- বিশ্বাস করার মতো মানুষকে তারা যথাস্থানে বসাচ্ছেন কি না? বর্তমানে আমরা যে চর্চা দেখছি, তাতে অনেক সময় যোগ্য বিকল্প থাকা সত্ত্বেও অযোগ্যরা চেয়ারে বসছে। যখন যোগ্যদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের দায়িত্বশীল পদে বসানো হয় তখন আক্ষেপ না করে সে মেকানিজমে পরিবর্তন আনা দরকার।

শিক্ষাকে রাজনৈতিক আর পরীক্ষাকে নির্বাচনের মতো বিষয়াদিতে মিলিয়ে ফেললে এর ভয়াবহতা দিন দিন আরো তীব্র না হয়ে পারে না। তাই প্রশ্ন ফাঁসের মতো এমন ঘৃণ্য অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাবশালী কেউ জড়িত থাকলেও যেন ছাড় না পায়। পুরো চক্রটিকে বিচারের আওতায় আনা জরুরি। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত, যাতে দ্বিতীয়বার কেউ প্রশ্ন ফাঁস করতে সাহস না পায়। হ

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

রেড়ি বা ভেন্নার তেল ও কুপিবাতি

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে আমাদের একেবারে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং ধারণা দিয়েছেন যে, শতবর্ষ আগে আমাদের জ্বালানি ও আলোর জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করতে হতো সম্ভবত সবাইকে সেখানেই ফিরে যেতে হবে। দেশে এখন বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, গ্যাসের চাপ খুব কম। বাজারদরের কথা না হয় না-ই বললাম। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এসব না থাকায় আমাদের কী আর দুরবস্থা তার চেয়ে অনেক কষ্টে আছে উন্নত দেশের মানুষ। তাদেরও আছে জ্বালানি সঙ্কট, তবে সে সঙ্কট মোকাবেলায় তারা রান্না করতে খড়ি ব্যবহার করছে কি না সেটি প্রধানমন্ত্রী জানাননি।

তারা বিদ্যুৎসাশ্রয়ের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তা আমাদের জানা নেই। সেখানেও সম্ভবত নিয়মিত লোডশেডিং হচ্ছে। কিংবা এখনো আমরা যে পরিস্থিতিতে পড়েছি তেমন অবস্থায় তারা পড়েনি। পড়তে হয়তো সময় লাগবে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংগঠন ওপেক প্লাস সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, তারা জ্বালানি তেলের উৎপাদন ২০ শতাংশ কমিয়ে দেবে। তা না হলে দরপতন রোধ করা যাবে না এবং উৎপাদক দেশগুলো আর্থিক সঙ্কটে পড়বে। কে চায় নিজের হাতে নিজের দেশের মানুষকে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ফেলতে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই ওপেকের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। তাতে খুব সুবিধা হবে না। কিছুকাল আগে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেলপ্রতি ১২০ থেকে ১৪০ ডলার হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে উৎপাদক দেশগুলো অধিক লাভের আশায় জ্বালানি তেল উত্তোলন বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন আবার কমিয়েছে। এ খেলা দীর্ঘকাল চলে আসছে। প্রধানত আরব দেশগুলো তেল উৎপাদন করে। তারা বিশ্বে বেশি তেল ব্যবহারকারী দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে তেলাস্ত্র ব্যবহার করে।

এই যেমন রাশিয়ার গ্যাসের ওপর ইউরোপের বহু দেশ নির্ভরশীল; কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা করে তার প্রায় ১৫ শতাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে। আধুনিক বিশ্বে এটি অত্যন্ত জবরদস্তি। কেউ কোনো ছোট দেশকে বা তার অংশবিশেষকে দখল করে নেবে, বিশ্বের কোনো দেশই তা প্রকাশ্যে মেনে নেবে না। নেয়ও নি। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর বিভিন্ন ধরনের অবরোধ আরোপ করেছে। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছেই। এটি আর গোপন নেই যে, ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো এখন প্রকাশ্যে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিচ্ছে। ফলে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ইউক্রেন কোথাও কোথাও সফল হচ্ছে। তাদের হটিয়ে দিয়ে নিজের ভূমি পুনর্দখল করছে। এই যুদ্ধে ইউক্রেনকে মোকাবেলার জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তিন লাখ রুশ তরুণকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই আশপাশের দেশে পালিয়ে গেছে। এই অন্যায় যুদ্ধে তারা পুতিনের সাথে থাকতে কিংবা তার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার হাতে অস্ত্র আছে, সেটি হলো- প্রাকৃতিক গ্যাস, আর আছে জ্বালানি তেল। জ্বালানি তেলের জন্য রাশিয়ার ওপর কেউ নির্ভরশীল নয়। রাশিয়াকে কিছুটা রিলিভ দেয়ার জন্য ভারত রাশিয়া থেকে কিছু তেল আমদানি করেছে। আর সাথে সাথে আমাদের সরকার বলে বসল যে, ভারত যদি রাশিয়ার তেল আমদানি করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না? অর্থাৎ অবরোধের কথাটি মাথায় রেখেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, আমাদের রিফাইনারিতে রাশিয়ান তেল পরিশোধন করা সম্ভব নয়। রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় দেশ থেকেই আমাদের প্রধান আমদানি পণ্য গম। সেটিও খুব নির্বিঘ্ন নেই। ইউক্রেন দখলের পরও রাশিয়ার প্রতি আমাদের সরকারের ভালোবাসা অটুট আছে ও সুতীব্র হয়েছে। ইউক্রেনের অংশবিশেষ রাশিয়া দখল করে নেয়ার বিষয়টি বিশ্বের কোনো দেশ সমর্থন করেনি। সে প্রসঙ্গ এক পাশে সরিয়ে রেখে বাংলাদেশ সরকার বলেছে, রাশিয়ার অবরোধ দেয়াটা মানবতাবিরোধী কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু, রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলা ও এর অংশবিশেষ দখল কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আভাস দিয়েছেন, আগামী বছর বিশ্বব্যাপী তীব্র খাদ্যসঙ্কট অথবা দুর্ভিক্ষ হতে পারে। কী সাঙ্ঘাতিক খবর। আমরা যারা ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ দেখেছি, না খেয়ে থেকেছি, শত শত মানুষকে খাদ্যাভাবে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখেছি। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামে বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা দেখেছি, আধপেটা খেয়েছি কী খাইনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আভাস দিয়েছেন, আগামী বছর বিশ্বব্যাপী তীব্র খাদ্যসঙ্কট অথবা দুর্ভিক্ষ হতে পারে। কী সাঙ্ঘাতিক খবর। আমরা যারা ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ দেখেছি, না খেয়ে থেকেছি, শত শত মানুষকে খাদ্যাভাবে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখেছি। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামে বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা দেখেছি, আধপেটা খেয়েছি কী খাইনি। তাদের কাছে এটি একটি আতঙ্কের সংবাদ। সরকার যদিও বলেছে, পাঁচ মাসের খাদ্য কেনার টাকা তাদের কাছে আছে। কিন্তু, আমরা তো শুধু খাদ্যই কিনি না, আরো বহুবিধ জিনিস আমাদের কিনতে হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এক ইঞ্চি জায়গাও যেন খালি না থাকে, চাষ করুন। চাষ করতে সার লাগে। সারও নেই, তার দামও বেড়েছে। সারের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা সড়ক অবরোধ করছেন। নিশ্চিত করে বলা মুশ-কিল যে, সামনের দিনগুলো আমরা কিভাবে কাটাব।

জ্বালানি তেল যে সরকার সরবরাহ করতে পারবে না সেটি মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে। সে জন্য বিদ্যুতের আশা ক্রমেই তিরোহিত হচ্ছে। আর তাই সরকার পরামর্শ দিয়েছে যে, আমরা যেন আলোর জন্য রেড়ি ও ভেন্নার তেলের ওপর নির্ভর করি। রেড়ি ও ভেন্না প্রায় এক ধরনের গাছ, ভেন্না গাছে কাঁটাওয়ালা ফল হয়। সে ফল পিষে তেল বের করা হয়। এসব ভেন্নাগাছ খালের দু'পাশে আপনাআপনি হয়ে থাকত। কলুরা গোছায় গোছায় কেটে নিত। এখন সে গাছও নেই, সে ভেন্নাও নেই। খাল নেই, পানি নেই। সুতরাং ভেন্নার তেল কোথায় পাবো? ৭০-৮০ বছর আগেও এই কলুরা সরিষার তেলের সাথে ভেন্নার তেলের ভেজাল দিতেন। তাদের কাছ থেকে তেল কিনতে লোকে বারবার জিজ্ঞেস করত, ভেন্নার তেল মেশাননি তো।

আলাদাভাবে ভেন্নার তেল বা রেড়ির তেল সাধারণ তেলের চেয়ে ঘন। মাটির প্রদীপে সুতোর সলতে দিয়ে তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হতো। সাধারণত, মাটি দিয়ে তৈরি হতো পিদিম। ছোট্ট ভাণ্ড, পূজা-অর্চনায় দেব-দেবীর পায়ের কাছে এই পিদিম জ্বালিয়ে রাখা হতো। আলোকিত করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা। প্রধানমন্ত্রী কুপির কথাও বলেছেন। রেড়ি বা ভেন্নার তেল দিয়ে কুপি জ্বালানোর কথা শুনিনি। কুপি বা হারিকেন কেরোসিন তেলে জ্বলে। এ কেরোসিনও আমদানি করতে হয়। কুপি বা হারিকেনের আলোয় আমরা শৈশব-কৈশোরে লেখাপড়া করেছি। সুতরাং কুপি বা হারিকেনের আশাও বাদ। জ্বালানি তেলের সঙ্কট তো আর শিগগিরই শেষ হচ্ছে না। অতএব, শুধু বাকি রইল মাটির পিদিম। লেখাপড়ায় যবি-নকা। আমাদের সন্তানদের বা নাতি-নাতনীদের ভবিষ্যৎ কি পিদিমের আলোর মতো টিমটিমে হয়ে যাবে? কে তার জবাব দেবে?

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত আর্টিস্ট। আমি বাংলাদেশ থেকে কালচারাল প্রোগ্রামে যোগ দিতে নিউইয়র্কে এসেছি কয়েক সপ্তাহ আগে। আমি আমার এক বন্ধুর আর্ট গ্যালারি পরিদর্শন করতে এসে তার বিজনেস দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। সে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এখানে থেকে কাজ করে এই সুযোগ গ্রহণ করতে। অনুগ্রহ করে আমাকে পরামর্শ দেবেন এখানে থেকে কাজ করা সম্ভব কিনা?

আমি বিবাহিত এবং ঢাকায় আমার দুটি সন্তান আছে। তারা স্কুলে যায়। আমি এখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তারা কি আমার সাথে এদেশে থাকার জন্য আসতে পারবে? ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাসান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

ওয়ার্ক ভিসাঃ যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার জন্য আপনার ওয়ার্ক ভিসা লাগবে। ওয়ার্ক ভিসা দুই রকমের হয়। টেম্পোরারি এবং পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস। ওয়ার্ক ভিসা সম্পর্কে মৌলিক তথ্য নিচে দেয়া হলো। তবে এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করুন যে আপনার জন্য কোন ভিসা প্রযোজ্য।

টেম্পোরারি ওয়ার্ক ভিসাঃ

টেম্পোরারি ওয়ার্ক ভিসা তাদের জন্য প্রয়োজন্য যারা একটি নির্দিষ্ট সময় কাজের জন্য ইউএসএ আসতে চান। এই ভিসা পাওয়ার জন্য সম্ভাবনাময় প্রত্যেক কর্মপ্রার্থীকে প্রথমে ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) এ আবেদন করতে হবে। আবেদনটি অনুমোদন পেলে তারপর ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। ওয়ার্ক ভিসা কয়েক রকমের আছে।

এইচ-১বিঃ

এইচ-১বি ভিসা একজন পেশাজীবীকে তার যে বিষয়ে দক্ষতা সেই বিষয়ে ইউএসএ কাজ করার অনুমতি দানের জন্য ভিসা প্রদান। এই ভিসা এদেশের ব্যাচেলার ডিগ্রীর সমমান সম্পন্ন ডিগ্রী থাকতে হবে। একজন নিয়োগ কর্তাকেও ঐ ফিল্ডে কর্মরত ইউএস নাগরিকের সুবিধা দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ হবে ৩ বছর। এই মেয়াদ পরবর্তীতে আরো ৩ বছরের জন্য বাড়ানো যাবে। এইচ-১বি ভিসার মেয়াদ হবে ৬ বছর। এই ভিসার অধীনে কেবল নির্দিষ্ট ঐ আবেদনকারীই কাজ করতে পারবেন। একজন বিদেশী নাগরিক কেবল সেক্ষেত্রে তার নিয়োগকর্তা পাল্টাতে পারবেন যদি সেই নতুন নিয়োগকর্তা ব্যুরো অব ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত হন।

এইচ-১বি ভিসার শ্রমিকের স্ত্রী বা স্বামী (স্পাউস) এবং ২১ বছরের নিচের বয়সের সন্তান তার সঙ্গে ইউএসএ আসতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তারা কেবল পড়াশোনার জন্য স্কুলে যেতে পারবেন।



O Visas: বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিঃ

বিদেশী আর্টিস্ট, এ্যাথলেটস, বিনোদন শিল্পী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং ব্যবসায়ী যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতি, তাদের O Visas দেয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ইউএসএ এসে ঐ সব বিশেষগুণ সম্পন্ন মানুষ তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন। বিশেষ দক্ষতা হিসেবে গণ্য করা হবে তাদের যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশে এবং বিদেশে খ্যাত। O Visas শিল্প-সাহিত্য যারা পারফর্মার গীতিকার, গায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী, পরিচালক, ফটোগ্রাফার।

O Visas'র মেয়াদও প্রাথমিকভাবে ৩ বছর। তবে পরবর্তীকালে এই মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে। O Visas এর এর অধীনে অব্যশ্যই একজন আবেদনকারীর স্পাউস, স্বামী/স্ত্রী, ২১ বছর বয়সের নিচের সন্তানাদি আসতে পারবেন D-3 ভিসা স্ট্যাটাসে। তবে তারা কাজ করতে পারবেন না। স্কুলে যেতে পারবেন, পড়াশোনা করতে পারবেন যতদিন তাদের স্ট্যাটাস থাকবে।

P Visas: **পেশাদার আর্টিস্টস, এ্যাথলেটস এবং ইন্টারটেইনারসঃ**

যে সব শিল্পী, সার্কাসকর্মী, এ্যাথলেটস এব বিনোদন শিল্পী যারা একক বা দলগতভাবে পারফর্ম করতে সাময়িক সময়ের জন্য ইউএসএ আসতে চান, তাদের পি-ভিসা দেয়া হয়। ব্যতিক্রমী দক্ষতা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদ যারা ইউএসএ প্রতিযোগিতা করতে আসতে চান তাদেরকেও পি-ভিসা দেয়া হয়। দলের সঙ্গে কোন এ্যাথলেট পারফর্ম করার জন্য আসতে চাইলে তারাও পি-ভিসা পেতে পারেন।

পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাসঃ

বিদেশী নাগরিকদের অধিকাংশই প্রধানত দুইভাবে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। এক- পারিবারিক ভিত্তিতে এবং দুই- চাকরি ভিত্তিক। যাদের নিজ পরিবার যেমন স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই বোন নেই তাদের পক্ষে পরিবার ভিত্তিক গ্রিনকার্ড লাভ অসম্ভব।

সাধারণভাবে বিদেশী নাগরিকদের আমেরিকায় থাকা এবং গ্রিনকার্ড পওয়ার পথ হচ্ছে চাকরি ভিত্তিক ভিসা। কোন আমেরিকান কোম্পানী বিদেশী শ্রমিকদের স্পন্সর করার জন্য আবেদন করতে পারেন।

চাকরি ভিত্তিক গ্রিনকার্ড পেলে বিদেশী শ্রমিকরা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন। তাদের স্বামী/স্ত্রী (স্পাউস), ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানও এদেশে আসতে এবং কাজ করতে পারবেন ১০ বছর মেয়াদী গ্রিনকার্ড পেয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ জন্য তাদের কোন ব্যয়ভার বহন করতে হয় না আবেদন করার জন্য। চাকরি ভিত্তিক গ্রিনকার্ড দুইভাবে পাওয়া যেতে পারে। নিয়োগ কর্তার স্পন্সর এবং নন-এমপ্লয়ার স্পন্সরড (নিজেই নিজের জন্য আবেদন করা)। এই দুইয়ের মধ্যে কমন হচ্ছে নিয়োগকর্তা-স্পন্সরড চাকরিভিত্তিক গ্রিনকার্ড। এর মধ্যে লেবার সার্টিফিকেশন সকল চাকরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন গবেষক। প্রফেসররাই কেবল স্থায়ী ফ্যাকাল্টির জন্য প্রযোজ্য। বিদেশী নাগরিকদের জন্য দুই ধরনের ভিসা পাওয়া যায়। একটি ন্যাশনাল ইন্টারনেট ওয়েভার (EB-2 এবং এক্সট্রা অর্ডিনারারি এ্যাবিলিটি (EB-1)।

এ্যাবিলিটি (EB-1):

তবে নিয়োগ কর্মকর্তা কর্তৃক স্পন্সর করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিয়োগ কর্মকর্তাকে প্রথমে দেখাতে হবে যে, নির্দিষ্ট ঐ পদের জন্য ইউএস সিটিজেন, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাওয়া যাচ্ছে বা ঐ কাজের তারা কেউ আগ্রহী নন। লেবার সার্টিফিকেট পেতে এই প্রমাণ নিয়োগ কর্মকর্তাকেই সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এই বিষয়ে আরো কিছু প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখছি পরবর্তী সংখ্যায় আশা করি পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে জেনে নেবেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বেনজীর আহমেদকে যে প্রশ্ন করা যায়

মারুফ মল্লিক

নিষেধাজ্ঞার খড়্গ মাথায় নিয়েই অবসরে গেলেন পুলিশের সদ্য সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ। এদিক থেকে বেনজিরের বিদায় খুব বেশি সুখকর বলা যাবে না। তাঁর পূর্ববর্তী মহাপরিদর্শকদের কয়েকজন রাষ্ট্রদূত হিসাবে বিদেশে চাকরি করেছেন। নিষেধাজ্ঞার কারণে বেনজীরকে এ ধরনের নিয়োগ দেওয়া সরকারের জন্য কঠিন হবে। আবার দেশের ভেতরেও তাঁকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া সহজ হবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে নিষেধাজ্ঞার কারণে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের পক্ষ নিয়ে বিরোধী মতের ওপর কঠোর অবস্থান গ্রহণ এবং গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বেনজীর আহমেদের ভাগ্যে রইল কী? তিনি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে পারেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি নিষেধাজ্ঞার দায়ভার নিজেদের কাঁধ নিবে? যদি না নেয় তবে আপাতত সরকারি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে জীবনযাপন করাই বেনজীরের নিয়তি। কারণ আলোচিত, সমালোচিত, বিতর্কিত ও নিন্দিত এই পুলিশ কর্মকর্তার অবসরকালীন সময়ে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে সরকারকে। পুলিশের একটি গাড়ি ও সাদা পোশাকের ছয়জন পুলিশ তাকে নিরাপত্তা দেবে বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি দুজন সশস্ত্র পুলিশ ও বাড়িতে তিনজন পুলিশের নিরাপত্তা পাবেন।

ইতিপূর্বে অবসরে যাওয়া অন্য কোনো পুলিশ মহাপরিদর্শকের জন্য এই ধরনের বিশেষ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা যায়নি। বিতর্কিত র্যাবের মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্বপালন কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তিনি আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। র্যাব ও পুলিশের দায়িত্ব পালন কারণে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের নির্মমতার জন্য তিনি সব সময়ই তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছে।

সমালোচিত এই কর্মকর্তার পুলিশ ও র্যাবের শীর্ষ দায়িত্ব পালনকালে গুম ও বিনা বিচারে হত্যার মতো মানবতাবিরোধী বিভিন্ন অপরাধে পুলিশ ও র্যাবের সদস্যরা ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করেছে। এ ছাড়া ছিনতাই, আটক করে অর্থ আদায়সহ নানা অপরাধেও আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন বলে বিরোধী মতের দলগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে।

বেনজীর সরকারি কর্মচারী হয়েও দম্ভ ভরে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনারা কারা?' এখন যদি জনসাধারণ প্রশ্ন করে, রাষ্ট্রের কর্মচারী হয়ে, জনসাধারণের করের অর্থে জীবনযাপন করে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার আপনি কে? আপনি যে জীবন-যাপন করছেন সেই অর্থের উৎস কোথায়? মানবাধিকার লঙ্ঘনের অধিকার আপনাকে কে দিল? আপনি কে?

মূলত বেনজীর আহমেদ যখন নেতৃত্বে ছিলেন তখনই পুলিশ ও র্যাবের বিরুদ্ধে ভয়ংকর নানা অভিযোগ উঠতে থাকে। এই সময় আমরা বিরোধী দলের দমন-নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে অব্যাহতভাবে। কিছুদিন আগেই নারায়ণগঞ্জে মিছিলে চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করে বিএনপির এক কর্মীকে হত্যা করে গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তার গুলি করার দৃশ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নারায়ণগঞ্জেই নয়, ভোলা, মুন্সিগঞ্জে সম্প্রতি পুলিশ গুলি করে বিরোধী কর্মীদের হত্যা করেছে। গুলি করে হত্যার অভিযোগ ছাড়াও র্যাব ও পুলিশের নির্যাতনের কারণে বিরোধী নেতা-কর্মীরা পঙ্গু হয়েছেন– এমন অনেক অভিযোগও আছে।

পুলিশ ও র্যাবকে ব্যবহার করে বিরোধী রাজনীতিকে কঠোরভাবে দমন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর নৃশংসতার ও নিপীড়নের পাশাপাশি বেনজীর আহমেদ প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে বিতর্কিত হয়েছেন। চলতি বছরের মার্চে বিএনপির সমালোচনা করে চরমভাবে সমালোচিত হন বেনজীর আহমেদ। পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বেনজীর আহমেদ বলেন, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। দেশের অর্থনীতির ওপর অবরোধ জারি করতে একটি রাজনৈতিক দলের নেতারা লবিস্ট নিয়োগ করেছে। জিএসপি বন্ধ করতে চিঠি লিখেছে। ওই অনুষ্ঠানে বেনজীর রীতিমতো হুংকার দিয়ে বলেন, হু আর ইউ? আপনারা কারা? বেনজীর আহমেদের এই রাজনৈতিক নেতাসুলভ চর্চা অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। ওই একই অনুষ্ঠানে আরেক পুলিশ কর্মকর্তা শাফিকুল ইসলাম নাম উল্লেখ না করে খালেদা জিয়াকে নিয়ে অত্যন্ত কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন। শফিকুল বলেন, যাকে তার স্বামী পরিত্যাগ করেছিল.....সে পাকিস্তানের ওখানে কী করছে। সে নাকি এখন এক নম্বর মুক্তিযোদ্ধা। মূলত খালেদা জিয়াকে এক নম্বর মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে বক্তব্য দিয়েছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এটা রাজনৈতিক বক্তব্য। রাজনৈতিক বক্তব্যের উত্তর দেবে রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মচারীদের রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়া স্পষ্টতই এক অশনিসংকেত দেশ ও জাতির জন্য। এর আগে জনতার মঞ্চে যোগ দিয়ে প্রশাসনকে বিপথগামী করেছিলেন মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মতো আমলারা।

বেনজীর আহমেদ পুলিশের অন্য কর্মকর্তাদের নিয়েই সদলবলে রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পুলিশকে বিতর্কিত করার কাজটি শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে তার বক্তব্য শুনে মনে হতো আওয়ামী লীগ নেতার কথা শুনছি যেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা হিন্দাল কাদির বাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সংবর্ধনায়ও তিনি রাজনৈতিক নেতার মতোই বক্তব্য দিয়েছেন। এটা সরাসরি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আচরণবিধির লঙ্ঘন। পুলিশের পোশাক গায়ে এ ধরনের আচরণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। কর্মচারীদের বিশৃঙ্খল হতে উসকানি দেয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা কমিয়ে দেয়। বেনজীর আহমেদের ক্ষেত্রেও শেষ দিকে তাই হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যেই তিনি একাংশের বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন। এর মধ্যে সরকার সমর্থক পুলিশ অফিসাররাই ছিলেন। রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে বেনজির নিজে সরকারের আনুকূল্য লাভে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বেনজীরের পাশাপাশি এখন অন্যান্য কর্মকর্তারাও একই চেষ্টা করছেন। ফলে বেনজীর বিরোধী পক্ষের পাশাপাশি সরকার সমর্থক কর্মকর্তাদেরও বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই সামনে নির্বাচন থাকলেও সরকার তাকে চুক্তিতে আরও কিছু সময় পুলিশের মহাপরিদর্শক পদে রাখতে পারেনি। অবশ্য নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত আরেকজনকে মহাপরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে।

বেনজীর সরকারি কর্মচারী হয়েও দম্ভ ভরে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনারা কারা?' এখন যদি জনসাধারণ প্রশ্ন করে, রাষ্ট্রের কর্মচারী হয়ে, জনসাধারণের করের অর্থে জীবন-যাপন করে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার আপনি কে? আপনি যে জীবন-যাপন করছেন সেই অর্থের উৎস কোথায়? মানবাধিকার লঙ্ঘনের অধিকার আপনাকে কে দিল? আপনি কে?

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কত দিন?

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডেঙ্গু রোগে ভয় নয়, চাই সচেতনতা

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

এই সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত তিন রোগ চোখ ওঠা, ডেঙ্গু ও কোভিড-১৯। আজ ডেঙ্গু রোগ নিয়ে আলোচনা করছি। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে যখন মানুষ ক্লান্ত, তখন ডেঙ্গুর প্রকোপ সাধারণ মানুষকে হতবিহ্বল করে তুলছে। প্রতিদিনই দেশব্যাপী বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা বাস্তবে সত্য হয়ে সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। বাড়ছে মৃত্যুও। গত ২ অক্টোবর স্বাস্থ্য অধিদফতরের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৫৬৮ জনের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ৩৬০ জন এবং ঢাকার বাইরের ২০৮ জন। নতুন ৫৬৮ জনসহ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সর্বমোট ভর্তি থাকা ডেঙ্গুরোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ২১০ জনে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যমতে, চলতি বছরে ১ জানুয়ারি থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সর্বমোট ১৭ হাজার ২৯৫ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৫ হাজার ২৭ জন। ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৮ জনের। এ বছর ২১ জুন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

২০২০ সালে করোনা মহামারীকালে ডেঙ্গুর সংক্রমণ তেমন একটা দেখা না গেলেও ২০২১ এ সারা দেশে আক্রান্ত হন ২৮ হাজার ৪২৯ জন। সে বছর দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ডেঙ্গুজ্বর আমাদের দেশে অতিমারী না হলেও কোনো অংশে কম নয়। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মানুষ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে ও অনেকে মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু একটি পুনরাবির্ভূত রোগ হিসেবে গণ্য। ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে পরিচালিত ঢাকা মহানগরের স্কুলের শিশুদের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে সর্বমোট দুই হাজার ৪৫৬ রক্তের নমুনার মধ্যে ২৭৮টিতে ডেঙ্গুর লক্ষণ ধরা পড়ে। ১৯৮৪-৮৬ সালে ঢাকা শহরের হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত রক্তের ২১টি নমুনার সবগুলোতেই সংক্রমণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসা প্রায় ১১ শতাংশ রোগীর ডেঙ্গু পজিটিভ ছিল। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ভয়াবহ ডেঙ্গুর মোকাবেলা করছে বাংলাদেশ।

২০০২ সালে দেশে প্রথম ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু রোগী দেখা যায়। সে সময় পাঁচ হাজার ৫১১ রোগী ভর্তি হয়েছিল। ২০০১ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুটা কমলেও ২০০২ সালে রোগীর সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়িয়ে যায়। এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রধানত এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকার একটি ভাইরাস-ঘটিত সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু ভাইরাস গোত্রভুক্ত, যার প্রায় ৭০ ধরনের ভাইরাসের মধ্যে আছে ইয়েলো ফিভার ও কয়েক প্রকার এনসেফালাইটিসের ভাইরাস। ডেঙ্গুজ্বরের অনুরূপ একটি রোগের মহামারীর প্রথম তথ্য পাওয়া যায় ১৭৭৯ ও ১৭৮০ সালে চিকিৎসাসংক্রান্ত বইপুস্তকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় প্রথম ডেঙ্গুজ্বর শনাক্ত হয়। ১৮৭১-৭২ সালে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। ওই সময় থেকে এ রোগের প্রকোপ এ উপমহাদেশে প্রায়ই ঘটে। ১৯৩৯-৪৫ সাল থেকে গোটা মহাদেশে ১০ থেকে ৩০ বছর পরপর ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিতে থাকে।

রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর ও ডেঙ্গু শক সিনড্রমের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৯৫৩-৫৪ সালে ম্যানিলায় ও ১৯৭৫ সালের মধ্যে নিয়মিত বিরতিসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ দেশে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালে মহামারী আকারে রক্তক্ষরা ডেঙ্গু ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও পূর্বদিকে চীনে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর ও শক সিনড্রম ডেঙ্গু এখন এশিয়ায় হাসপাতালে ভর্তি ও শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।

ডেঙ্গুজ্বরের বাহক মশা, চার প্রকারের ডেঙ্গু ভাইরাস ১. ২. ৩. ৪ হলো ডেঙ্গু ও রক্তক্ষরা ডেঙ্গুর কারণ। যেকোনো একটি সেরোটাইপ বিশেষ কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে আজীবন প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়, কিন্তু অন্য ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে নয়। মানুষের আবাসস্থলের সাথে সংশ্লিষ্ট দিনের বেলায় দংশনকারী মশা এসব ভাইরাসের বাহক। কোনো কোনো অঞ্চলে অন্যান্য প্রজাতির মশাও সংক্রমণ ঘটায়। রোগীকে দংশনের দুই সপ্তাহ পর মশা সংক্রমণক্ষম হয়ে ওঠে ও গোটা জীবনই সংক্রমণশীল থাকে।

ডেঙ্গু হলে অনেকে সকাল-বিকেল প্লাটিলেট পরীক্ষার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন বা প্লাটিলেট একটু কমতে থাকলেই আতঙ্কিত হতে থাকেন। এর কোনোই দরকার নেই। বারবার পরীক্ষা করালে দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো উপকার হয় না। আবার মেশিনে গুনলে এই সংখ্যা ভুল হতে পারে, কারণ প্লাটিলেট ক্লাম্প বা গুচ্ছ হিসেবে থাকায় মেশিন অনেকগুলোকে একটি হিসাবে ধরে সংখ্যা নিরূপণ করে।

মূলত ডেঙ্গুতে গুরুতর রক্তক্ষরণ হলে, যেমন মলের সাথে রক্তপাত বা রক্তবমি হলে রক্তের বদলে রক্ত দেয়াই উত্তম, প্লাটিলেট নয়। তা ছাড়া প্লাটিলেট সঞ্চালন খুবই ব্যয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এক ইউনিটের জন্য চারজন দাতাকে রক্ত দিতে হয়। প্লাটিলেট পৃথক করার যন্ত্রও সবখানে নেই। তাই ডেঙ্গু হলে প্লাটিলেট কমা ও প্লাটিলেট জোগাড় নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ও ছোটাছুটি করবেন না। সাধারণ ডেঙ্গু হলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন, যথেষ্ট তরল খাবার খান। ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পেতে ব্যক্তিকে যেমন সচেতন থাকতে হবে, তেমনি অন্যকেও সচেতন করতে হবে।

ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ

ডেঙ্গু-ভাইরাসের সংক্রমণ উপসর্গবিহীন থেকে নানা রকমের উপসর্গযুক্ত হতে পারে। সচরাচর দুষ্ট ডেঙ্গুজ্বর, যাকে প্রায়ই ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু বলা হয়, সেটি একটি তীব্র ধরনের জ্বর যাতে হঠাৎ জ্বর হওয়া ছাড়াও থাকে মাথার সামনে ব্যথা, চক্ষুগোলকে ব্যথা, বমনেচ্ছা, বমি ও লাল ফুসকুড়ি। প্রায়ই চোখে প্রদাহ ও মারাত্মক পিঠব্যথা দেখা দেয়। এ সব লক্ষণ পাঁচ-সাত দিন স্থায়ী হয় ও রোগী আরো কিছু দিন ক্লান্তি অনুভব করতে পারে এবং এরপর সেরে ওঠে।

হলুদের মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লোহা প্রভৃতি নানা পদার্থ রয়েছে। তাই হলুদ খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে। প্রতিদিন দুধ বা পানির সাথে হলুদের গুঁড়ো বা রস মিশিয়ে খাওয়া অভ্যাস করলে অনেকটাই সুস্থ থাকা সম্ভব। হলুদ সাধারণত বিভিন্ন রান্নায় পরিমাণমতো ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া সরাসরি সেবন করা যায়, তবে অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত নয়! পেশেন্ট, বিভিন্ন ওষুধ সেবনকারী ও গর্ভবতী মহিলারা সেবনের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বেশির ভাগ সংক্রমণই বিশেষত ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুর ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ লক্ষণহীন অথবা ন্যূনতম লক্ষণযুক্ত হতে পারে। ত্বকে স্ফোট দেখা দেয় প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে, যা প্রথমে হাতে, পায়ে ও পরে ঘাড়ে ছড়ায়। জ্বর চলাকালীন সময় মুখ, গলা বা বুক রক্তাভ দেখায়।

ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীর চোখে রক্তক্ষরণ

রক্তক্ষরা ডেঙ্গুজ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধানত শিশুদের একটি রোগ। এটি ডেঙ্গুর একটি মারাত্মক ধরন। মূল লক্ষণগুলো বয়স নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রেই অভিন্ন। এতে থাকে মাথাব্যথা, ক্রমাগত জ্বর, দুর্বলতা এবং অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশীর তীব্র ব্যথা। শ্বাসযন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশের সংক্রমণসহ রোগটি হালকাভাবে শুরু হলেও আচমকা শক ও ত্বকের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ ও কান দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়ে যায়। রক্তে ক্রমাগত অণুচক্রিকা কমতে থাকে এবং রক্তের বর্ধমান রক্তবিকেন্দ্রিক প্রবণতা থেকে আসন্ন শকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রক্তক্ষরা ডেঙ্গুরোগীর প্রয়োজন উত্তম সেবাশুশ্রূষা ও পর্যবেক্ষণ। কেননা, খুব দ্রুত রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারে।

রক্তক্ষরা ডেঙ্গু উৎপত্তির মূলে আছে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, মশক দমনের অভাব ও জনস্বাস্থ্য কাঠামোর অবনতি।

ডেঙ্গু থেকে বাঁচার উপায়

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। শুধু উত্তম বললেও কম বলা হয়। এটিই বাঁচার ভালো উপায়। তাই ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশার প্রজনন বন্ধ করার সাথে মশা নির্মূলের বিকল্প নেই। পানি জমতে পারে এমন কোনো অবস্থায়ই যেন না হয় সেটি খেয়াল রাখতে হবে। সব প্রকারের ডাবের খোসা, গাড়ির টায়ার, ভাঙা বোতল, পরিত্যক্ত ফুলের টব ইত্যাদি সবই সরিয়ে ফেলতে হবে নিজ উদ্যোগেই। বাঁচতে হলে যার যার নিজ উদ্যোগে এগুলো করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার বাড়ির পাশের মশা আপনাকেই আক্রমণ করবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ঘরোয়া পরামর্শ

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিদিন মধু সেবনে ইমিউন সিস্টেম উন্নত করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কালিজিরা বা কালিজিরা তেলকে বলে সব রোগের মহৌষধ! তবে প্রতিদিন তিন চা-চামচের বেশি খাওয়া ঠিক নয়! আগে কখনো না খেয়ে থাকলে আধা চামচ করে শরীরে এডজাস্ট করে নিতে পারেন। যেকোনো পেশেন্ট ও গর্ভবতী মহিলা সেবনের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

নিমের তেল: বাড়িতে মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে পানির সাথে নিমের তেল মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। এ ছাড়া ১০-১৫ ফোঁটা নিম তেল আধা কাপ নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে গায়ে লাগালেও মশারা আর ধারেকাছে ঘেঁষবে না। নারিকেল তেল গায়ে লাগালে মশারা কাছে ঘেঁষে না।

হলুদ: হলুদের মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লোহা প্রভৃতি নানা পদার্থ রয়েছে। তাই হলুদ খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে। প্রতিদিন দুধ বা পানির সাথে হলুদের গুঁড়ো বা রস মিশিয়ে খাওয়া অভ্যাস করলে অনেকটাই সুস্থ থাকা সম্ভব। হলুদ সাধারণত বিভিন্ন রান্নায় পরিমাণমতো ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া সরাসরি সেবন করা যায়, তবে অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত নয়! পেশেন্ট, বিভিন্ন ওষুধ সেবনকারী ও গর্ভবতী মহিলারা সেবনের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

পেঁপে: পেঁপে খুব দ্রুত রক্তের প্লাটিলেটের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম। মালয়েশিয়ার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষণায় দেখা গেছে, ডেঙ্গুজ্বরের কারণে রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে পেঁপেপাতার রস তা দ্রুত বৃদ্ধি করে। রক্ত প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে প্রতিদিন পেঁপেপাতার রস কিংবা পাকা পেঁপের জুস পান করুন।

ড্রাগন ফল : ড্রাগন ফলে আছে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট! এটি রক্তের সাদা সেল (ডইঈ) বাড়াতে সাহায্য করে।

করণীয়

ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে উচ্চ তাপমাত্রা রোধ করতে শরীর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুছে দিতে হবে। শরীর বেশি ঠান্ডা মনে হলে খাবার স্যালাইন দিতে হবে। হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে। তাকে পূর্ণ বিশ্রামে রেখে বেশি করে পানি খেতে দিতে হবে। মোট কথা, ডেঙ্গুজ্বর হলে আতঙ্ক নয়, দরকার সচেতনতা। যথাযথ চিকিৎসা করা হলে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি

স্বীকৃতি না পেয়ে তালেবান কি হতাশ

মোহাম্মাদ আমীর রানা

আফগানিস্তানের শাসকেরা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য খাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি করতে সক্ষম হলেও তারা এখন পর্যন্ত কোনো দেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি। তালেবান সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে; তারপরও তাদের শীর্ষ প্রশাসন অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদের শর্তে অবিচল থাকার ওপর জোর দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে তালেবান সরকারে হতাশা ক্রমশ বাড়ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে তালেবানের ক্রমবর্ধমান ক্রোধের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে পাকিস্তান এবং তারা খোলাখুলিভাবে পাকিস্তানের সমালোচনা করতে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কয়েক সপ্তাহ আগে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আফগানিস্তানে বিদেশি চরমপন্থী সংগঠনের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, এই চরমপন্থীরা পাকিস্তানকেও নিশানা করেছে।

মজার ব্যাপার হলো, অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মতোই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যেমন সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্তের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হওয়া থেকে রোধ করতে সব দেশের মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

তবু তালেবান শাসকেরা প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন তালেবান কর্মকর্তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আফগান উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী শের আব্বাস স্তানিকজাই সবচেয়ে আক্রমণাত্মক সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, স্রেফ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য পাকিস্তান আফগানিস্তানের নামে এ ধরনের বিবৃতি দিয়েছে। স্তানিকজাইয়ের বক্তব্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশটি ছিল, তালেবানের কাছে আফগানিস্তানে পাকিস্তানের কারসাজিমূলক ভূমিকার তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা যদি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই তাহলে কেউ আমাদের থামাতে পারবে না'। এটিকে পাকিস্তানের প্রতি একটি হুমকি হিসেবে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে, সময় হলেই পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দেওয়ার চিন্তা তাদের মধ্যে রয়েছে।

তালেবান বিশ্বাস করে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অন্যায্য। কারণ, তারা তাদের দেশে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস-কের (ইসলামিক স্টেট-খোরাসান) হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারীরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাদের কাছে মেয়েদের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। স্তানিকজাইসহ কিছু তালেবান নেতা মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার বিষয়ে তালেবানের মুরব্বিস্থানীয় নেতাদের মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা নারীশিক্ষার মতো কিছু ইস্যুতে উদার হওয়ার পক্ষে। এর জন্য তারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চায়। তালেবান ক্ষমতা দখলের পর দাবি করেছিল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা আইএস-কে গোষ্ঠীকে নির্মূল করবে। কিন্তু দেখা গেল, তাদের এই মতাদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীটি ধীরে ধীরে তাদের ত্বকের নিচে গেড়ে বসেছে। তালেবান দখলের পর থেকে কাবুলে ১৬টির বেশি কূটনৈতিক মিশন কাজ শুরু করেছে।

তালেবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে কাবুলে ১৬টির বেশি কূটনৈতিক মিশন কাজ করছে। আইএস-কে তালেবানের এ দাবিকে ভুল প্রতিপন্ন করতে চায় যে তালেবান তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবে। কাবুলে রুশ কূটনৈতিক মিশনে আইএস-কে গোষ্ঠীর হামলাকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

অন্যদিকে, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) তালেবানের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া কঠিন করে তুলছে। টিটিপির পুনরুত্থানের অর্থ হলো আল-কায়েদা এবং ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট (ইটিআইএম) এবং ইসলামিক মুভমেন্ট অব উজবেকিস্তানের (আইএমইউ) মতো গ্রুপগুলোও সেখানে জায়গা করে নিতে পেতে পারে, যা চীন এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর জন্য উদ্বেগজনক।

তালেবান শাসন পাকিস্তান ছাড়াও চীন, উজবেকিস্তান, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, তুরস্ক, ইরান এবং অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে কয়েকটি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহায়তা চুক্তি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সেই সঙ্গে তাদের সম্পদকে যুক্তরাষ্ট্রের জব্দ করার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে। তবে তালেবান জানে, এটি একটি দেশের সার্বিক বিষয় চালানোর জন্য যথেষ্ট নয় এবং শুধু বাণিজ্য কখনোই সরকারের সঙ্গে সরকারের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বিকল্প হতে পারে না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আফগানিস্তান বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে আফগানিস্তানকে সাহায্য করার জন্য তিনি বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারীরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাদের কাছে মেয়েদের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। স্তানিকজাইসহ কিছু তালেবান নেতা মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার বিষয়ে তালেবানের মুরব্বিস্থানীয় নেতাদের মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা নারীশিক্ষার মতো কিছু ইস্যুতে উদার হওয়ার পক্ষে।

অর্থাৎ দেশ পরিচালনার নীতি ঠিক করার বিষয়েই তালেবান সরকারের মধ্যে মতপার্থক্য দৃশ্যমান হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা তালেবান সরকারকে কোথায় নেবে, তা আপাতত বলা যাচ্ছে না।

পাকিস্তানের ডন পত্রিকা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য অপরাজনীতি দায়ী

(৫ পাতার পর)

নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। প্রখ্যাত দার্শনিক, লেখক জন মিল্টনের মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আকুল হয়ে বলেছিলেন, 'গিভ মি দ্য লিবার্টি টু নো, টু আটার, অ্যান্ড টু আরগু ফ্রিলি অ্যাকোর্ডিং টু কনসায়েন্স, অ্যাভাব অল লিবার্টিস।' তিনি বাকস্বাধীনতার নামে যা খুশি তা বলার অধিকার চাননি। যা সত্য এবং উচিৎ, তাই বলতে দেয়ার দাবী করেছেন। এক্ষেত্রে কে সরকারের সমালোচনা করছে, তার অবস্থান কি এবং তার কথার গুরুত্ব কতটা তা বিবেচনা করতে হয়। এসব বিবেচনায় যদি তার মতামত যৌক্তিক হয় এবং সরকারের বিপক্ষে যায়, তা গ্রহণ করা বা তার পাল্টা যুক্তি দিয়ে খন্ডন করাই হচ্ছে বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশকে নিশ্চিত করা। প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার বাকস্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'তোমার মতের সাথে আমি একমত না হলেও, তোমার মত প্রতিষ্ঠায় আমি জীবন দিতে পারি।' তার এ কথা সার্বজনীন হলেও, সবাই যে মতামত প্রকাশ করে, তা নয়।প্রকাশ করে সচেতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সাথে জড়িতদের কেউ কেউ, যাদের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে এবং গ্রহণযোগ্য। তারা নিশ্চয়ই সরকারের ভুল-ত্রুটি বা অন্যায্য আচরণের বিরোধিতা বিদ্বেষ থেকে করেন না। সরকার ও দেশের মঙ্গলের জন্যই করেন। এতে সরকার ক্ষুদ্ধ না হয়ে বরং তা গ্রহণ করে সংশোধন করতে পারে। মতামত খন্ডনে পাল্টা যুক্তি দিতে পারে। দেখা যাচ্ছে, সরকারের বিপক্ষে যায়, এমন মত সহ্য করার প্রবণতা খুবই কম। তার আচরণ এমন, যে কথা তার জন্য সুবিধাজনক সেটাই সঠিক, বিরুদ্ধে গেলেই বেঠিক। অথচ গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার নিউক্লিয়াসই হচ্ছে, অন্যের মতামত পছন্দ না হলেও তার গুরুত্ব দেয়া। বিশ শতকে নোয়াম চমস্কি বলেছিলেন, 'তুমি যদি বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করো, তবে তোমাকে ধরেই নিতে হবে, তোমার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির বাকস্বাধীনতাকে পছন্দ করতে হবে।' ইতিহাস থেকে জানা যায়, একনায়করাও তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মতামত পছন্দ করতেন। আমাদের দেশের মতো গণতন্ত্রকামী দেশে যেখানে গণতন্ত্র পুরোপুরি ভিত্তি লাভ করেনি, সেখানে গণতন্ত্র অনেকটা তৈলাক্ত বাঁশে বানরের উঠানামার মতো অবস্থায় রয়েছে। গণতন্ত্রকে একেক দল বা গোষ্ঠী তাদের সুবিধা মতো সংজ্ঞায়িত করেছে এবং করে চলেছে। মুখে মুখে বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশ এমনকি পার্শ্ববর্তী ভারতের উদাহরণও প্রায়ই দেয়া হয়। গণতন্ত্রের এসব উদাহরণ দেখিয়ে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করলেও কার্যক্ষেত্রে এর চর্চা এবং প্রতিফলন দেখা যায় না বললেই চলে। এখন তো গণতন্ত্রের মোড়কে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। অথচ গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই বারবার আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। পরিতাপের বিষয়, যাদের নেতৃত্বে জনগণ সংগ্রাম করেছে, ক্ষমতায় আসার পর তাদের দ্বারাই গণতন্ত্রের সুরক্ষা ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে এবং হচ্ছে। জনসাধারণের স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। অনেককে বলতে শোনা যায়, ব্রিটিশ, আমেরিকার গণতন্ত্র ভিত্তি লাভ করতে শত বছর লেগেছে। তাদের দেড়-দুইশ' বছরের গণতন্ত্র। আর আমাদের যাত্রা তো সবে শুরু। তাদের এসব কথার মধ্যে যে এক ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও শাসন-শোষণের সমর্থনসূচক মনোভাব রয়েছে, তা সচেতন মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাদের এ কথার অন্তর্গত অর্থ হচ্ছে, শতবর্ষ না পেরুলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, কাজেই জনসাধারণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে দেশে গণতন্ত্র নেই, মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, তারাই যখন ক্ষমতায় গিয়ে একই কাজ করে, তখন দেশের মানুষের আশ্চর্য হওয়া ও আফসোস করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। দেশের রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে যদি এ ধরনের মনোভাব থাকে, তবে শত বছর কেন, হাজার বছরেও গণতন্ত্র ভিত্তি লাভ করবে না। মানুষের বাকস্বাধীনতাও নিশ্চিত হবে না। যারা উচিত কথা বলতে যাবেন, তাদেরকে পদে পদে হুমকি-ধমকির মধ্যেই থাকতে হবে।

চার.

ফ্রিডম অফ স্পীচ গণতন্ত্রের 'সেফটি ভাল্‌ভ' বা নিরাপদ কপাট হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাংকের 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গর্ভনেন্স ইন্ডিকেটরস' প্রজেক্টের আওতায় কিছুকাল আগে বিশ্বের ২০০ দেশের উপর করা জরিপে দেখা গেছে, যেসব দেশে বাকস্বাধীনতা এবং জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া রয়েছে, সেসব দেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র সংহত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা একদমই কম বলে উঠে এসেছে সাম্প্রতিক এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফ্রিডম হাউজ সংস্থার ২০২১ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে 'আংশিক স্বাধীন' দেশগুলোর মধ্যে তলানিতে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের স্কোর ১০০ মধ্যে ৩৯। এর মধ্যে বাংলাদেশ রাজনৈতিক অধিকারে ৪০-এ ১৫ এবং নাগরিক স্বাধীনতায় ৬০ এর মধ্যে ২৪ পেয়েছে বলে রিপোর্টে বলা হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেসব দেশ ও অঞ্চলের স্কোর গড়ে ১ থেকে ৩৪ এর মধ্যে, তাদের 'স্বাধীন নয়', ৩৫ থেকে ৭১ হলে তাদের 'আংশিক স্বাধীন' এবং ৭২ এর বেশি হলে তাদেরকে 'স্বাধীন' বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, দেশে মত ও বাকস্বাধীনতার পরিস্থিতি কি। বরাবরের মতো সরকার এসব প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এই প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা কখনো মঙ্গল বয়ে আনে না। বরং সরকারের উচিৎ,এ ধরনের প্রতিবেদন আমলে নিয়ে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে শুধরে নেয়া। এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে গণতান্ত্রিক ধারা ও বাকস্বাধীনতার সংকোচন নীতি পরিহার করে শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিতর্কিত ধারাসহ সকল কালা-কানুন যা গ্রহণযোগ্য নয়, তা সংশোধন ও বাতিল করবে। সরকার ও বিরোধীদলগুলো এমন রাজনৈতিক সুসংস্কৃতি সৃষ্টি করবে যেখানে শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা এবং প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি থাকবে না। থাকবে সুষ্ঠু, শালীন, যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত প্রকাশের সংস্কৃতি। তাহলেই কেবল সত্যিকারের বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

ওদেরকে মানুষ হতে শেখান

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

মানুষের চারিত্রিক পদস্খলন ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় অব্যাহত বেড়ে চলেছে। তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের সামাজিক অস্থিরতা। বেড়ে গেছে পারিবারিক ও সামাজিক বহু ধরনের বিশৃঙ্খলা। মানুষও এক ধরনের আস্থাহীনতায় ভুগছে। সমাজে জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর এখন আর আগের মতো নেই। মানুষকে বিচারের অনুষঙ্গ যখন ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, তখন মানুষ জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞতার দিকেই বেশি ধাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। মূর্খ ও অযোগ্যরা যখন সমাজে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, কালো টাকার পাহাড় জমায়, অন্যায় করেও পার পেয়ে যায়, তখন এটি জাতির কাছে একটি ভুল ম্যাসেজ দেবে এটাই বাস্তব। সভ্য সমাজের সংজ্ঞাকে তারা আজ নানাভাবে কলুষিত করছে। এই লুটেরার দল যখন সমাজের কর্তৃত্ব হাতে নেয়, সাধারণ মানুষ তখন তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। কেউ অনিরাপদ থাকতে পারে না। এক শ্রেণীর ক্ষমতা ও অর্থলোভী মানুষও তাদের অনুসরণ করতে চায়। এরা রীতিমতো সমাজের জন্য হুমকি। অনেক মানুষের বখে যাওয়ার পেছনে এরা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে বেশ কিছু অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, শিক্ষার্থী মহল তথা আমাদের তরুণ প্রজন্ম সব থেকে বেশি আহত করছে। তারা শিক্ষার্থী হলেও অনেকের আচরণে সেই শিক্ষার্থীসুলভ মনোভাব নেই। হিংস্রতা তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছে। যাদের আমরা সবসময় কোমলমতি হিসেবে ভেবে থাকি। ক'দিন আগের ঘটনা, উত্ত্যক্ত করার ঘটনা কেন্দ্র করে সাভারের আশুলিয়ায় শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারকে পিটিয়ে হত্যা করে তারই প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির ছাত্র আশরাফুল ইসলাম জিতু। এই নারকীয় ঘটনা জাতি চেয়ে চেয়ে দেখল। এ রকম অনেক উৎপল কুমার এ দেশের আনাচে-কানাচে পড়ে রয়েছে। উৎপল কুমার আজ প্রাণ ত্যাগ করেছে বলে, পত্রিকার পাতায় নিউজের অংশ হয়েছে। যে উৎপল কুমাররা মুখ খুলে নিজের কষ্টের কথা বলতে পারেন না, তাদের কেউ আর জানতে পারে না।

যে শিক্ষার সাথে নৈতিকতা যোগ হয় না, সে শিক্ষা কখনোই পূর্ণতা লাভ করে না। শিক্ষা হলো সেইটুকু, যা মানুষ শেখে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগায়। আজকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা এমন সব আচরণ প্রকাশ পায়, জাতি হিসেবে তারা আমাদের লজ্জিত করে। সম্প্রতি ইডেন কলেজের ছাত্রলীগ নেত্রীদের বিরুদ্ধে সিট-বাণিজ্য ও চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এমনটি এমন একটি গুরুতর অভিযোগ উঠেছে যে, ছাত্রীদের চাপ প্রয়োগ করে অনৈতিক কাজ করিয়ে থাকে তারা। এটি আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক, এ ধরনের ঘটনাগুলো দেশীয় পরিমন্ডলের বাইরেও আমাদের সুনাম ও সুখ্যাতিকে ম্লান করে দিচ্ছে। শাসনের ক্ষেত্রগুলো এতই সঙ্কুচিত যে, অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার ভয়ে এখন কেউই আর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে যায় না। যারা দায়িত্ববান হয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন পদে পদে তারাও লাঞ্ছিত হন। আবার শিক্ষকরাও তাদের পিতৃত্বসুলভ ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন না। মাঝে মধ্যে শিক্ষকরাও এমন কাজ করেন যা তাদের কাছ থেকে আমরা কখনো আশা করি না।

শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের সম্মান ক্রমেই কমে আসছে। এক ধরনের আস্থার সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে। একের পর এক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানির ঘটনা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে শিক্ষার্থীরাই বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয়। হয়রানির শিকার নারীদের ৫৩ শতাংশই শিক্ষার্থী। ২০১০ সালে উচ্চ আদালত যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে একটি নির্দেশনা দেয়, সেখানে বলা হয়েছে- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী রয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে একজন নারীর নেতৃত্বে যৌন নিপীড়নবিরোধী কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে নারীদের কর্তৃত্ব থাকবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো একটি



বাক্সে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ রাখার ব্যবস্থা করবে। প্রতি তিন মাস পর ওই বাক্স খুলে কোনো অভিযোগ আছে কি না তা চেক করবে। কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবে কমিটি। ওই নির্দেশনায় আরো বলা হয়, এই তদন্তে নিরপেক্ষ ফল পেতে গোপনীয়তা বজায় রাখবে প্রতিষ্ঠানগুলো। কেউ চাইলে সরাসরি কমিটির কাছে অভিযোগ করতে পারবে। কিন্তু ওই নির্দেশনা প্রদানের ১২ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কোনো কমিটির অস্তিত্ব নেই।

সমাজ থেকে আদব-কায়দা, বিনয়-নম্রতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ এসব হারিয়ে যেতে বসেছে। সমাজে কেউ অন্যায় করলে একসময় মানুষ নীরবে মুখ বুজে সহ্য করত না, আশপাশের মানুষগুলো ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। গ্রাম-গঞ্জে বা পাড়া-মহল্লায় এখন মুরব্বিদের ছোটরা সম্মান করতে চায় না। কারণ ওরা এভাবে দেখে দেখেই বড় হয়ে উঠছে। নিজেরাও তা-ই করছে। এক সময় সমাজে জ্ঞানীদের অনেক বেশি কদর ছিল। এলাকায় বা পাড়া-মহল্লায় কোনো সমস্যা হলে মানুষ তাদের ডাকত। বিচার সালিশ বসত। এরা নিরপেক্ষভাবে মানুষের মাঝে বিচার করে দিতেন। এদের রায়ের ব্যাপারে মানুষ খুব একটা দ্বিমত পোষণ করত না। দলবাজি নিয়ে মানুষ এতই ব্যস্ত যে, মানবিক এই বিষয়গুলো তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। সমাজ বিনির্মাণের চেয়ে মানুষ এখন ভাঙার কাজেই বেশি ব্যস্ত। এসব কারণে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। ছোট ভাই বড় ভাইকে সমীহ করে না। সন্তান বাবার কথা শোনে না। এগুলো কখনো একদিনে হয় না। একটু একটু করে সেই সমস্যাগুলো পুঞ্জীভূত হয়েছে। যেহেতু এই সমস্যা আমরাই তৈরি করেছি, একে আমাদেরই তাড়াতে হবে। এই সমস্যা যাদের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে তারা আমাদেরই সন্তান। হয় আমার, না হয় আপনার। ও যখন ছোট ছিল, ওর প্রতি আপনার কিছু দায়িত্ব ছিল। হয়তো আপনি সে দায়িত্ব পালন করেননি। ও যখন ছোট অন্যায়গুলো করেছে আপনি ওকে ন্যায়ের কথা বলেননি। ও যখন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওকে সঠিক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত করেননি। ও যখন আপনার কথা শুনত, ওকে তখন শাসন করেনি। যখন ওর অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে গেল, আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, তখন ওকে শাসন করতে চাইলেন।

তাই আপনি আপনার সন্তানের জন্য উত্তম শিক্ষাটি রেখে যান। সে আপনার কথার চেয়ে কাজকে বেশি গুরুত্ব দেবে। আপনি নিজে অন্যায় থেকে বিরত থাকুন। সে-ও অন্যায়ের দিকে পা বাড়াবে না। আপনি সত্য বলুন, সে মিথ্যা বলবে না। আপনি অন্যের অধিকার নিয়ে সচেতন হন। সে অন্যের অধিকার হরণ করবে না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখুন, সে অনাত্মীয়কেও অবহেলা করবে না। আপনি আপনার পিতা-মাতা ও নিকটজনের খবর নিন, সে আপনাকে দেখে এখান থেকে শিক্ষা নেবে।

আপনি সত্য কথা বলছেন, ন্যায়ের পথে চলছেন এখন সমাজ আপনার সঠিক মূল্যায়ন দিতে চাইবে না। একেবারেই যে কেউ করবে না, তা কিন্তু নয়। তাই বলে আপনি কখনোই মনঃকষ্টে ভুগবেন না। যদি আপনার মনের জোর শক্তিশালী হয়, ওদের সমস্ত প্রশান্তির চেয়ে আপনার সত্যের ওপর অবিচল থাকার প্রশান্তি হবে অনেক বেশি আনন্দদায়ক। তাই হতাশ হয়ে কখনোই ন্যায়ের রাস্তাটি ত্যাগ করবেন না, কারণ আপনাকে ওই একজন হতে হবে, যার কারণে হাজারও মানুষ ন্যায়ের দিকে ফিরে আসবে। আপনি যদি ওদের থেকে বিমুখ হয়ে যান, তাহলে ওদের জন্য শেষ আশাটিও নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার চার পাশের সবাই একটি অন্যায়কে ন্যায় বলবে, তবুও সেই অন্যায়কে অন্যায় বলেই জানবেন। কারণ, পৃথিবীর সব মানুষ একটি অসত্যকে সত্য বললেও তা কখনো সত্য হবে না, বরং অসত্যই রয়ে যাবে।

আপনি মানুষকে কষ্ট দিয়ে সুখের প্রাসাদ গড়তে যাবেন, এই অট্টালিকা আপনার জন্য সুখের না-ও হতে পারে। অন্যায়ের প্রতিশোধ আপনার দিকে আসবেই। এ বিষয়ে আপনি কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না। বরং এই প্রতিশোধ আসার আগে আপনি নিজেকে শুধরে নিন, হয়তো তাহলে ক্ষমার শেষ রাস্তাটি আপনার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে না। মানুষ আপনাকে সেবকের আসনে বসিয়েছে, সেই মানুষের উপর আপনি জুলুম করবেন না। হতে পারে, এই জুলুম আপনার অন্তরের সাথে এমনভাবে মিশে যাবে, জালিম হয়ে আপনি জুলুমের কথা বুঝতে পারবেন না।

এমন বিষয় দিয়ে কখনো নিজেকে সান্ত্বনা দেবেন না, যা আপনার অন্যায়কে গোপন করে রাখে। অন্যায় করেও নিজের অন্যায় বুঝতে না-পারা অনেক বড় ভুলের মধ্যে পড়ে থাকা। বিবেকবান মানুষ হয়েও আপনি এই ভুলটি করবেন না। অন্যায়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে ভালো কাজ করলেও তার ফলাফল অন্যায়ই থেকে যায়। এমন মূর্খতার জগতে নিজেকে নিয়ে যাবেন না। নিজের উপার্জনের ব্যাপারে যত্নবান হউন। যেখানে সন্দেহ দেখবেন, সেখান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। অন্যকে বাঁচাতেও চেষ্টা করুন। নিজের আসল দায়িত্বকে নকল বানিয়ে দেবেন না। আর নকলকেও আসল করবেন না। দায়িত্বকে দায়িত্বের কথা ভেবে পালন করুন। মানুষের ওপর অদায়িত্বের বোঝা যেন না চাপায়।

নিজের কথা ভাবুন, কিন্তু অন্যের ক্ষতির দিকে লক্ষ করুন। উপকার করার মানসিকতা আপনি পোষণ করতে পারেন না, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কারো অনিষ্ট করতে যাবেন না। নিজের আকাঙ্ক্ষাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন না, যা আপনি পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন না। এমনটি করতে গেলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। যখনই এই বৃত্তের মধ্যে আপনি প্রবেশ করবেন, আপনি আর সুস্থ থাকতে পারবেন না। তাই নিজের যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকতে চেষ্টা করুন। আপনার চাহিদাকে যতই দীর্ঘায়িত করবেন, সে আপনার স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করবে। কখনোই ক্ষমতার দম্ভ দেখাবেন না। সব কিছুর যেমন একটি ভালো দিক আছে, তেমনটি একটি খারাপ দিকও আছে। ক্ষমতা যদি আপনাকে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়ে নেয়, এটিই ক্ষমতার মন্দ দিক। কারণ কিছু মানুষের ক্ষমতা দিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় আর কিছু মানুষকে ক্ষমতা দেয়া হয় তাকে অপমানের জন্য। তাই ক্ষমতাকে রহমত হিসেবে ভাবুন। ক্ষমতার গজব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরীর অনন্তলোক

জাহিদ মুস্তাফা

গত ৯ অক্টোবর অনন্তলোকে চলে গেলেন বাংলাদেশের বর্ষীয়ান শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরী। পরদিন ১০ অক্টোবর সকালে তাঁর মরদেহ দীর্ঘকালের কর্মক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে, পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়। বিকেলে সবুজবাগ শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্ত্রী, পুত্র সুরজিৎ রায়চৌধুরী, কন্যা শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরী, পুত্রবধূ ও দুই নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

সমরজিৎ রায়চৌধুরীর প্রয়াণের সঙ্গে অবসান হলো বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের ভিত্তি নির্মাণকারী শিক্ষকদের শেষ সেতুবন্ধের। হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম নকশাবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান লোগোর প্রণেতা তিনি। দীর্ঘ পাঁচ দশকের শিক্ষকজীবনের সফল ব্যক্তিত্ব; ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়, নিরহংকার, বিনয়ী ও আপাদমস্তক নিপাট এক ভদ্রলোক। আমরা সৌভাগ্যবান এমন একজন গুণী শিক্ষককে জ্ঞানার্জনের আলোকবর্তিকা হিসেবে পেয়েছিলাম।

শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৭ সালে, কুমিল্লার দাউদকান্দিতে। তিনি ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন ছোটবেলায়। হাতে-কলমে শেখা শুরু হয় ঈশ্বর পাঠশালা নামে হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর। ওখানে ড্রইং আবশ্যক ছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পাস করার পর সমরজিৎ রায়ের বাবা ছেলের তুমুল আগ্রহে ঢাকায় এনে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন।

সমরজিৎ রায় যখন আর্ট কলেজে ভর্তি হন, তখন এর পরিবেশ ছিল চমৎকার। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন প্রিন্সিপাল। শিক্ষক ছিলেন আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ। আবেদিন স্যার নিজের হাতে লেখা সার্টিফিকেট দিতেন। সমরজিৎ ১৯৫৫ সালে ঢুকে পাস করেছেন ১৯৬০ সালে। জুলাই-আগস্ট মাসে পরীক্ষা, অক্টোবরে ফল। ১ নভেম্বর চারুকলায় শিক্ষক পদে যোগ দিলেন সমরজিৎ রায়চৌধুরী। আবেদিন স্যারই তাঁকে ডেকে এনে চাকরিটা দিয়েছেন। কামরুল হাসান সে সময় ডিজাইন সেন্টারে যোগ দিয়েছেন। সমরজিৎ রায়কে ওখানে যোগ দিতে বললেও তাঁর পছন্দ ছিল আবেদিন স্যারের সঙ্গ। বেতন কম হলেও তিনি শিক্ষকতার চাকরিতেই থিতু হন। শিক্ষকতাজীবনে তিনি চারুকলা শিক্ষার নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী।



১৯৭৯ সালে আমি চারুকলায় ভর্তি হয়ে ঢাকা নিউমার্কেটের পেছনে শহীদ শাহনেওয়াজ ভবন, অর্থাৎ আর্ট কলেজ হোস্টেলে এসে উঠি। সমরজিৎ স্যার ছিলেন হোস্টেল সুপার। তিনি রুম পরিদর্শনে এলে আমরা অবৈধ বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা পালাতাম। আবার পরিদর্শন শেষে চলে আসতাম। কড়া নিয়মকানুনের শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তারকা শিক্ষক কাইয়ুম চৌধুরীকে তিনি পেয়েছিলেন অগ্রজ সহকর্মী হিসেবে। ডিপার্টমেন্টের সব দেখভাল তিনি করতেন অগ্রজের পরামর্শে। সে সময় চারুকলায় অসাধারণ দুটি শিক্ষক জুটি ছিল- প্রথমটি ছাপচিত্র বিভাগে সফিউদ্দীন আহমেদ-মোহাম্মদ কিবরিয়া, অন্যটি গ্রাফিক ডিজাইনে কাইয়ুম চৌধুরী-সমরজিৎ রায়চৌধুরী! এ দুই জুটির তিনজন আগেই চলে গেছেন; শেষোক্ত জনকেও আমরা হারালাম।

সমরজিৎ রায়চৌধুরী ছবি আঁকতেন আমাদের দেশের রূপবৈচিত্র্যকে বিষয়বস্তু করে। রেখা তাঁর ছবির প্রাণ। তিনি নিজের কাজে রেখার প্রয়োগ সম্পর্কে বলেন, গাছের মধ্যে কত লাইন! শুকিয়ে গেছে। গাছের ডালপালা শুকিয়ে যায়। আমার হাতের মধ্যে দেখ, আমি যে ছবি আঁকি; রেখাটেখা ঠিক ওই রকমই। আমার ছবির মধ্যে কিন্তু এগুলো রয়েছে। ওই লাইনটাই আসলে প্রাণ। লাইন গান গাইতে পারে। লাইন ছোটাছুটি করে। লাইন খেলে।

আলংকারিক রূপকে সমরজিৎ রায়চৌধুরী এদেশীয় বৈশিষ্ট্য কবুল করে এঁকে নিয়ে প্রচুর খেলা করেছেন নিজ চিত্রপটে। বাংলার কর্মিষ্ঠ নারী-পুরুষের অবয়ব জায়গা নিয়েছে তাঁর ছবিতে। স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়েও কিছু ছবি এঁকেছেন। তাঁর ছবিতেও আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়েছে; তবে ছবিতে বাংলাদেশকেই রেখেছেন।

শিক্ষক শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাই ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে আর্টিজান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের আয়োজনে একটি আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগে। জাবির টিএসসিতে সমরজিৎ স্যার, প্রয়াত শিল্পী আবু তাহের- এ দুই অগ্রজ শিল্পীর সঙ্গে এক কক্ষে রাত্রিবাসের সূত্রে অনেক গল্প ও আড্ডা হয়েছে। সেবার দারুণ জমে উঠেছিল আড্ডা, আলোচনা ও ছবি আঁকা। ২০১৫ সালে সহপাঠী নাসিমা কুইনির উদ্যোগে গাজীপুরে আয়োজিত আর্ট ক্যাম্পে সমরজিৎ স্যার গেছেন। আমিও তাতে অংশ নিয়েছি। আমার সহকর্মী শিল্পী মীর আহসানের যাত্রাবাড়ীর আর্ট একাডেমিতে আমিও স্যারের সঙ্গে অতিথি হয়ে গেছি। শিল্পকলা একাডেমির নানা সভা, নানা জায়গায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় স্যারের সঙ্গে বিচারকাজে অংশগ্রহণ করেছি। এ সবই আমার পরম পাওয়া।

এখন তা স্মৃতি!

দেরিতে হলেও ২০১৪ সালে সরকার সমরজিৎ রায়চৌধুরীকে চারুশিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক দিয়েছে। ওই বছর নাটকে অবদান রাখায় তাঁর ছাত্র শিল্পী কেরামত মওলা একুশে পদক পান। একুশে পদক পেয়ে শিল্পী সমরজিৎ রায় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় সবিনয়ে বলেছেন- আমি ছবি আঁকি। সারাজীবন ছবি আঁকার শিক্ষকতা করেছি; পুরস্কারের কথা ভাবিনি। আমি বলেছি, পেয়েছি তো- এতেই আমি খুশি। আমি যদি আরও পাঁচ-দশ বছর আগে পেতাম তাহলে হয়তো আমার আনন্দটা আরও বেশি হতো।

শেষবার স্যারের সঙ্গে দেখা হয় শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে বঙ্গবন্ধু স্মরণে চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে, গত ১ আগস্ট। কাঁটাবনে তাঁর বাসায় গেছি নানা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে। শেষবার স্যারের বাসায় যাই গত জানুয়ারি মাসে। চলে আসার সময় বলতাম- ভালো থাকবেন স্যার। স্বভাবতই তিনি বলতেন- তুমিও ভালো থেকো। এভাবে আর কে বলবেন! বলার মতো মানুষ তো ক্রমেই কমে যাচ্ছেন।

জাহিদ মুস্তাফা: চিত্রশিল্পী, কবি ও শিল্পলেখক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

গাইবান্ধায় আটকে গেল আওয়ামী লীগ



সোহরাব হাসান

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা মনে করেছিলেন, যেনতেন ভাবে বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন প্রথমে বেসরকারি ফল ঘোষণা করবে। পরে গেজেট নোটিফিকেশন হলে আর কে পায়? মাননীয় সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি অন্যদের মতোই জনপ্রতিনিধির সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে শুরু করবেন। কিন্তু বেরসিক নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচনটি বন্ধ করে দিল।

বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে গাইবান্ধা-৫ আসনের ভোট পর্যবেক্ষণের মনিটরিং সেলে বসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার(সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচন বন্ধের ঘোষণাটি দিলেন। কেননা আইন অনুযায়ী যদি নির্বাচন কমিশন মনে করে ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে না তাহলে ভোট বন্ধ করে দিকে পারে। এর আগে দুপুর পর্যন্ত মোট ৫১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ নানা অনিয়মের কারণে বন্ধ করা হয়।

এর আগে দুপুরে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের জানান, গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তিনি বলেন, 'আইন ভঙ্গ করে গোপন কক্ষে প্রবেশ করে ভোট দিয়ে দিতে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।' তিনি আরও বলেন, 'ইভিএমেরও কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। ওই যে মানবিক আচরণ, আরেকজন ঢুকে যাচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে। এটা সুশৃঙ্খল নির্বাচনের পরিপন্থী। এরাই ডাকাত, এরাই দুর্বৃত্ত। যারাই আইন মানছেন না তাদেরই আমরা ডাকাত-দুর্বৃত্ত বলতে পারি। কারণ আইনের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকলে যদি আইন না মানি, নির্বাচন কমিশন এখানে বসে সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারবে না।'

ভোট কারচুপি ও জবরদস্তির দায়ে এর আগে কোনো উপনির্বাচন এভাবে বাতিল করেনি কমিশন। মোহাম্মদ আবু হেনা সিইসি থাকতে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন আটকে দিয়েছিলেন। তার পদত্যাগের পরই গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন অন্তত নির্বাচন বাতিল করার নজির স্থাপন করেছে।

গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী ২৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। এরপর তফসিল অনুযায়ী শুরু হয় ভোটগ্রহণ। কিন্তু শুরুতেই বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ আসতে থাকে ইসিতে। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৭৪৩ জন। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে সব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছিল। এর আগেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছাড়া বাকি চার প্রার্থী ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিলেন পাঁচজন। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও বিকল্প ধারার প্রার্থীরা দলীয়ভাবে নির্বাচন করেছেন। বাকি দুজন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

বিএনপি আমলে সেটাই ছিল সম্ভবত শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উপনির্বাচন। এরপর বিএনপি সরকারের অধীন কোনো নির্বাচনে বিরোধী দল অংশ নেয়নি। সংসদেও যোগ দেয়নি তারা। এই মাগুরা উপনির্বাচনের কারচুপি ও ভোট জালিয়াতিকে কেন্দ্র করেই বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তুলল এবং সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা মানতে বাধ্য করল। মাগুরা উপনির্বাচনের সময় সিইসি ছিলেন বিচারপতি আবদুর রউফ। ছাত্ররাজনীতিতে উজ্জ্বল অতীতের অধিকারী রউফ বলেছিলেন, কেউ ভোটকেন্দ্রে মাস্তানি করতে এলে কমিশন তিন গুণ মাস্তানি দিয়ে তা মোকাবিলা করবে।

গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের উপনির্বাচনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯৮ জন। আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান, জাতীয় পার্টির (জাপা) মনোনীত এ এইচ এম গোলাম শহীদসহ উপনির্বাচনে পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ইভিএমের মাধ্যমে ১৪৫টি কেন্দ্রে ৯৫২টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের দিন ভোটারদের নিরাপত্তা দিতে কয়েক প্লাটুন র্যাব, আনসার সদস্য ছাড়াও ১ হাজার ২৮৫ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার রক্ষা করতে পারেননি।

গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচনের এই চিত্র ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও জবরদস্তির ঘটনা ঘটে। এরপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি সংবিধানে যোগ করতে বাধ্য হয় বিএনপি সরকার। ১৯৯৪ সালে মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপির শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আওয়ামী লীগ। এবারে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বীরা অতটা শক্ত নন। বিএনপি ভোট বর্জন করেছে। জাতীয় পার্টি ও বিকল্প ধারা দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়েছে।

২০১৬ সালের ৯ এপ্রিল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হালচাল নিয়ে প্রথম আলোয় লিখেছিলাম: ঘরে ঘরে এখন 'মাগুরা'। বাংলাদেশে সামরিক বা দলীয় সরকারের অধীন সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার নজির খুবই কম। দু-চারটি উপনির্বাচন বা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন মোটামুটি ঠিকঠাক হলেও জাতীয় নির্বাচনে এসে তারা কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নির্বাচন কমিশন কাগজপত্রে স্বাধীন হলেও ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অনেক সময় তাদের ভাষাভঙ্গির সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের ভাষাভঙ্গির আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়। আবার এই মাজাভাঙা নির্বাচন কমিশনকেই দেখা যায় দলীয় সরকারের বাইরে নির্বাচন হলে অতি ন্যায়পরায়ণ হতে।

সেনাশাসক জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সামরিক শাসনামলের নির্বাচনের উদাহরণ এখানে টানছি না। কেননা তাঁদের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল ক্ষমতায় থেকে দল করা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সেই দলকে জয়ী করা। তাঁরা কখনো এমন নির্বাচন দেননি, যাতে হেরে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পর কীভাবে এরশাদ মিডিয়া ক্যু করে ফল নিজের পক্ষে নিয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের নেতারা ভুলে যাননি।

খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। তাঁর আমলে দুটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনও অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছিল। কিন্তু এরপর উপনির্বাচনগুলোতে দলীয় নেতা-কর্মী ও মাস্তানদের তিনি সামাল দিতে পারলেন না; যার প্রথম উপসর্গ দেখা দেয় মিরপুর উপনির্বাচনে এবং সর্বশেষ মাগুরা-২-এ। মাগুরা উপনির্বাচন হয় ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ। উপনির্বাচন উপলক্ষে মন্ত্রী-বিরোধীদলীয় নেতাসহ ৮০ জন সংসদ সদস্য সেখানে গিয়েছিলেন বলে পত্রিকায় খবর বের হয়েছিল। নির্বাচনের পরদিন ২১ মার্চের পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, 'মাগুরা-২ উপনির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে বেশ কিছু স্কুটারকে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় দেখা গেছে। এসব স্কুটারের নম্বর-প্লেট ঢাকা ছিল। এর পরিবর্তে লেখা ছিল সংবাদপত্র। স্কুটারের ভেতরে ছিল সশস্ত্র যুবকেরা।' (সংবাদ, ২১ মার্চ)।

নির্বাচনের পরদিন মাগুরায় আয়োজিত জনসভায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'ভোট ডাকাতির নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে পুনর্নির্বাচন না দিলে আমরা নতুন আন্দোলন করতে বাধ্য হব, যা সরকারের পতন ডেকে আনবে। ভোট ডাকাত এমপিদের সঙ্গে সংসদে বসা যায় কি না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। এ নির্বাচনে ভোট ডাকাতি প্রমাণ করেছে এ সরকারের অধীনে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।' (সূত্র: ভোরের কাগজ, ২২ মার্চ ১৯৯৪)।

একই পত্রিকায় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের বাইরে পড়ে থাকা প্রচুর ব্যালটের ছবি ছাপা হয়েছিল। বিরোধী দলের সমালোচনার জবাবে বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার সংবাদপত্রে বিবৃতিতে বলেছিলেন, পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা নেই বলেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেছে। সেই সময়ে বিএনপির নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতির সঙ্গে এখনকার আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। দোষটা আওয়ামী লীগ বা বিএনপির নয়। ক্ষমতার ভাষা বরাবরই অহমিকায় আচ্ছন্ন থাকে।

বিএনপি আমলে সেটাই ছিল সম্ভবত শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উপনির্বাচন। এরপর বিএনপি সরকারের অধীন কোনো নির্বাচনে বিরোধী দল অংশ নেয়নি। সংসদেও যোগ দেয়নি তারা। এই মাগুরা উপনির্বাচনের কারচুপি ও ভোট জালিয়াতিকে কেন্দ্র করেই বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তুলল এবং সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা মানতে বাধ্য করল। মাগুরা উপনির্বাচনের সময় সিইসি ছিলেন বিচারপতি আবদুর রউফ। ছাত্ররাজনীতিতে উজ্জ্বল অতীতের অধিকারী রউফ বলেছিলেন, কেউ ভোটকেন্দ্রে মাস্তানি করতে এলে কমিশন তিন গুণ মাস্তানি দিয়ে তা মোকাবিলা করবে। কিন্তু তিনি পারেননি বলেই বাজে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায় মাথায় নিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে।

ভোট কারচুপি ও জবরদস্তির দায়ে এর আগে কোনো উপনির্বাচন এভাবে বাতিল করেনি কমিশন। মোহাম্মদ আবু হেনা সিইসি থাকতে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন আটকে দিয়েছিলেন। তার পদত্যাগের পরই গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন অন্তত নির্বাচন বাতিল করার নজির স্থাপন করেছে।

নির্বাচনী প্রহসন করে গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগের জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আপাতত ছেদ পড়ল।

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্ম-সম্পাদক ও কবি

অর্থনীতির এক পা আগে, দুপা পেছনে?

যাঁরা বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে চোখ রাখছেন, বিষয়টি তাঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিনিময় হার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানতের সুদের হার, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সীমা, সাধারণের ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, প্রায় দুই অঙ্কের মূল্যস্ফীতি, বিদ্যুৎ উৎপাদকের ক্যাপাসিটি পেমেন্ট, এমনকি নিয়মিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের চ্যালেঞ্জ, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের দুর্বলতার চাপসহ অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই দৃশ্য অবশ্য অন্য অনেক দেশেই বিদ্যমান। তবে উন্নয়নের মহাসড়কে উঠে যাওয়া উচ্চৈঃস্বরের এই দেশে এ চিত্র ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত।

ক. বিনিময় হার

২৫ বছরের বেশি সময় ব্যাংকিং জীবনের অনেকটা ট্রেজারি ডিলিং রুমে কাটিয়েছি। তাই বিকাশমান অর্থনীতিতে বহুল প্রচলিত রিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট (প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার) বা 'রিয়ার' এমনকি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ইনফ্লেশন বা মূল্যস্ফীতি টার্গেটিং (যদিও আইএমএফ সম্প্রতি তা থেকে সরে এসেছে) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। স্থানীয় মুদ্রা অবমূল্যায়নের জন্য যদিও অধিকাংশ সময় বাংলাদেশসহ অনেক দেশে 'রিয়ার' ব্যবহার করা হয়; অনেকবার দেখেছি 'রিয়ার' অনেক ওপরে চলে গেলেও বিভিন্ন বিবেচনায় ডলারের বিপরীতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নে সায় দেয়নি। বরং তারা অনেকটা জোর করে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার নিচের দিকে ধরে রেখেছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মে মাসের প্রতিবেদনে 'রিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট' ছিল ১১৬ টাকার ওপরে। বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ হার অবশ্যই বেড়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বিনিময় হার এখনও মে মাসের হারের চেয়ে কম। এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোয় ডলার বিক্রি হচ্ছে ১১৪ থেকে ১১৪ টাকা ৫০ পয়সায়। আমদানিকারকদের আমদানি দায় নিষ্পন্ন করতে লাগছে ১০৪ থেকে ১১০ টাকা পর্যন্ত। অনেকে ডলার পাচ্ছেনও না। গত এক বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে ২৩ শতাংশের মতো, যা এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা তাদের পরামর্শে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) এ অবস্থা ঠেকাতে তিন স্তরের ডলারের বিনিময় হার ঠিক করে দিয়েছে। কিছুদিন ধরেই রেমিট্যান্সে অধিক সুবিধা আর প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। যার সুফলও দেখা গেছে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স আসার মাধ্যমে। কিন্তু খোলাবাজারে ডলারের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় মানুষ আবার হুন্ডির দিকে নজর দিয়েছে। সম্প্রতি অফিসিয়াল চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসা কমছে। অন্যদিকে বাংলাদেশিদের বিদেশে যাওয়ার হার কমছে। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু প্রবাসী ফেরতও চলে আসছেন।

আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, আমদানি আর রপ্তানির ডলার বিনিময় হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা কিছুটা কাজ করলেও এটি অন্য অনেক খাতকে বিপদে ফেলেছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ রপ্তানি খাত আমদানি করা কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল। বড় বড় পণ্য আমদানিকারক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান বলছে, বেশি দামে আমদানি করে কীভাবে এই অস্বাভাবিক মার্কেটে টিকে থাকা সম্ভব? ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় আমরা বেশ কিছুটা রপ্তানি বৃদ্ধিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে আগের আমদানি দায় নিষ্পন্নের চ্যালেঞ্জও দেখব। পরিণতিতে বাণিজ্য ঘাটতি আরও বাড়বে। আমদানি নিরুৎসাহের কারণে শিগগিরই রপ্তানি ও সেবা খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

খ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সেপ্টেম্বরের হিসাবে ৩৬ বিলিয়ন ডলার হলেও আইএমএফের হিসাবে তা সাড়ে ২৮ বিলিয়ন ডলার। তার মানে, লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। সূত্রমতে, সরকার আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও এডিবি থেকে সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ চেয়েছে। সংস্থাগুলো তা দিতে রাজিও হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ ঋণ দেশের দুই মাসের খরচ জোগানোর জন্যও যথেষ্ট নয়। আমাদের বৈদেশিক, এমনকি স্থানীয় মুদ্রায়ও আয় বাড়াতে হবে।

আইএমএফের ঋণের শর্ত পালন করার মতো আমাদের ইচ্ছা কিংবা প্রস্তুতি আছে কিনা, সেটাও চিন্তার বিষয়। সরকারের একটি উচ্চৈঃস্বর চেষ্টা ছিল পাচার করা অর্থ ফেরত আনা, যা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন।

পত্রিকান্তরে জানা গেছে, বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে সুদ ও আসল শোধ করেছে ২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০২৪-২৫ মেয়াদে তা ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু আইএমএফের মতে, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণও সরকারের। সেই হিসাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইটে ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত 'ফ্লো অব এক্সটার্নাল রিসোর্সেস ইনটু বাংলাদেশ ২০২০-২০২১ রিপোর্ট অনুসারে ২০২০-২১ অর্থবছরে সুদ ও আসল শোধ করা হয়েছে প্রায় ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। তার মানে, ইতোমধ্যে ঋণ শোধের চাপে পড়ে গেছে বাংলাদেশ। অদূর ভবিষ্যতে বড় প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ আরও বাড়বে; সন্দেহ নেই।

গ. সুদের হার

অনেকটা জোর করে ব্যাংকের সুদের হার ৬-৯ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৭-১১-তে ধরে রাখায় বৃহৎ ব্যবসায়ী বা প্রায় ঋণখেলাপি ছাড়া অন্যদের খুব লাভ হয়েছে, এমন প্রমাণ মেলেনি। বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্ষুদ্র আমানতকারী এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতায় পড়ে যাওয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান। একদিকে মূল্যস্ফীতির চাপ, অন্যদিকে ব্যাংক আমানতে প্রকৃত সুদের হার মূল্যস্ফীতির চেয়ে অনেক কম হওয়ায় অনেকেরই নাভিশ্বাস উঠেছে। সবাইকে তো আমরা জোর করে পুঁজিবাজারে নিয়ে যেতে পারি না! অন্যদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় সাময়িক হলেও সুদের হার বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র, যেটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দৃশ্যত মানতে নারাজ।

প্রধানমন্ত্রী নিজেই সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে ২০২৩ সালে বিশ্বমন্দার পূর্বাভাস দিয়েছেন। তিনি স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেছেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এই মন্দার আশঙ্কা প্রবল। সম্প্রতি 'ওপেক' জ্বালানি তেলের সরবরাহ কমানোর কথা বলায় এর মূল্য ইতোমধ্যে বেড়েছে এবং আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দেশেও বিদ্যুৎ সংকট, তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। এটাও শুনছি, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য এবার খাদ্যশস্যের ফলনও কম হতে পারে। পরিণতিতে দাম বেড়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। কমে যাচ্ছে অন্যান্য উৎপাদন। সরকার খরচ কমানোর জন্য যা যা করণীয় ঠিক করেছিল তা নিজেরাই পালন করতে পারছে না। তাই সব চাপ এসে পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর।

সংকট মোকাবিলায় প্রকৃত সমস্যার স্বীকারোক্তি ও সঠিক তথ্য জরুরি। অন্য অনেক দেশের মতো আমাদের অর্থমন্ত্রীরও উচিত সামনে এসে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। মূল্যস্ফীতির যে তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। পাচারকৃত অর্থ রাজনৈতিক সংস্কার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ ও আইনি বিধান করে ফেরত আনতে হবে। ব্যয়হ্রাসে সরকারকেই পথ দেখাতে হবে। তবে তা কমানোর চেয়ে অপচয় রোধই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখনও প্রায় সব ক্ষেত্রে ব্যাপক অপচয় হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত নিরীক্ষা বা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম নিয়মানুবর্তিতার ঘাটতিও বহুল আলোচিত। আলোচনা রয়েছে দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের সামগ্রিক সক্ষমতা নিয়েও।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- রাজস্ব বিভাগ, ব্যাংকিংসহ বেশ কিছু জায়গায় পরিবর্তন বা সংস্কারে অনতিবিলম্বে হাত দেওয়া। তা না হলে উন্নয়ন নিয়ে উচ্চকিত কথাবার্তা সত্ত্বেও আমরা এক পা এগোতে গিয়ে দুপা পিছিয়ে পড়ব। ভবিষ্যৎ হতে পারে পূর্বপ্রস্তুতির বাইরে অন্ধকার।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

কৃষিতে পরবর্তী রাউন্ডের প্রযুক্তি কোথায়?



ড. মাহবুব উল্লাহ্

সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায়, দেশে এখন চাহিদার বিপরীতে প্রতিদিন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি থাকছে দেড়-দুই হাজার মেগাওয়াট। রাজধানীসহ সারা দেশে স্থানভেদে প্রতিদিন গড়ে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে পার করতে হচ্ছে গ্রাহকদের। ঢাকার বাইরে মফস্বলের কোনো কোনো স্থানে তা কখনো ১০ ঘণ্টায় ওঠারও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতির জন্য দায়ী করা হচ্ছে গ্যাস সংকটকে।

জ্বালানি বিভাগ বলছে, মূল্যবৃদ্ধির কারণে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রয়োজনমতো গ্যাস সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শিগগিরই এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ মিলবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, 'যতই আশাবাদী হই না কেন, এ মুহূর্তে পরিস্থিতি ভালো দেখা যাচ্ছে না। ডলারের মূল্যে, গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় এবং জ্বালানি মূল্যে কোনো কমফোর্ট জোন নেই।'

বিদ্যুৎ সংকট নিছক বিদ্যুৎ সংকট নয়। সমস্যাটি কেবল বিদ্যুৎহীন অবস্থায় ফ্যান চালাতে না পেরে গরমের মধ্যে হাঁসফাঁস করা নয়, কিংবা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা নয়; বিদ্যুৎ ঘাটতি অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকলে সেচ যন্ত্রগুলো চালানো যায় না। ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়া মানে খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলছে, ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেবে, সমগ্র বিশ্বে খাদ্য ঘাটতি হবে এবং পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সরকারি হিসাবে ওই দুর্ভিক্ষের ফলে সাড়ে ছাব্বিশ হাজার মানুষ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। বেসরকারি হিসাবে ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল ১৫ লাখ মানুষ। এখনো দেশে অনেক মানুষ বেঁচে আছেন, যারা চুয়াত্তরে দুর্ভিক্ষের ভয়াল দিনগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের ছবি যখন স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, আমরা তখন শিউরে উঠি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি নিছক লোডশেডিংয়ের সমস্যা নয়। এর মূলে রয়েছে মারাত্মক একটি সমস্যা।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম এখন বাড়তির দিকে। দাম বেশি হওয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি সংগ্রহ বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় এলএনজি আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি সরবরাহকারী দেশগুলো। এ তথ্য পাওয়া গেছে অর্থনীতিবিষয়ক দৈনিক পত্রিকা বণিক বার্তা থেকে। বণিক বার্তা আরও জানিয়েছে, বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বিপণিবিতান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার সময় কমানোর উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। কিন্তু জ্বালানি সংকটের কারণে এ উদ্যোগের কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিতরণ কোম্পানিগুলো এখন বিদ্যুৎ ঘাটতি সামাল দিচ্ছে লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে। রাজধানীসহ সারা দেশে প্রতিদিন গড়ে ছয়-সাত ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে পার করতে হচ্ছে গ্রাহকদের।



এ বিষয়ে বিদ্যুতের একক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ভাষ্য হলো, দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে অন্তত সাড়ে ১১ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার। এর মধ্যে নিয়মিতভাবে চালু রাখতে হচ্ছে ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কেন্দ্র। পূর্ণ সক্ষমতায় এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে হলে প্রতিদিন ১৫০ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাসের প্রয়োজন পড়ে।

কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সরবরাহ পাচ্ছে ৯০-৯৫ কোটি ঘনফুটের মতো। জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদও। দৈনিক বণিক বার্তা বিদ্যুৎ সমস্যার মূলের দিকটা উন্মোচিত করেছে।

বিদ্যুৎ এমন একটি জ্বালানি শক্তি, যা উৎপাদনের জন্য অন্য জ্বালানির প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আণবিক শক্তি বা জলস্রোতের শক্তি বা খনিজ কয়লা বা গ্যাসের শক্তি বা সৌর শক্তির প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এসব শক্তির যে কোনো একটিকে ব্যবহার করতে হবে। বিদ্যুৎ আসলে একটি রূপান্তরিত শক্তি। উৎপাদন ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে বিদ্যুতের ব্যবহার আমাদের জীবন ও কাজকে অনেক সহজসাধ্য করে। সে কারণে জ্বালানি শক্তিগুলোর মধ্যে বিদ্যুতের কদর অনেক বেশি। শিল্প উৎপাদন, কৃষি উৎপাদন এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিদ্যুৎ একটি কাঙ্ক্ষিত শক্তির উৎস।

এ কারণে সভ্যতার সাফল্য তিলক অর্জনে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের কোনো বিকল্প মানবজাতি সৃষ্টি করতে পারেনি। লেনিন বলেছিলেন, বলশেভিজম+ইলেকট্রিসিটি=সমাজতন্ত্র। এখানে বলশেভিজম পুরোনো শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে, এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে প্রযুক্তি। বিদ্যুৎ শক্তি প্রযুক্তিকে দৃশ্যমান করে তুলে নানা উপযোগ (টঃরষরঃু) সৃষ্টি করে সভ্যতার বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে। বিদ্যুতের ভূমিকা বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অপরিহার্য করে তুলেছে। বাংলাদেশে জলশক্তি, গ্যাস দিয়ে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এই মুহূর্তে গ্যাসের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ার ফলে আমদানিকৃত গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

বেসরকারি খাতে অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, যেগুলো ডিজেল অথবা ফার্নেস অয়েল দিয়ে চালানো হয়। দেশে একটি বড় আকারের আণবিক শক্তিনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। বাংলাদেশে উচ্চমানের কয়লা পাওয়া যায় বড়পুকুরিয়াতে। কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন চলছে। কয়লার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে বেশকিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি হবে বলে দেশীয় কয়লা উত্তোলনে অগ্রগতি নেই। আমদানি করা কয়লার ওপর নির্ভর করে বড় ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে বাংলাদেশে। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন কোন শক্তি ব্যবহার করা যায়, তার জন্য একটি সুস্পষ্ট স্ট্র্যাটেজি থাকা প্রয়োজন। এ প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্যের জন্য সংলাপের আয়োজন করা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর দেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেও সন্তোষজনকভাবে কৃষি খাতে উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়া এবং কৃষিজমি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে।

এই প্রযুক্তি-সিড, ফার্টিলাইজার ও ওয়াটার টেকনোলজি-ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন বীজের উদ্ভাবন করছে কৃষিসংশ্লিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রগুলো। সেচের জন্য পানি সরবরাহ করা হচ্ছে শ্যালো টিউবওয়েল এবং ডিপ টিউবওয়েল ব্যবহার করে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার উৎপাদন করা হচ্ছে গ্যাস দিয়ে। কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন না ঘটালে স্বাধীনতার সময়ে কৃষি উৎপাদন যা ছিল, সে অবস্থাতেই থেকে যেত। এমনকি উৎপাদন কমে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। যদি তা-ই হতো তাহলে খাদ্যের অভাবে অনেক লোকের মৃত্যু হতো। সেরকম একটি দৃশ্য কল্পনা করতেও ভয় লাগে।

কৃষিতে সাধারণত আবাদি জমি স্থির থাকে। জমি বৃদ্ধি না করে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ বৃদ্ধি করলেও কৃষি অবধারিতভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির আওতায় চলে যায়। এই বিধির কার্যকারিতা ঠেকানো সম্ভব হয়েছে বীজ-সার-পানি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। দেশের কৃষকরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সন্তোষজনকভাবে সাড়া দিয়েছেন। দারিদ্র্যের চাপই তাদের বাধ্য করেছে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে। আগামী এক দশক বা দুই দশক উল্লেখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের কাঙ্ক্ষিত সুফল নাও আসতে পারে। এ জন্য এখন থেকেই ভাবতে হবে বর্তমানে ব্যবহৃত বীজ-সার-পানি প্রযুক্তিকে কীভাবে আরও ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। অর্থাৎ কৃষিপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রথম রাউন্ড শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য কী হবে, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে

এম এ হালিম

২০২১ সালে সারা বিশ্বে সংঘটিত ৪৩২টি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২ কোটিরও বেশি মানুষ। আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২৫২ বিলিয়ন ডলার। দুর্যোগের ফলে সম্পদ ও মানুষের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। চলতি বছর এ পর্যন্ত ঘটে গেছে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ায় স্মরণকালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৬.৬ বিলিয়ন ডলার।

ইউরোপজুড়ে তাপদাহে ক্ষতি হয়েছে ৫.২ বিলিয়ন ডলার, যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডো আর হারিকেনের আঘাতে ক্ষতি হয়েছে ২৮ বিলিয়ন ডলার। পাকিস্তানে বন্যায় প্রায় ১৭০০ মানুষের মৃত্যু আর অর্ধ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আর সবশেষ আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ১২০০ মানুষের। সৌভাগ্যবশত এ বছর বাংলাদেশ বড় ধরনের কোনো দুর্যোগের সম্মুখীন হয়নি, যদিও বছরের শুরুতে হাওড় অঞ্চলে দু'দফা আকস্মিক বন্যায় মানুষের দুর্ভোগ ছাড়াও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

একসময় সুর্যোগকে শুধু 'প্রাকৃতিক দুর্বিপাক' হিসাবেই গণ্য করা হতো। তাই সরকার ও দুর্যোগে মানবিক সাহায্য প্রদানে নিযুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে তেমন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছিল না। রাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগে ক্রমবর্ধমান মানুষের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি আলোচনায় আসে এবং এ উপলব্ধি থেকেই জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালের ১৩ অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দেশ্য, দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে বৈশ্বিক সচেতনতার অভ্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। এছাড়া দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অধিক সচেতনতা জাগাতে জাতিসংঘ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দুর্যোগ দশক উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দশক পেরিয়ে গেলেও সে উদ্যোগ থেমে থাকেনি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব বহুগুণ বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদের কিছু শিরোনাম থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন-'গ্রিনল্যান্ডে প্রতিদিন গলছে টন টন বরফ', 'পুড়ছে ধরিত্রী', 'বিশ্বের বহু নদী শুকিয়ে যাচ্ছে' ইত্যাদি। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। এসব উপলব্ধি থেকে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে বর্তমান ঝুঁকি কমিয়ে এবং নতুন দুর্যোগ এড়িয়ে টেকসই দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসহ সব পক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে একমত হয়। এসব উদ্যোগের মধ্যে বিশেষভাবে রয়েছে পূর্ব সতর্কতা ও প্রাক-দুর্যোগ পদক্ষেপ গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি।

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। গবেষণায় জানা গেছে, দুর্যোগের সচেতনতা ও ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগে এক ডলার বিনিয়োগ করলে অন্তত ১০ গুণ ফল লাভ অর্থাৎ ক্ষতি কমানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। বলা হয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি বা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক মনোনিবেশ প্রদানের স্থলে ২০ গুণ অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় দুর্যোগের পরে। তবে আশার কথা, দুর্যোগ ঝুঁকি ও প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের উদ্যোগ বহির্বিশ্বে প্রশংসিত। ফলে দুর্যোগে বাংলাদেশে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে। অথচ গত ২৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ইয়ানে অন্তত ১০২ জনের মৃত্যু ছাড়াও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ তথা 'দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি' অনুকরণীয় নির্দেশনা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ এ আদেশে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন, এমনকি ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ আদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ও রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) আরও একটি কার্যকর উদ্যোগ, যার ৭৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ব্যাপকভাবে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার ও সঠিক সময়ে বিপদাপন্ন মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা একক, কখনোবা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

দুর্যোগ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো অধিক বিপদাপন্ন। এসব দেশে সারা বছর কোনো না কোনো দুর্যোগ লেগেই থাকে। ২০০৪ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে ভয়াবহ সুনামি এবং এ বছর পাকিস্তানে বন্যা, আফগানিস্তান ভূমিকম্প-এমন শত দুর্যোগের অভিজ্ঞতা এ অঞ্চলের মানুষের। এসব অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে টহরঃবফ ঘধঃরড়হং ঙভভরপব ভড়ৎ উরংধংঃবৎ জরংশ জবফঁপঃরড়হ (টঘউজজ)-এর উদ্যোগে চীনের বেইজিংয়ে সূচনা হয় অংরধহ গরহরঃংবৎরধষ ঈড়হভবৎবহপব ড়হ উরংধংঃবৎ জরংশ জবফঁপঃরড়হ (অগঈউজজ)-এর। এ ধারাবাহিকতায় গত ১৯-২২ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত হলো অংরধ চধপরভরপ গরহরংঃবৎরধষ ঈড়হভবৎবহপব ড়হ উজজ (অচগঈউজজ)। উল্লেখ্য, সূচনার পর থেকে এই সম্মেলন এশিয়া দেশগুলোর আসর হলেও এ বছর প্যাসিফিক দেশগুলোও অংশগ্রহণ করায় এ সম্মেলন এশিয়া ও প্রশান্ত মহসাগরীয় সম্মেলন হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৩৬টি দেশের বিভিন্ন পেশার প্রায় ৩৫০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলন জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট দেশের

সরকারের (এবারের সম্মেলনের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া সরকার) যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত বিধায় মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স হিসাবে অভিহিত। তাই এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীসহ সরকারি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকেও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, সরকারি কর্মকর্তা, জাতীয় ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি হয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগে আমারও জানার সুযোগ হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ সামোয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিপদাপন্ন কমিউনিটি কীভাবে নিত্য দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকছে।

জানার সুযোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাবে দুর্যোগের ধরন, ফ্রিকোয়েন্সি ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সম্পর্কে। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ পান। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার মাধ্যমে কীভাবে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাও জানানোর সুযোগ হয়। সম্মেলনের সমাপনী বক্তৃতায় টঘউজজ-এর প্রধান ও সম্মেলনের কো-চেয়ার মিজ মামি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবিক সংগঠন, সরকার ও স্থানীয় সংস্থা এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান রাখেন।

দুর্যোগবিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলন অথবা আন্তর্জাতিক দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন, যা সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের মূল বার্তা। একমাত্র অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

এম এ হালিম : বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক



আ'লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না : ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

ঘোষণা ছাড়াই। অন্যান্য যানবাহনে চালানো হয় তল্লাশি। সমাবেশ ঘিরে টান টান উত্তেজনা ছিল আগে থেকেই। পাল্টা সমাবেশ করার কথা বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু নানা কৌশলে নির্ধারিত সমাবেশ বাস্তবায়ন করেছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে বিভাগীয় এই গণসমাবেশে ঢল নামে নেতাকর্মীদের। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে বিশাল এই সমাবেশ করে চাঙ্গা ময়মনসিংহ বিএনপি। উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় নেতারাও। তারা বলেছেন, ময়মনসিংহের এই সমাবেশ প্রমাণ করে বাংলাদেশের মানুষ আর কোনো বাধা মানবে না।

পূর্ব ঘোষিত এই সমাবেশ নিয়ে হয়েছে নানা নাটকীয়তা। সমাবেশের জন্য বিএনপি'র পক্ষ থেকে গত ৬ই অক্টোবর প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাইলেও প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। এমনকি বিএনপি যাতে সমাবেশ করতে না পারে সেজন্য আওয়ামী লীগ পাল্টা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল। সমাবেশের অনুমতি না পেলেও একদিন আগেই ময়মনসিংহে জড়ো হতে শুরু করেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নেতাকর্মীরা।

বিভাগীয় সমাবেশের দায়িত্বে থাকা নেতারাও যেকোনো মূল্যে সমাবেশ করার কথা জানিয়ে আসছিলেন। ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠে প্রশাসনের অনুমতি না পেয়ে মৌখিক অনুমতি নিয়ে স্বেচ্ছায় সমাবেশ স্থান পরিবতন করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে সেখানেও বাধে বিপত্তি। পুরো মাঠে পানি। খানা-খন্দ আর কর্দমাক্ত। গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আশেপাশে বাড়তে থাকে নেতাকর্মীদের চাপ। বিএনপি'র পক্ষ থেকে শুরু হয় মাঠ প্রস্তুত করার কাজ। আসে বালু ভর্তি ট্রাক।ট্রাক থেকে মাঠে ফেলা হয় বালু। রাতেই একে একে ৪০ ট্রাক বালু দিয়ে সমাবেশস্থলকে প্রস্তুত করে বিএনপি। রাত সাড়ে ১১টার দিকে শুরু হয় মঞ্চ তৈরির কাজ। শেষ হয় সমাবেশের দিন সকাল ৭টায়। এর আগে শুক্রবার রাতে শহরে সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশারফ হোসেনের বাড়ির সামনে বিএনপি'র নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় সরকারি দলের লোকজন। উভয় পক্ষের মধ্যে চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। বিএনপির দাবি- সরকারি দলের নেতাকর্মীরা প্রায় ৫০টি মোটরসাইকেল দিয়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোশারফ হোসেনের বাড়ির সামনে মহড়া দেয়। একপর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে তারা।

পরে বিএনপি নেতারা লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়া করলে তারা সটকে পড়েন। গতকাল পুরো ময়মনসিংহে সকাল থেকে কার্যত অঘোষিত হরতাল পালিত হয়। সারাদিনে চলাচল করেনি কোনো ধরনের যাত্রীবাহী বাস। আন্তঃজেলা ও জেলার অভ্যন্তরীণ সকল রুটের বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন সমাবেশে আসা নেতাকর্মীসহ জেলায় কর্মমুখী মানুষ। জেলার প্রবেশপথ ও বিভিন্ন থানা এলাকায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখারও অভিযোগ করেছেন সমাবেশে আসা লোকজন। অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি, ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন বাহন ও পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসেন। এদিকে বিভাগীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে আসা লোকজন সমাবেশস্থলেই রাত কাটান। সকাল ৯টার মধ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পথে নানা বাধা পেরিয়ে নেতাকর্মীরা সকাল থেকেই খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে মানুষের বসার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অনেকেই সড়কে ও আশপাশের অলিগলিতে অবস্থান নেন। দুপুর ২টায় সমাবেশ শুরু হয়।

ততক্ষণে নগরীর চরপাড়া থেকে মাসকান্দা এলাকা হয়ে বাইপাস রোড পর্যন্ত সড়ক বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের দখলে চলে যায়। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় অনেকেই খরতাপ উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে পৌঁছান। জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের অনেকেই নদীপথে নৌকায় করে সমাবেশস্থলে আসেন। বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক (ময়মনসিংহ বিভাগ) সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স গতকাল দুপুরে বলেন, তারা চেয়েছিল আমাদের সমাবেশ বানচাল করবে। আমরা সেটি হতে দেইনি। বাস বন্ধ করে আমাদের নেতাকর্মীদের আসতে বাধা দেয়া হয়। তবে মানুষের স্রোত এই সরকার কোনোভাবেই আটকে রাখতে পারেনি। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেছেন, আওয়ামী লীগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পথে পথে বাধা সৃষ্টি করেও ময়মনসিংহের সমাবেশ বানচাল করতে পারেনি। সমাবেশস্থল ও গণ-পরিবহন বন্ধ করে দেশের মানুষেকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ও শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত করতেই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসে সমাবেশ সফল করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের সমাবেশের জন্য সরকার গাড়ি বন্ধ করে রেখেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা নেতাকর্মীদেরর উপর হামলা করা হয়েছে। বাধা দেয়া হয়েছে। সবকিছু অতিক্রম করে দেশের জনগণ সমাবেশে এসেছেন। আমাদের জনসামাবেশ দেখে আওয়ামী লীগের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আমাদের মাত্র ২টি সমাবেশ গেল, এতেই যদি সরকারের এই অবস্থা হয়। আরও ৮টি সমাবেশ আছে তখন তাদের মাথা আরও খারাপ হয়ে যাবে।

এই সমাবেশ প্রমাণ করে দেশের মানুষ আর কোনো বাধা মানবে না: ময়মনসিংহের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের মানুষ এখন জেগে উঠছে। আজকের সব বাধা উপেক্ষা করে এই সমাবেশ প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের মানুষ কোনো বাধা মানবে না। তারা অবশ্যই দেশকে মুক্ত করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ্। সকলের প্রচেষ্টায় এই সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করবো। জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, চলমান আন্দোলনে ভোলায় নূরে আলম ও আব্দুর রহিম, নারায়ণগঞ্জে শাওন, মুন্সীগঞ্জে শহিদুল ইসলাম শাওন ও যশোরে আব্দুল আলিমসহ পাঁচজনকে হত্যার প্রতিবাদে, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি এবং নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদে এই গণসমাবেশের ডাক দেয় বিএনপি।

সমাবেশে ফখরুল বলেন, অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ কথায় কথায় হুংকার দেয়, ভয় দেখায়। আরে তোমাদের (আওয়ামী লীগ) হুংকারে বাংলাদেশের মানুষ এখন আর ভয় পায় না। বাংলাদেশের মানুষ এখন জেগে উঠেছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে এতে আওয়ামী লীগ ভেসে যাবে। আমাদের জনসমাবেশে যে জনস্রোত নেমেছে। এই জনস্রোতে আওয়ামী লীগকে ভাসিয়ে বিদায় করবো। সেই দিন আর বেশি দূরে নয়। মহাসচিব বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন- দেশ যাবে কোন পথে ফয়সালা হবে রাজপথে। আরেকটি কথা বলেছেন টেক ব্যাক বাংলাদেশ। কেন বলেছেন, কোন বাংলাদেশকে ফিরে পেতে চাই আমরা? যে বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান। তিনি একটি তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশকে তুলে নিয়ে এসে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশের যারা বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটাকে বাতিল করে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ আজ বড় বড় কথা বলে।

তারাই গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে বারবার। ৭৫-এ বাকশাল তৈরি করে ধ্বংস করেছে, আবার এখন একনায়কতন্ত্র বাকশাল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান প্রথম বাংলাদেশে উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনি গার্মেন্টসের সূচনা করেছিলেন। তিনি শ্রমিক ভাইদের বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন সেখান থেকে এখন রেমিটেন্স আসছে। এখন ওই রেমিটেন্সের টাকা মেরে খাচ্ছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ এটি একটি 'চোরের' দল। এই কথা আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলে গেছেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, ১৯৭৪ সালে তখন আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের কারণে দুর্ভিক্ষ হলো, দুর্ভিক্ষের সময় তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) বলেছিলেন আমি কী করবো, আমার তো সব চাটার দল, চোরের দল। এতগুলি কম্বল এলো বিদেশ থেকে আমার কম্বলটা গেল কোথায়। এই হচ্ছে আওয়ামী লীগ। গাইবান্ধা উপ-নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, এটা আমরা আগেই বলেছিলাম। যা গাইবান্ধা উপ-নির্বাচনে আবার প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনোদিন কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলছি, এই সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন হবে তাদের অধীনে নির্বাচনে জনগণের পার্লামেন্ট গঠন করা হবে। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ফখরুল বলেন, অন-তিবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে, আমাদের নেতা তারেক রহমানের সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে তাকে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যে মামলা রয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। তিনি বলেন, মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করলো। যেন মানুষ সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে। শেখ হাসিনা কি গড, দেবতা নাকি ঈশ্বর যে তাকে নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না। সমপ্রতি রাজবাড়ীতে আমাদের এক সমাজসেবী বোন নাকি ফেসবুকে শেখ হাসিনার সমালোচনা করেছেন। এজন্য রাতের আঁধারে তাকে ধরে নিয়ে গেল। এসব করে মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না। আজ মানুষের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ময়মনসিংহের এ সমাবেশের আগে আওয়ামী লীগের সোনার ছেলেরা নাকি আমার রাজনৈতিক সহকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

তারা যে হোটেলে ছিল সেখানে গুলি করেছে। সমাবেশে আসার পথে দেখেছি সোনার ছেলেরা লাঠিসোঁঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের নেতাকর্মীদের দেখে তারা লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ভয় পায়: সমাবেশে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ভয় পায়। এজন্য তারা তাদের অধীনে নির্বাচন করতে চায়। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের সমাবেশ দেখে বুঝে ফেলেছে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। এজন্যই তারা চায় না দেশে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। আমরাও এই অবৈধ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবো না। এই সরকারকে পদত্যাগ করতেই হবে। সংসদ ভেঙে দিতে হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন গঠন হলে আমরা নির্বাচনে যাবো। তিনি বলেন, এই সরকার গুম, হামলা, মামলা করে টিকে থাকতে চাচ্ছে। বিএনপি'র আন্দোলনকে দমন করতে চাচ্ছে। এতো কিছুর পরেও তারা বিএনপিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। আজকের সমাবেশ তারই প্রমাণ। ময়মনসিংহ মহানগর বিএনপি'র আহ্বায়ক অধ্যাপক একেএম শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মশিউর রহমান, সাং-গঠনিক সম্পাদক এমরান সালেহ প্রিন্স, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়ারেশ আলী মামুন ও শরীফুল আলম প্রমুখ। এর আগে দুপুর ২টায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

সভা শুরুর কয়েক মিনিট পর প্রধান অতিথি হিসেবে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। সমাবেশের মঞ্চে একটি সুসজ্জিত চেয়ার ফাঁকা রাখা হয় দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানে। এদিকে সমাবেশকে কেন্দ্র করে নগরীতে ছয় শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জিরো পয়েন্ট, সিজিএম কোর্ট এলাকা, শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ মোড়, চরপাড়া মোড়সহ নগরীর প্রবেশ মুখগুলোতে সতর্ক অবস্থানে থাকে পুলিশ।

পথে পথে বাধা, গণপরিবহন বন্ধ: শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা থেকে ময়মন-সিংহের প্রবেশ পথগুলোতে পুলিশি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বাধার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা। তারা বলেছেন- গণপরিহন বন্ধ করে দেয়া হয়। ব্যক্তিগত কিংবা বিকল্প উপায়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে বাধা দেয়া হয়। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলা থেকে আসা আবুল হাসেম বলেন, সমাবেশে যোগ দিতে ভোররাতে শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে রওনা দেই। বাস না থাকায় নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন বাহনে ভেঙে ভেঙে, আর কখনো পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে পৌঁছাই। পথে কয়েক জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে। তবে আমরা তাদের বাধা অতিক্রম করে মিছিল নিয়ে শহরে পৌঁছাই। কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর থেকে আসা নেতাকর্মীরা বলেছেন, বাস না পেয়ে মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছি। পথে কোনো বাধা না পেলেও, ময়মনসিংহের ত্রিশাল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পথ আটকে দিয়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ছিলেন। তাদের হাতে লগি- বৈঠা ছিল। পরে সিএনজিতে করে বিকল্প পথে সমাবেশস্থলে আসি।

ক্যাপিটল হিলে হামলার শুনানিতে ট্রাম্প না এলে ব্যবস্থা

(প্রথম পাতার পর)

ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি বেনি থম্পসন বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার কর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। খবর বিবিসির।

যদি তিনি এই সমন পেয়ে শুনানিতে না আসেন, তবে তিনি ফৌজদারি অভিযোগ এবং কারাদন্ডের মুখোমুখি হতে পারেন। ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি যে লাখ লাখ আমেরিকানের ভোট ছুড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তার জবাবও তাকে দিতে হবে।'

গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটি মনে করে, ট্রাম্পের কারণেই ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারী ক্যাপিটল হিলে হামলা হয়েছে। এ বৈঠককে মনে করা হচ্ছে জানুয়ারী সিক্স তদন্ত কমিটির শেষ বৈঠক। ডেমোক্র্যাট দলের সাত সদস্য এবং রিপাবলিকান দলের দুই সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতভাবে কমিটির সদস্যরা ট্রাম্পকে তলব করার সিদ্ধান্ত নেন।

কমিটির চেয়ারম্যান ডেমোক্র্যাট রিপ্রেজেন্টেটিভ বেনি থম্পসন বলেন, ট্রাম্পকে তলব করা হলে তাকে ক্যাপিটল হিলে তার সমর্থকদের হামলার বিষয়ে শপথের আওতায় তথ্য উপাত্ত ও সাক্ষ্য দিতে হবে।

এছাড়া, হামলা ঠেকানোর বিষয়ে তিনি কী করেছিলেন সে সম্পর্কেও ট্রাম্পকে বলতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য নিহত পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কোটি কোটি মানুষের দেয়া ভোট ছুঁড়ে ফেলে তিনি জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন- সে সম্পর্কেও ট্রাম্পকে জবাবদিহি করতে হবে।

ধারণা করা হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কমিটির তলবের চিঠি ট্রাম্পের হাতে পৌঁছে যাবে এবং কমিটিতে হাজির হওয়ার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্টকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া হবে।

বিএনপির মহাসমাবেশ ফ্লপ করেছে: তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি তিনমাস হাঁকডাক করে মহ-াসমাবেশের নাম দিয়ে একটি ফ্লপ সমাবেশ করেছে। শনিবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সারাদেশ থেকে সন্ত্রাসীদের চট্টগ্রামে এনে হোটেল ভাড়া করে রেখেছে। পরদিন তাদের নিয়ে সমাবেশ করেছে। চট্টগ্রামে জব্বারের বলিখেলায় এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ হয়। সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা এই সমাবেশে ছিল না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করে। আমরা জনগণকে নিয়েই আগামী মাসে গণসমাবেশ ও মিছিল করবো চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি উপজেলা ও থানায়। তার পরবর্তীতে চট্টগ্রাম শহরে আমরা জেলা সমাবেশ করবো। তখন আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ আমাদের জেলা সমাবেশ কেমন হয়।

হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি চট্টগ্রামে একটি সমাবেশ করেছে। সেই সমাবেশ থেকে তারা নানা ধরনের আপত্তিকর বক্তব্য দিয়েছে। সেই সমাবেশে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্ত্রাসীদের সমাবেশ ঘটিয়েছে। চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির একটি ছক এঁকেছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে করণীয় সম্পর্কে আজকে আমরা বসেছি।

তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন বিএনপি চট্টগ্রামে যেই সমাবেশ করেছে। সেই সমাবেশের প্রস্তুতি তারা দীর্ঘ তিন মাস ধরে নিয়েছে। প্রস্তুতি নিয়ে তারা বলেছিল, পনের লাখ মানুষের সমাগম হবে। এখান থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। টেকনাফের দূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। সেখান থেকেও মানুষ এনেছে। তারা পলোগ্রাউন্ড মাঠের চল্লিশ শতাংশ পেছনে রেখে মঞ্চ করেছে। আর সামনের যেই অংশ তার অর্ধেকও পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ পলোগ্রাউন্ড মাঠের এক তৃতীয়াংশও ঠিক মত পূর্ণ হয়নি।

বিএনপির এক দফা দাবি সরকারের পতন, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বিএনপি গত ১৪ বছর ধরেই এই আন্দোলনের মধ্যে আছে। আমরা সরকার গঠনের দুয়েক মাস পর থেকেই তারা সরকারকে বিদায় দেওয়ার আন্দোলনের মধ্যে আছে। আন্দোলন করতে করতে দেখা গেল তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাদের আন্দোলনের মধ্যেই জনগণ পরপর তিনবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছে। তারা এই আন্দোলন করার প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনে ভোট আমাদের আরও বাড়বে ইনশাল্লাহ।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের পথেই হাঁটছে। তারা যাতে কোনো সংঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানিয়েছি।

চট্টগ্রামে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বরাদ্দ বাড়ানো ও খাদ্যসহ নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোর দাবি





বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ ২০১৫ সাল থেকে এমডিজির লক্ষ্য অর্জন এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে হলেও অতিদরিদ্র মানুষের হার কমে আসছিল। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর আঘাত, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং বিগত ৭ মাস ধরে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানী সংকটের ফলে সাপ্লাই চেইন নষ্ট হওয়ায় খাদ্যসহ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। যার ফলে অন্যান্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও ঝুঁকির মুখে পড়েছে প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী ও শিশু। নিম্নবিত্তসহ মধ্যবিত্তের অনেকে স্বাভাবিক জীবন পরিচালনায় তীব্র সমস্যায় পড়েছেন। এর প্রভাবে আমাদের দেশেও বৈশ্বিক দারিদ্র্য ও অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৬ অক্টোবর ২০২২ বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযপান উপলক্ষে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-চট্টগ্রাম জেলা ও কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) চট্টগ্রাম ও ক্যাব যুব গ্রুপ চট্টগ্রাম মহানগরের উদ্যোগে নগরীর সার্কিট হাউজ চত্বরে গণজমায়েত ও মানব বন্ধনে উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়।

মানব বন্ধন ও গণজমায়েত এ সংহতি জানান ক্যাব কেন্দ্রিয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইন, বিশিষ্ঠ সাংবাদিক ও চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এম নাসিরুল হক, ক্যাব মহানগরের সহ-সভাপতি হাজী আবু তাহের, জেলা সামাজিক উদ্যোক্তা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ জানে আলম, ক্যাব মহানগরের জান্নাতুল ফেরদৌস, ক্যাব জামাল খানের সালাহ উদ্দীন আহমদ, নারী নেত্রী ঝর্না বড়ুয়া, ক্যাব সদরঘাটের শাহীন চোধুরী, ক্যাব বন্দরের আলমগীর বাদসা, ক্যাব যুব গ্রুপ চট্টগ্রাম বিভাগের সভাপতি চৌধুরী কে এন এম রিয়াদ, ক্যাব যুব গ্রুপ চট্টগ্রাম মহানগরের আবু হানিফ নোমান, সিএসডিএফ'র প্রকল্প সমন্বয়কারী শম্পা কে নাহার, ক্যাব যুব গ্রুপের আমজাদুল হক আয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সুজন, প্রচার সম্পাদক ইমদাদুল ইসলাম, সদস্য করিমুল ইসলাম, রাশিদা বিনতে ইসলাম প্রমুখ।

জমায়েতএ আরও জানানো হয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরে গড়ে সাড়ে ৫ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি হয়েছে। ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বছরে মোট ২৮ দশমিক ০৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। ফলে ২০১৭ সালে ১০০ টাকা দিয়ে যে পণ্য কেনা যেত ২০২১ সালে এসে সেটি কিনতে খরচ করতে হচ্ছে ১৩১ টাকা ৪১ পয়সা। কিন্তু টিসিবি পণ্যমূল্যের যে তথ্য দিচ্ছে এবং আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি, সরকারি ডেটার চেয়ে বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। বিবিএস সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপে উঠে এসেছে, দেশে খানাপিছু গড় মাসিক আয় ১৫ হাজার ৯৪৫ টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৪৮% যায় খাদ্য কেনায়। দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে মাসিক মোট আয়ের প্রায় ৭০% পর্যন্ত ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে। বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মূল্যস্ফীতি এখন অনেক বেশি যা ভবিষ্যতে আরও খারাপ হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু শহরাঞ্চলে নয়, দেশজুড়ে জীবনযাত্রার ব্যয়-যেমন জ্বালানি তেল, রান্নার চুলার গ্যাস, জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, বিদ্যুৎ, গণপরিবহনের ভাড়া বেড়েছে উল্লেখযোগ্যহারে। দাবিগুলির মধ্যে আছে; সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে নতুন দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং কর্মসূচিতে আর্থিক ও খাদ্যপণ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, প্রান্তিক, শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষ যাতে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে; সে জন্য চাল, আটাসহ সকল নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা, বর্তমানে চাল আমদানির ওপর ৩১% কাস্টমস ডিউটি রয়েছে। খাদ্যপণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক ও কাস্টমস ডিউটিসহ সব ধরনের শুল্ক তুলে দেয়া, মূল্যের স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পাইকারি ও খুচরা উভয় ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বাজার তদারকি নিশ্চিত করা ও দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে 'মূল্য কমিশন' গঠনের জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। দাবিগুলি বাস্তবায়নে সরকারের দৃষ্ঠি আকর্ষন করে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আশরাফ উদ্দীন ও জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর পক্ষে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক বদিউল আলমের নিকট স্মারকলিপি দাখিল করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

রোমে চতুর্থ বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্য তুলে ধরলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী



বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী (১৩-১৪ অক্টোবর ২০২২) চতুর্থ গোবাল মেন্টাল হেলথ সামিটে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য-'দক্ষতা, অধিকার এবং যত্ন' এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সকলের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্বের ৫২ টি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং ১৩ অক্টোবর 'কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ' শীর্ষক একটি কর্মশালায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব রবার্তো স্পেরেনজা বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিস্ময়কর অর্জনের উদাহারণ দিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। ১৪ অক্টোবর সকালে কান্ট্রি ইন্টারভেনশন পর্বে জনাব জাহিদ মালেক কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ এবং ইনোভেশন এন্ড মেন্টাল হেলথ এর উপর তথ্য ও উপাত্তসহ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী কোভিড মোকাবেলা এবং কোভিড টিকাদানে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত উলেখ করে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মানসিক স্বাস্থ্যকেও সফলভাবে



জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে। তিনি বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ আইন, নীতি এবং কর্মকৌশল রয়েছে বলে উলেখ করে বলেন দেশের জনগণের মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নীতি ও কর্মকৌশলের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, ইতোমধ্যে ৮ টি বিভাগীয় শহরে নতুন ৮টি মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে এনসিডি কর্ণারে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য স্কুল মেন্টাল হেলথ কার্যক্রম, এমএইচগ্যাপ প্রশিক্ষণসহ সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন।

মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি আরো বলেন, বাংলাদেশের সম্পদ সীমিত এবং মানসিক স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ই-মেন্টাল হেলথ, এ্যাপভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া চলমান। এই প্রক্রিয়াসমূহকে আরো বেগবান করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় মানসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভূক্ত করতে 'স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ ফর মেন্টাল হেলথ' কার্যক্রমে বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্ত করায় মাননীয় মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া, সম্মেলন শেষে মাননীয় মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি দলের সাথে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন। এসময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি কোভিড মোকাবেলা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বিশ্ব স্বাস্হ্য সংস্থার প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় কমিউনিটি বেইজড মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রদানে দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্হ্য সেবা অবকাঠামো যেমন ১৪০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক, ৪০০০ ফেমিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার, ৫০০ উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসহ অন্যান্য স্বাস্হ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন। তিনি কমিউনিটির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্হ্য সেবা প্রদানের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি, অর্থায়ন ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এসকল বিষয়ে তিনি বিশ্ব স্বাস্হ্য সংস্থার সহায়তা কামনা করেন। তাছাড়া, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রণীত মানসিক স্বাস্হ্য বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও কর্মকৌশলের কথা উলেখ করেন।

এর আগে ১২ অক্টোবর মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৪-সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল রোমে পৌঁছালে ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ শামীম আহসান মন্ত্রীকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানান। মাননীয় মন্ত্রী রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং দূতাবাসের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



আরও জনবল নিতে ব্রুনাইয়ের সুলতানকে

(প্রথম পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

বঙ্গভবন সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতি ব্রুনাইর সুলতানকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সুলতানের প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফর ভ্রাতৃপ্রতিম দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়।

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়লগ পার্টনার স্ট্যাটাস পেতে ব্রুনাই'র সমর্থন প্রত্যাশা করেন। ব্রুনাইতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য সুলতানকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরেও গুরুত্বারোপ করেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়ার জন্য সুলতানকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি এবং আশা প্রকাশ করেন, এই ইস্যুতে ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে দ্রুত প্রত্যাবর্তনে সুলতানের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় ব্রুনাইয়ের সুলতান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠকের পরে সুলতান বঙ্গভবনের দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

এর আগে সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গভবনে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম এবং সচিব (সংযুক্ত) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ব্রুনাইয়ের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানোর আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

এদিকে ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়াহর প্রথম বাংলাদেশ সফর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। এ সময় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার (১৫ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উভয় দেশের অর্থনীতিতে ব্রুনাইয়ে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের প্রশংসা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ব্রুনাইয়ে পেশাদার ও দক্ষ মানবসম্পদসহ প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত আছে বলেও জানান তিনি। এ সময় সুলতান হাসানাল বলকিয়াহ ব্রুনাইয়ে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমী এবং আন্তরিকতার প্রশংসা করেন।

রাজধানী ঢাকার একটি হোলেটে ব্রুনাইয়ের সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আবদুল মোমেনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে শাহ-রিয়ার আলম ব্রুনাইয়ের সুলতানকে জানান, বাংলাদেশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করার জন্য প্রস্তুত এবং বাংলাদেশে ব্রুনাইয়ের বিনিয়োগকে উৎ-সাহিত করেছে।

বাংলাদেশের অসহায় শিক্ষার্থীদের জন্য ১

(শেষের পাতার পর)

মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন অনুষ্ঠানে বার্ষিক তহবিল সংগ্রহ করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনটির চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, স্বেচ্ছাসেবক ও পৃষ্ঠপোষকসহ শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিস্টরা জানান, বিগত ২২ বছর ধরে আমেরিকান দাতব্য সংস্থা দ্য অপ্টিমিস্টস বাংলাদেশের হাজার হাজার স্কুল এবং কলেজগামী শিশুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ২২টি জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ২শ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী অপ্টিমিস্টস মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপটিমিস্ট হাজার হাজার দুস্থ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেছে।

দ্য অপ্টিমিস্টসের এই মানবিক কার্যক্রমের প্রতি সহযোগিতা ও সমর্থন জানাতে এবারের তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী, চাকরিজী-বীসহ দাতারা সমবেত হন। নিউইয়র্কের স্কুল, কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও চিত্রশিল্পীরা তাদের আঁকা ছবি দান করেন অপ্টিমিস্টসকে। অনুষ্ঠানে ছবিগুলো নিলামে তোলা হয়। নিলামে থেকে প্রাপ্ত অর্থ যুক্ত করা হয় শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমে।

বিশিষ্ট উপস্থাপিকা ফাতেমা শাহাব রুমা ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দ্য অপ্টিমিস্টস প্রেসিডেন্ট শাহেদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক মুক্তাদির, সেক্রেটারী জেনারেল নিশাত হকসহ বেশ কয়েকজন অতিথি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী-আমেরিকান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আতাউল করিম মূল্যবান ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অপ্টিমিস্টসের জনকল্যাণমূলক সামগ্রিক কার্যক্রমকে বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নোরা আলী, প্রমোটার ও পাবলিশার সুনীল হালী প্রমুখ।

কাতার বিশ্বকাপে মাঠে বসে মেসির খেলা

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশের টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সেই সোনার হরিণের দেখা পেয়ে গেলেন। প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসির খেলা মাঠে বসে দেখার জন্য তিনি টিকিট কিনে ফেলেছেন। আগামী ২০ নভেম্বর থেকে কাতারে বসবে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর।

আর এই মুহূর্তে সাকিব দল নিয়ে আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে রোববার (১৬ অক্টোবর) থেকে শুরু হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সুপার টুয়েলভে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ ১২ নভেম্বর। এই আসর শেষ করেই নাকি সাকিব কাতারের বিমান ধরবেন। সেখানে তিনি আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকোর ম্যাচটি মাঠে বসে উপভোগ করবেন। কিন্তু সাকিব কিভাবে পেলেন টিকিটের দেখা? বিশ্বের সবগুলো ফুটবল ফেডারেশনকেই অল্প কিছু টিকিট দিয়ে থাকে ফিফা। তেমনি বাফুফে পেয়েছে ২৯০টি টিকিট। এই টিকিটগুলো বিক্রি করা হয় স্থানীয় সাবেক-বর্তমান খেলোয়াড়, ক্লাব, পৃষ্ঠপোষক এবং অন্য খেলার খেলোয়াড়দের মধ্যে। বাফুফে কর্তৃপক্ষের কাছে চারটি টিকিট চেয়েছিলেন সাকিব। কিন্তু তাকে একই ম্যাচের দুটি টিকিট দেওয়া হয়েছে।

ইউক্রেনে কি 'ট্যাকটিক্যাল' পারমাণবিক বোমা হামলা

(প্রথম পাতার পর)

ওয়েপন' বা 'সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র' ব্যবহার করবেন না বলে নিজ ধারণার কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যদিও তাঁর এ ধারণা প্রকাশের আগে পুতিন হুমকি দিয়েছেন, নিজেদের ভূখন্ড (সম্প্রতি রাশিয়ায় যুক্ত করা ইউক্রেনের চার অঞ্চলসহ) রক্ষায় রাশিয়া হাতে থাকা সব অস্ত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। গত ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার আমেরিকান সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনকে এক সাক্ষাৎকার দেন জো বাইডেন। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ভ্লাদিমির পুতিনের সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার হুমকি কতটা বাস্তবসম্মত? জবাবে বাইডেন বলেন, 'আচ্ছা, আমার মনে হয় না, তিনি (পুতিন) এমন কিছু করবেন।'

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইউক্রেনে জিতেছেন বলার মতো কিছু না পেয়ে যদি পুতিনকে এ যুদ্ধ শেষ করতে হয়, তবে রাশিয়ার পরাশক্তির মর্যাদা ধরে রাখার জন্য হলেও ইউক্রেনে মস্কোর পারমাণবিক হামলার ঝুঁকি বাড়বে।

কিন্তু ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে দখল করা কিছু এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে রুশ বাহিনী। তাই পরাজয় এড়াতে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার আশঙ্কা এখনো রয়েছে। সে আশঙ্কা কম হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

স্বাভাবিকভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র, বিশেষ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী, কেনইবা এ নিয়ে এত আলোচনা, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে।

'সুনির্দিষ্ট কৌশলগত' পারমাণবিক অস্ত্র কী

সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে আকার, নির্দিষ্ট দূরত্বে আঘাত হানার সক্ষমতা ও সীমিত দূরত্বে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে এমন অস্ত্রকে সাধারণভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত প্রচলিত বোমার চেয়ে এমন ধরনের পারমাণবিক বোমা আকারে অনেক বড়। এ অস্ত্রের ব্যবহারে বিস্ফোরণস্থল থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটে ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক ক্ষতি হয়। সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করার মতো বোমার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই।

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে দখল করা কিছু এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে রুশ বাহিনী। তাই পরাজয় এড়াতে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার আশঙ্কা এখনো রয়েছে। সেই আশঙ্কা কম হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রকে প্রায়ই 'নন স্ট্র্যাটেজিক ওয়েপনস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়; যা 'স্ট্র্যাটেজিক ওয়েপনস' বা 'কৌশলগত অস্ত্র' থেকে আলাদা।

কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের (অকল্পনীয় ধ্বংসক্ষমতার থার্মোনিউক্লিয়ার/হাইড্রোজেন বোমা) তুলনায় সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র স্বল্প দূরত্বে ব্যবহার করা হয়।

আমেরিকান সামরিক বাহিনীর সংজ্ঞা অনুযায়ী, শত্রু পক্ষের 'লড়াইয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে' নিশানা করে তৈরি করা হয় কৌশলগত অস্ত্র। এ নিশানাগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ত্রের উৎপাদন, অবকাঠামো, পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থাসহ অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু।

বিপরীতে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত অস্ত্র কোনো লড়াইয়ে জেতার লক্ষ্যে অধিকতর ছোট পরিসরে ও তাৎক্ষণিক ফল পেতে ব্যবহার করা হয়। 'ট্যাকটিক্যাল ওয়েপনস' কথাটি সাধারণত এমন সব অস্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেগুলো লক্ষবস্তুতে আঘাত হানার পর বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়তা বেশি দূর পর্যন্ত ছড়াবে না ও তুলনামূলকভাবে কম প্রাণহানি ঘটবে।

ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া বোমা অথবা কামানের গোলায় করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো যায়। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিতে ও বিভিন্ন মহাসাগরে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানায় সক্ষম আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের (আইসিবিএম) তুলনায় এ অস্ত্রের পাল্লা হয় অনেক কম।

আল-জাজিরার প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক অ্যালেক্স গ্যাটোপোলাসের মতে, লড়াইয়ের ময়দানে সামরিক কমান্ডারদের অধিকতর সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উপযোগী করে তৈরি করা হয় সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র। গত শতকের মাঝামাঝি যখন থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা (স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার ওয়েপন) তৈরি ও এর পরীক্ষা চলছিল, তখন সমরবিদেরা ভেবেছিলেন, 'কৌশলগত' পরিস্থিতিতে স্বল্পপাল্লার অস্ত্র বেশি কার্যকর হবে।

কোন কোন দেশের এ অস্ত্র আছে

বিশ্বে পারমাণবিক বোমার অধিকারী দেশগুলোর অনেকেরই সাধারণত স্বল্পপাল্লার বা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ওয়েপন রয়েছে। রাশিয়ার অস্ত্রাগারে এ পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র আছে এক থেকে দুই হাজার। সর্বশেষ গত মার্চে এ হিসাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস (সিআরএস)। বিশ্বের মাত্র ৯টি দেশের হাতে যে প্রায় ১২ হাজার ৭০০টি পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, এর ৯০ শতাংশ রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের।

পারমাণবিক অস্ত্র মজুতের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে রাশিয়া। দেশটির প্রেসিডেন্ট পুতিন অনেকবারই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোকে এ হুমকি দিয়েছেন, রাশিয়ার ওপর হামলা হলে সেটা হবে উসকানিমূলক এবং এ ধরনের যেকোনো হামলার জবাব পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে দিতে বাধ্য হবে রাশিয়া।

পুতিন আরও বলেছেন, ১৯৪৫ সালে জাপানের দুই শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বে এমন বোমা হামলার নজির সৃষ্টি করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আনুমানিক ২৩০টি ট্যাকটিক্যাল বা নন-স্ট্র্যাটেজিক পারমাণবিক বোমা রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০০টিই বি৬১ বোমা। ইউরোপে এগুলো মোতায়েন করা আছে। গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে। পিয়ংইয়ং বলছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্র হামলার লক্ষ্যে এটা তৈরি করেছে তারা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উত্তর কোরিয়া যদি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা শুরু করে, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এমন পারমাণবিক বোমার পরীক্ষাও চালাতে পারে তারা।

ইউক্রেনে কি এ অস্ত্র ব্যবহার করা হবে

পুতিন ইউক্রেনে পারমাণবিক হামলা চালাবেন কি না, বাইডেন তা নিয়ে সম্প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করলেও তিনি এর আগে ব্যাপারটি নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এমনকি ছোট পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারও বিশ্বে যে অস্থিরতা তৈরি করবে, তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সপ্তাহখানেক আগে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি না যে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের সহজ ব্যবহার ও বিশ্বজুড়ে বড় কোনো বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এটা শেষ না হওয়ার মতো কোনো বিষয় আছে।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের একসময়ের অচিন্তনীয় বিষয়ও এখন আশঙ্কা হয়ে দেখা দিচ্ছে। অতিসম্প্রতি ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের মুখে দখলে থাকা কিছু এলাকা থেকে রুশ বাহিনী পিছু হটায় বাড়ছে সে আশঙ্কা। ১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে এমন অস্ত্রের ব্যবহারের কথা ভাবেননি সমরবিদেরা।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইউক্রেনে জিতেছেন বলার মতো কিছু না পেয়ে যদি পুতিনকে এ যুদ্ধ শেষ করতে হয়, তবে রাশিয়ার পরাশক্তির মর্যাদা ধরে রাখার জন্য হলেও ইউক্রেনে মস্কোর পারমাণবিক হামলার ঝুঁকি বাড়বে।

বন্ধ করে ইসি কোনো চাপ

(প্রথম পাতার পর)

আমাদের কাজ করছি।'

জেলা পরিষদ নির্বাচনে একই চিত্র দেখতে পেলে ইসি কী করবে- এমন প্রশ্নের জবাবে হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'আগাম কিছু বলতে পারছি না। আর এটা একটা ভিন্ন ধরনের নির্বাচন। এখানে নির্বাচকমন্ডলী ভোট দেবেন।'

সিইসি বলেন, 'সিসিটিভির প্রচলনটা সাম্প্রতিক। আমরা এর আগে দুটি করেছি। আর এটা নিঃসন্দেহে একটা অগ্রগতি। ভোটাররা যাতে ভোট দিতে পারেন, তা আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করি। এটা একটা ভালো উদ্যোগ।'

জাতীয় নির্বাচনে সিসিটিভির ব্যবহারসংক্রান্ত প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর বলেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে আমরা সিসিটিভি স্থাপন করে পর্যবেক্ষণ করছি। আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলছি। জাতীয় নির্বাচনে ৪২ হাজার কেন্দ্র ও ৪ লাখ বুথ থাকে। সেটা মনিটর করা সম্ভব। এটা আমাদের অনেক বড় আকারে করতে হবে। অনেক লোক নিয়োগ দিতে হবে। তখন মনিটরে আমরা পাঁচজন নয়, আরও অনেক লোক থাকবে। আমাদের সচিবালয়ের কর্মকর্তারা আছেন। তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁরা সবাই মিলে মনিটর করবেন।'

মো. আলমগীর আরও বলেন, জেলা পরিষদ নির্বাচনের সব কেন্দ্র ও কক্ষে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচনের মতো একইভাবে ভোট মনিটর করা হবে।

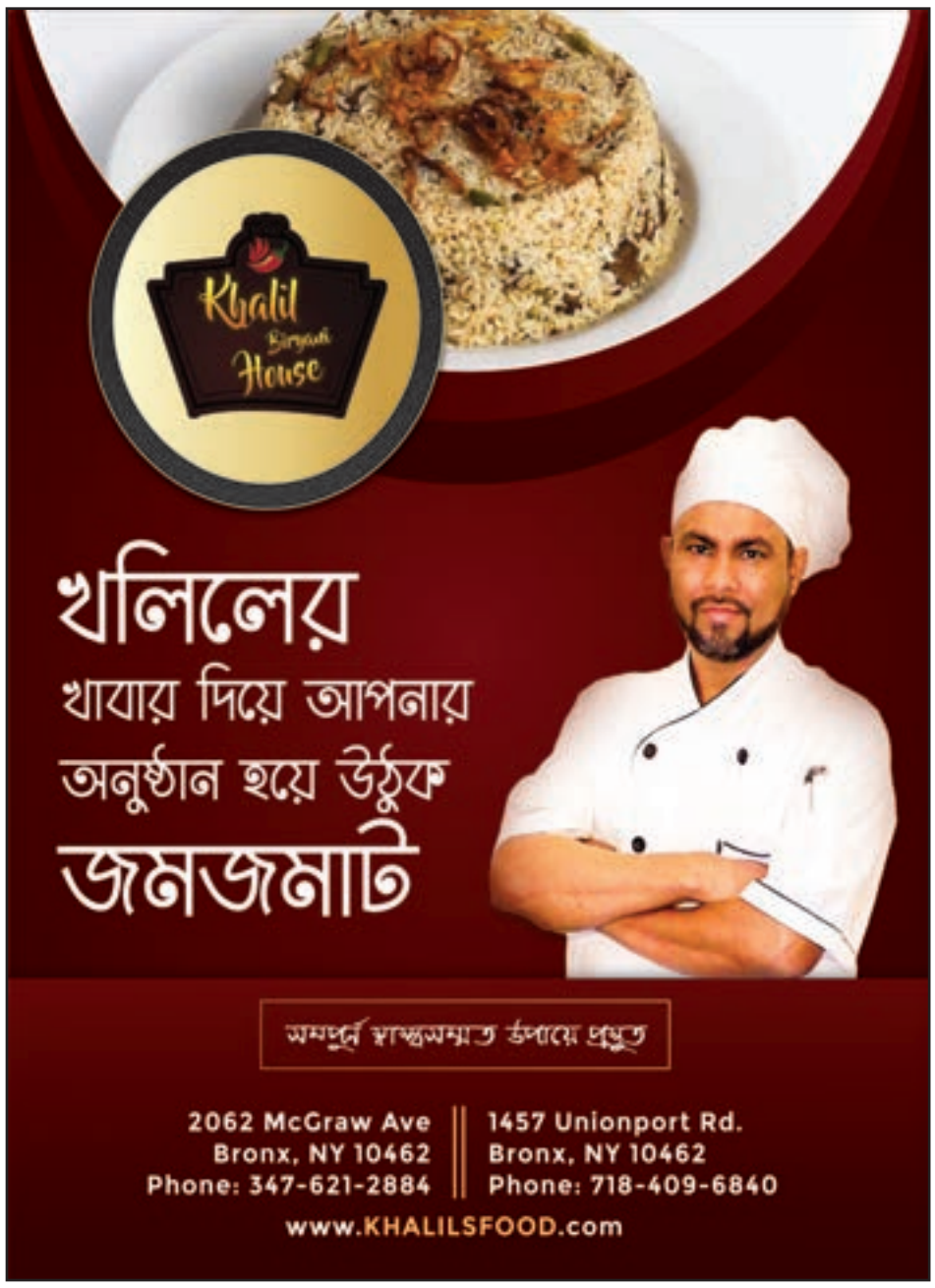
উল্লেখ্য, গত ১২ অক্টোবর গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনে উপনির্বাচন ছিল। এদিন সকালে ভোট গ্রহণ শুরুর পর থেকেই অনিয়মের কারণে একের পর এক কেন্দ্রের ভোট বাতিল করতে থাকে ইসি। দুপুর নাগাদ এক-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রের ভোট বাতিল করা হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে বেলা আড়াইটার দিকে পুরো ভোট গ্রহণই বন্ধ ঘোষণা করে ইসি।

সৌদির কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে পারেন

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। তাই সৌদি আরবের কাছে নতুন করে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে পারেন বাইডেন প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের এক সিনেটর এ তথ্য জানিয়েছেন। সিনেটের ফরেন রিলেশন্স অ্যান্ড এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটির সদস্য সেন ক্রিস কুনস বলেন, বাইডেন প্রশাসনের পাশাপাশি সিনেটও সৌদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশটির কাছে নতুন করে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করা। আনাদোলু এজেন্সি। তেল উৎপাদন কমানোয় সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ উপেক্ষা করে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ায় রিয়াদকে এর 'পরিণ-তি' ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর এ ঘোষণার একদিন আগেই প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর বব মেন্ডেজ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রিসহ সব ধরনের সহযোগিতা তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করতে হবে। মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জো বাইডেন বলেন, সৌদি আরব যেভাবে তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার জন্য অবশ্যই 'পরিণতি' ভোগ করতে হবে। তবে রিয়াদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে সে বিষয়ে কিছু বলেননি প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

সম্প্রতি এক বৈঠকে জ্বালানি তেলের উৎপাদন দৈনিক রেকর্ড দুই লাখ ব্যারেল কমানোর ঘোষণা দিয়েছে রফতানিকারক দেশগুলোর জোট ওপেক ও এর মিত্ররা (একসাথে বলা হয় ওপেক প্লাস)। তাদের এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক ক্ষোভের পাশাপাশি উদ্বেগ তৈরি করেছে।





ভোট

আপনার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

২০২২ সালের নভেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন

আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েব সাইট দেখুন অথবা কল করুন
findmypollsite.vote.nyc
866-VOTE-NYC

শনিবার	২৯ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৩০ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
সোমবার	৩১ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	১ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বুধবার	২ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার	৩ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
শুক্রবার	৪ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
শনিবার	৫ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৬ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	৮ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

নির্বাচনের দিন

অগ্রিম ভোট গ্রহন করা হবে
২৯ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে
৮ নভেম্বর

VOTE NYC
Board of Elections
City of New York



নিউইয়র্ক সফরকালে হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে অন্যান্যদের মাঝে ড. নূরুন নবী (সর্ব বায়ে)। ছবি সংগৃহীত

বাংলাদেশ ও ভারতে গবেষণার জন্য তাকিকাভুক্ত

(শেষের পাতার পর)

কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগে।

এটি সেই সময়ের কথা, যখন বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নতুন এক নূরুন নবীর জন্ম দেয়। সেই সময়ে তিনি সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে হয়ে উঠেন একজন অসাধারণ, সাহসী এবং বিচক্ষণ মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ৩ বার ভারতে গিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও রনকৌশল, বিশেষ করে টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের অবগত করেন। সেই সময় নৌ-পথে ভারত থেকে বিপুল পরিমান অস্ত্র ও গোলা বারুদ এনে টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন, যা পাকিস্তানীদের পরাজিত করতে এবং ঢাকাকে শত্রুমুক্ত করতে বিশেষ অবদান রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ছিলেন কাদেরীয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর (বীর উত্তম)-এর অত্যন্ত কাছের মানুষ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডা. নূরুন নবী গবেষনার জন্য জাপানে যান।

১৯৭৫ সালে গবেষণা শেষে জাপান থেকে বাংলাদেশে তাঁর ফিরে আসার কথা ছিলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেননি। তাই জাপান থেকে আমেরিকায় চলে যান। এরপর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং অধ্যবসায়ের ফলে আমেরিকায় একজন বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোলগেট টুথপেষ্টসহ প্রায় ১০০টি পণ্যের পেটেন্ট আবিস্কারক।

এর পাশাপাশি তিনি আমেরিকার মূল ধারার রাজনীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। যুদ্ধ ও জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য লেখেন বই। যা মূলত বাংলা ভাষায় লেখা। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশী ও আমেরিকানদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে ড. নূরুন নবীর বেশ কয়েকটি বই। যা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ এবং আমেরিকা থেকে। কিছুদিন আগে ডা. নূরুন নবীর লেখা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইগুলো পাঠ ও গবেষণার জন্য নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে। এর আগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষণার জন্য ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে এই বাংলাদেশি লেখক ও বিজ্ঞানীর লেখা দুটি বই। প্রায় ৩শ' বছরের পুরনো এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরী। ডা. নূরুন নবীর লেখা 'বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের যুদ্ধাপরাধ ও প্রেসিডেন্ট নিক্সন-ড. কিসিঞ্জারের দায়' এবং 'মুক্তিযুদ্ধে ভারত' বই দুটি গবেষণার জন্য নির্বাচিত হয়েছে ভারতের ন্যশনাল লাইব্রেরীতে।

লেখক তার যুদ্ধ জীবনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন বই দুটিতে। মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে লেখক ড. নূরুন নবীর এ পর্যন্ত ১৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধ, জন্ম ঝড়ের বাংলাদেশ, বাংলাদেশে পাকিস্তানের যুদ্ধাপরাধ ও প্রেসিডেন্ট নিক্সন- ড. কিসিঞ্জারের দায়, জাপানীদের চোখে বাঙালী বীর, স্মৃতিময় নিপ্পন, আমার একাত্তর, জন্মেছি এই বাংলায়, আমেরিকায় জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি, শামসুর রাহমান-স্বাধীনতার কবি, অন্তরঙ্গ আলোচনায় বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও বিশ্ববন্ধু, Born in Bangla, Bangabandhu and Turbulet Bangladesh, BULLETS of '71 A Freedom Fighter's Story.

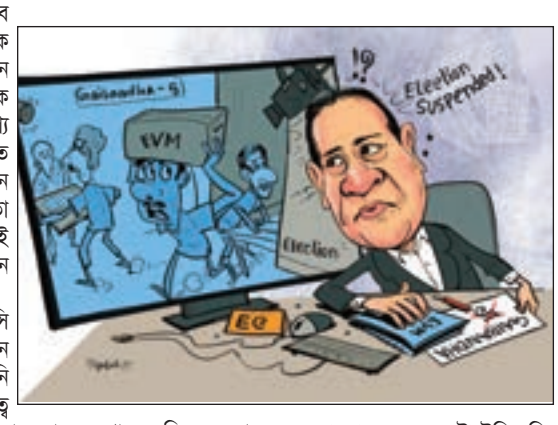
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২০ সালে তাকে একুশে পদক পেয়েছেন ড. নূরুন নবী।

যুদ্ধের সময় ভারতের আর্মি অফিসারদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সান্ত সিং, মেজর জেনারেল গিল এবং লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাসহ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন। ১৯৭২ সালে ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে তাকে 'দ্য ব্রেইন অব কাদেরিয়া বাহিনী' বলে উল্লেখ করেছিল। সম্প্রতি আনুষা নন্দকুমার এবং সন্দীপ স্যাকেটের লেখা- The War that Made R&AW বইটির একটি অধ্যায়ে- ড. নূরুন নবীর বীরত্ব, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের আগের ১০ দিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

কি হবে তাহলে আখেরে

(শেষের পাতার পর)

কেন তা এক রহস্যই বৈকি! চলছে চুলচেরা বিশ্লেষন। কারন এমন ঘটনা নজীরবিহিন। জাল ভোট হয়েছে কেন্দ্র দখল হয়েছে কোন কোন কেন্দ্রে ভোটগ্রহন স্থগিত হয়েছে, কিন্তু পুরো নির্বাচনই বন্ধ- স্বাধীন বাংলাদেশে সম্ভবত: এই প্রথম। কেউ বলছেন নাটক। সরকারি দলের কেউ কেউ ঘোর কাটিয়ে উঠতে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যেন তারা ধরেই নিয়েছিলেন ছিছি নুরুল হুদা যেভাবে সরকারি প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করতেন এনারাও একই পদাংক অনুসরন করবেন। অবশ্য কাল একজনকে বলতে শুনলাম এতে নাকি নির্বাচন কমিশনের নিরুপেক্ষতা প্রমান হয়েছে। এই কমিশনই স্বচ্ছ নির্বাচন করতে সক্ষম।



আমার কাছে কিন্তু সিইসি ভদ্রলোককে একজন ভদ্রলোকই মনে হয়। উনি উনার সাংবিধানিক দায়িত্ব জানেন, কি করতে সরকার তাকে ওখানে বসিয়েছে তাও বোঝেন। আবার হালের বাতাসও টের পাচ্ছেন। তিন চাপে উনার অবস্থা চিড়াচ্যাপ্টার মত। তার ওপর মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তা বা ডিসি এসপিদের সেদিনের থোড়াই কেয়ারভাব পছন্দ হয় নি। হয়তো ভদ্রলোক তাদেরকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আবার এই এ্যাকশন দিয়ে এক ঢিলে তিন পাখি মারার একটা উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। সরকারকে বুঝিয়েছেন ছিছি হুদার কাজ তাকে দিয়ে হবে না, বিরোধী দলগুলোর কাছে নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা প্রমানের চেষ্টা, হতে পারে কনসার্নড আন্তর্জাতিক মহলকে বার্তা দেয়ার চেষ্টা যে, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তারা যথেষ্ঠ আন্তরিক।

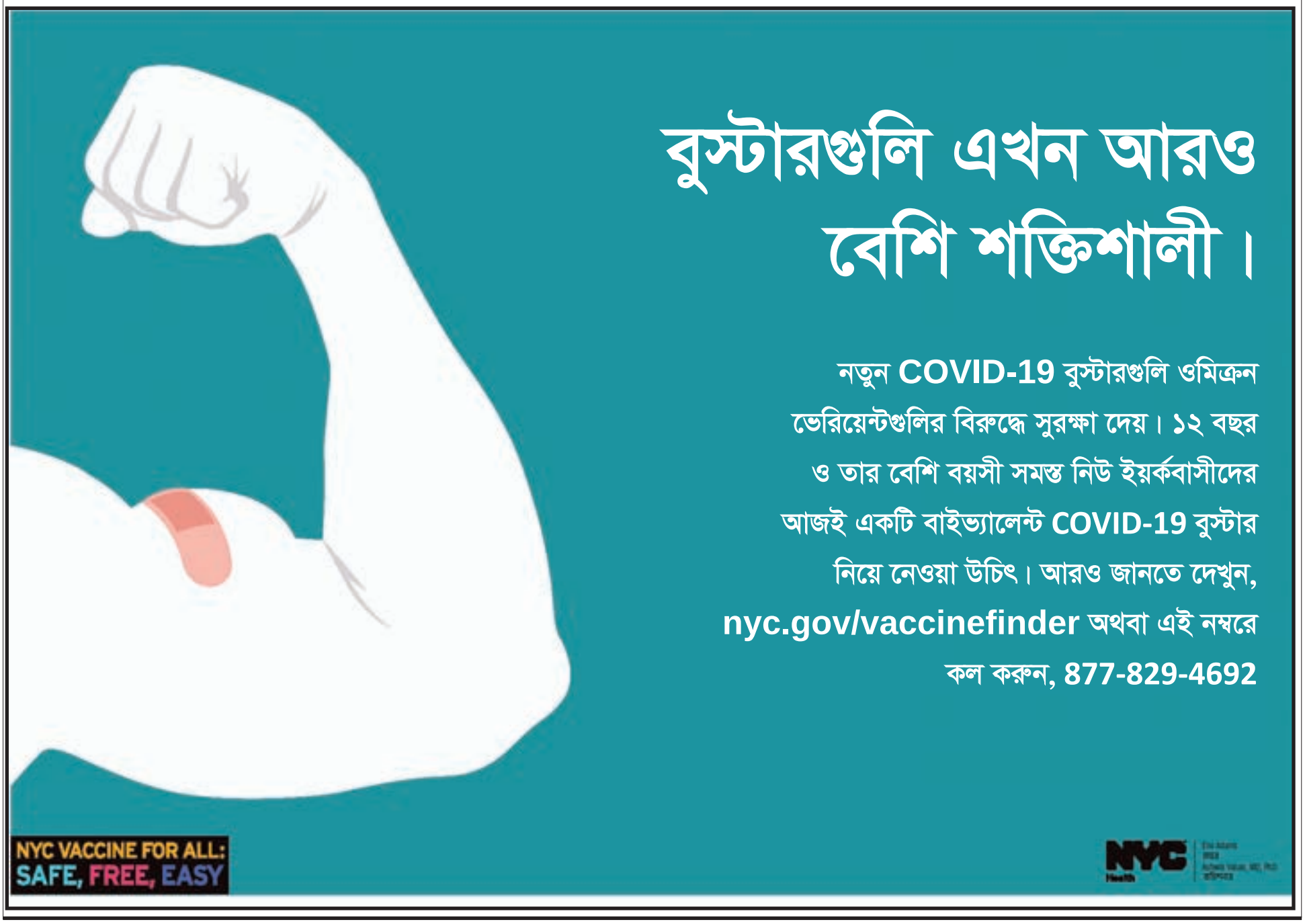
তবে একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই ঘটনায় সরকারি মহল হতভম্ব। কিভাবে নেবেন এখনই বোঝা যাচ্ছে না। আজ অবশ্য এক মন্ত্রী কিছু কাগজ ক্যামেরার সামনে ধরে বলেছেন ভোট সুষ্ঠু হয়েছে। ওদিকে গাইবান্ধার এসপি বলেছেন নির্বাচনে কোন অনিয়ম বিশৃংখলার খবর তিনি জানেন না। ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে ১৪৫কেন্দ্রের ৯৮টির প্রিজাইডিং অফিসাররা ভিন্ন ভিন্ন চিঠিতে রিটার্নিং অফিসার বা ডিসিকে লিখেছেন তাদের কেন্দ্রে কোন অনিয়ম গোলযোগ হয় নাই। ডিসি মহোদয় সেসব চিঠি রি-সিভও করে রেখেছেন। এটাও একটা নজীরবিহীন ঘটনা। নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত হয়। সে হিসেবে ডিসি এসপি বা প্রিজাইডিং অফিসার সবাই নির্বাচন কমিশনের কথাই শুনতে বাধ্য। কমিশন বলছে অনিয়ম হয়েছে তার অধীনস্থ প্রশাসন যদি বলে সুষ্ঠু হয়েছে- বিষয়টা কেমন হয়ে দাঁড়ায়!

বোঝাই যাচ্ছে পানি ঘোলা করার একটা জোর চেষ্টা চলছে। কাল বেসরকারি মালিকানাধীন সরকারি টিভি চ্যানেল একাত্তুরের এক টক শো'তে দেখলাম উপস্থাপিকা গলদঘর্ম হচ্ছেন প্রমান করতে যে সুন্দর নির্বাচনটা বন্ধ করে দিয়ে নির্বাচন কমিশন শুধু ভুল না একটা মহা অন্যায় করে ফেলেছে। জনৈক সরকারি সাংবাদিক বারবার বলছিলেন স্থগিতের কারন হিসেবে কমিশন যে অধিকাংশ কেন্দ্রে অনিয়মের যুক্তি দিয়েছে, ৯৮টি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসাররা সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বাক্ষ্য দিলে কমিশনের সে যুক্তি টেকে কি করে। এসব তৎ-পরতায় মনে হয় সরকারের একটি মহল নির্বাচন কমিশনকে বেকায়দায় ফেলে একটা উচিত শিক্ষা দিতে জোট বেধেছে।

কি হবে তাহলে আখেরে! সাত দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট আসবে। এদিকে ডিসি সাহেব ৯৮টা কেন্দ্রের রিপোর্ট হাতে নিয়ে বসে আছেন। এসপির বয়ানও বাজারে। ওদিকে অনেক কেন্দ্রের সিসিটিভির ফুটেজ নাকি গায়েব। তাহলে কিভাবে প্রমান হবে অধিকাংশ কেন্দ্রে অনিয়ম জাল-জালিয়াতি হয়েছে! কমিশন কিভাবে তাদের এ্যাকশন জাস্টিফাই করবেন! যদি করতে না পারেন কি হবে তাদের অবস্থা! থুক্কু বলার তো অবকাশ নাই। ব্যর্থতা অযোগ্যতার দায়ে নিজেরা পদত্যাগ করবেন, না 'অর্পিত দায়িত্ব' ঠিকমত পালন করতে না পারার দায়ে বরখাস্ত হবেন, নাকি বিচারপতি সিনহার মত ডায়রিয়া আমাশয় নিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হবেন!

রঙ্গে ভরা বঙ্গ দেশ, কত রঙ্গ দেখার বাকি!

ছবি সৌজন্য: ডেইলি স্টার।



অগ্রিম ভোট প্রদান
29 অক্টোবর – 6 নভেম্বর

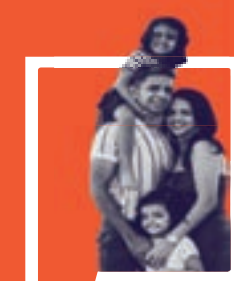
নির্বাচনের দিন
8 নভেম্বর

NYC VOTES



চাকরী

জননিরাপত্তা



আগামীকে বদলে দিন



বর্ণবৈষম্যের ন্যায়বিচার

৪ নভেম্বর ভোট দিন

অর্থনীতি

প্রজননগত অধিকার

আগ্নেয়াস্ত্র আইন

nycvotes.org এ আরো জানুন



টিকাকরণ করানো যে শুধু আপনাকে সুরক্ষিত রাখে তাই নয়, বরং এটি আপনাকে এমন মানুষের মধ্যে ফ্লু ছড়ানো থেকেও আটকায় যারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন – তার মধ্যে রয়েছেন গর্ভবতী মহিলা, কমবয়সী শিশু, 65 বছর ও তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্করা এবং দুরারোগ্য রোগব্যাধি থাকা মানুষজন।

আরও তথ্যের জন্য, 311 নম্বরে কল করুন বা এই সাইটে যান nyc.gov/flu।

NYC Health

Eric Adams
মেয়র

Ashwin Vasan, MD, PhD
কমিশনার



পূজা চেরির বিষয় নিয়ে শাকিব খানের স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়ক শাকিব খানের সঙ্গে চিত্রনায়িকা পূজা চেরির গোপন প্রেম চলছে- এমন খবর বেশ কয়েক দিন ধরেই মিডিয়াপাড়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি গুঞ্জন রটেছে, তারা নাকি বিয়েও করেছেন। বিয়ের জন্য পূজা ধর্ম পরিবর্তনও করেছেন। এরই মধ্যে পূজা চেরির আমেরিকার ভিসা পাওয়ার বিষয়টি গুঞ্জনে ঘি ঢালে।

চলতি মাসের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রে ৫ বছরের ভিসা পেয়েছেন এই অভিনেত্রী। ভিসা পাওয়ার পর বেশ উচ্ছ্বাস দেখা যায় এই নায়িকার চোখেমুখে। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল, যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন না পূজা। এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে শাকিবকে জড়িয়ে গুঞ্জন। কারণ যে অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সুদূর আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পূজা, সেই অনুষ্ঠানেই থাকার কথা ছিল শাকিব খানের।

এবার সিনেপাড়ার নতুন গুঞ্জন, শাকিব খান যাচ্ছেন না, এ কারণেই নাকি পূজাও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন না। এতসব আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর পূজা চেরির বিষয় নিয়ে শাকিব খান নিজের ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাস দেন।

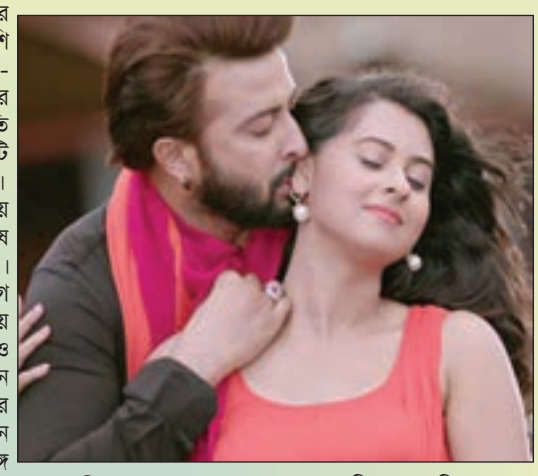
শাকিব খান লেখেন, 'অনেক হয়েছে ভিউ বাণিজ্য। ভিউ আর হিটের আশায় যারা অন্যের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এত বাজে ও মিথ্যা তথ্য ছড়াতে পারে, তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশের আইনই যথেষ্ট। কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেইজ ভিউর আশায় মিথ্যা কনটেন্ট প্রচার করে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। একটার পর একটা ইস্যু ক্রিয়েট করে যাচ্ছে।'

স্ট্যাটাসে তিনি আরও বলেন, 'এখন আবার পূজা চেরির নাম আনা হয়েছে। সে তার পেশাগত জায়গা থেকে আমার সঙ্গে কাজ করছে, এটাই কী তার অপরাধ? কাজের বাইরে তো তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। তাহলে কেন এত মিথ্যা বিষয় ছড়ানো হচ্ছে?'

শাকিব খান বলেন, 'এসব যারা করছে সেই সব নোংরা মানসিকতার কিছু মানুষের কাছে আমার দাবি, আমাকে নিয়ে ছড়ানো মিথ্যা বিষয়গুলোর প্রমাণ তাদের কাছে আছে? আমি দেখতে চাই কোথায় কিসের প্রমাণ? আর এসব ভুয়া বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে গত কয়েক দিন ধরে বেশকিছু নিউজ পোর্টাল সত্যতা নিশ্চিত না করে কোনো ধরনের স্টেটমেন্ট ছাড়াই আমার নামে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে; যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। যারা এসব মিথ্যা নোংরামি ছড়াচ্ছে তাদের তালিকা করা হচ্ছে। কঠোরভাবে জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমার আইনজীবী দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।'

বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এখন কেন বিয়ের বিষয়টি সামনে আনব: বুবলী

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা শবনম বুবলী নিপুণ অভিনয় ও গ্লামার দিয়ে দর্শক হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তার অভিনীত ছবিগুলো প্রশংসিত হচ্ছে। সেলিব্রিটি বুবলীর পেশাদারিত্বের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন নিয়ে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের আগ্রহের কমতি নেই। সম্প্রতি তার জীবনে বড় একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। এতদিন ধরে যেটি নিয়ে কানাঘোষা সেটিই শেষ পর্যন্ত সত্যি প্রমাণ হলো। কয়েক দিন আগে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শাকিবের সঙ্গে বিয়ে ও সন্তানের বিষয়টি সামনে আনেন এ নায়িকা। এর পর আরও একটা গুঞ্জন উঠে যে, শাকিবের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না বুবলীর। দুজনের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। ৮ মাস আগেই শাকিবের সঙ্গে নাকি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বুবলীর।



এ বিষয়ে বুবলী মুখ খুলেছেন।ভক্তদের সত্যিটা জানিয়ে দিয়েছেন। বুবলীর ভাষ্য– এ ধরনের গুজবের খবর খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হচ্ছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। দেখুন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হলে এখন কেন আমরা আমাদের বিয়ে আর সন্তানের বিষয়টি সামনে আনব? তা হলে তো আট মাস আগেই আনতাম। আসলে কে বা কারা এ ধরনের ভিত্তিহীন গুজব ছড়াচ্ছেন তা বোধগম্য নয়। আমাদের সন্তানের বিষয়টি সামনে আনার পর থেকে নানা ভিত্তিহীন গুজব অনেকে সামনে এনে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে চাইছেন যা আসলে ঠিক নয়। আমরা বিয়ে করেছি, সন্তান পৃথিবীতে এসেছে সুন্দর একটি পরিবারের জন্য। সুন্দরভাবে সংসার করার জন্য, বিচ্ছেদের জন্য নয়। কাজেই এ ধরনের খবরের কোনো ভিত্তি নেই।



ছেলের বিয়ের বয়স নিয়ে আসিফের স্ট্যাটাস ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক: চলতি অক্টোবরের ৩ তারিখে বড় ছেলে শাফকাত আসিফ রণ'র বিয়ে দিয়েছেন কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। জমকালো এক আয়োজনে মহাধুমধামে হয়ে সেই বিয়ে। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন রুনা লায়লা, কনকচাঁপা, কুমার বিশ্বজিৎ, কবির বকুল, শওকত আলী ইমন, কণা, সালমাদের মতো জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনেক সেলিব্রেটিরা।

বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছু ছবি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে পোস্টও করেন আসিফ। যেখান ছেলে রণ ও পুত্রবধূ ঈশিতার ছবি রয়েছে। ছবিগুলো পোস্টের পর মন্তব্যের তলায় অনেকের রণ'র বয়স নিয়ে প্রশ্ন তুলেন।

বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা পাঠ চুকিয়ে এবার সেই প্রসঙ্গ টেনে দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিলেন আসিফ। সন্তানের বিয়ের বয়স বিষয়ে অভিভাবকদেরকে 'ফ্রি টিপস' দিলেন বাংলা গানের যুবরাজ। যেখানে ২৬ বছর বয়সের আগেই সন্তানকে বিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আসিফের সেই স্ট্যাটাস তার সম্প্রতি দেওয়া আর সবগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে অনেকদূর।

পোস্টের পর ১১ ঘণ্টার মধ্যে তাতে ১ লাখ ৪৭ হাজারের বেশি রি-অ্যাক্ট জমা পড়েছে। সাড়ে ৬ হাজারের কাছাকাছি শেয়ার হয়েছে। ১৩ হাজারের বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত। বোঝাই যাচ্ছে আসিফের এই পোস্ট বেশ সাড়া ফেলেছে নেটমাধ্যমে।

আসিফ তার ভাইরাল সেই ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'আমি বিয়ে করেছি উনিশ বছর তিন মাস বয়সে। বলা যায়, বেগমের ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সেই প্রেশার কুকার গিলে ফেলা। জীবনের বাঁকে বাঁকে ঠোক্কর খেয়েও আমাদের সংসার টিকে আছে এবং কলেবর বাড়ছেই। আলহামদুলিল্লাহ। আমার দুই ছেলের বয়স বাইশ হওয়া মাত্রই তাদের পিছনে আঠার মতো লেগে আছি বিয়ে করানোর জন্য। তাই রণ'র সম্মতি পাওয়া মাত্রই আর কালক্ষেপণ করিনি। ছাব্বিশ বছরে আমাদের রণ এখন গর্বিত বিবাহিত পুরুষ।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'জীবনকে খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। পড়াশোনা শেষ, তারপর চাকরি পেলে ছেলের বিয়ে দেয়া মার্কা ফর্মূলায় আমি নেই। গ্র্যাজুয়েশনের পরপরই বিয়ে দেয়াটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়। এর একটু আগেও হতে পারে, তবে কোনোভাবেই ছাব্বিশের পরে যাওয়া উচিত না। নতুন মুখ এলে এমনিতেই পরিবারে আনন্দ আসে, একঘেয়েমী কেটে যায়। ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলে নিজের জায়গায় চলে যাবে, তার আগেই জীবনের যতটুকু নির্যাস নেয়া যায় সেটাই আনন্দ। দায়িত্বশীলতা আসে সন্তানের চিন্তাজগতে। পরিবার থেকে পাওয়া সহযোগিতাগুলো সে মনে রাখে, নিজের ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও পরিবারের সদস্যদের আগলে রাখার চেষ্টা করে।'

'ও প্রিয়া'খ্যাত গায়কের ভাষ্য, 'সন্তানকে পারফেক্ট সময়ে বিয়ে করানো অভিভাবকদের দায়িত্ব। অজুহাত বাদ দিয়ে সাহস করে এগিয়ে এলে উপায়ও বেরিয়ে আসবে। যে ঝুঁকি নেয় না তার সুখী হওয়ারও কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। জীবনটা উপভোগের, ক্যালকুলেটর নয়। সংসারে বউ আসলে সময়গুলো রঙ্গীন হয়, মানিয়ে নেয়ার জন্য সময় পাওয়া যায়। আমি বাল্যবিয়ে করলেও রণ'র বিয়ে পারফেক্ট সময়েই হয়েছে, আর দু'টো বছর আগে হলে আরও ভালো হতো। সন্তানদের ঘরমুখী এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হিসেবে তৈরী করতে সঠিক সময়ে বিয়ে করানো আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের বিয়ে নিয়ে এখনো ইতস্ততবোধে আছেন যারা, তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন। আমি একজন সফল সংসারী মানুষ, সেই এঙ্গেল থেকে ফ্রি টিপস দিলাম। স্মার্ট গার্ডিয়ান হউন, সঠিক কাজটি করুন।'



জন্মদিনে বলিউড সুপারস্টারকে সঙ্গে নিয়ে যে বার্তা দিলেন পূজা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড নায়িকা পূজা হেগড়ের জীবনে বিশেষ দিন ছিল ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। কর্মব্যস্ততার কারণে ৩২তম জন্মদিন ঘিরে নিজের কোনো আয়োজন ছিল না। কিছু সময়ের জন্য ব্যস্ততাকে ছুটি দিয়ে শুটিং সেটেই কেক কাটলেন পূজা। সেখানে চমক ছিল। বলিউড ভাইজানখ্যাত সালমান খানকে সঙ্গে নিয়ে কেক কেটেছেন। ছবির শুটিং চলছে, ছবির নাম 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান'। কেক খাওয়ালেন সালমানকে।

বৃহস্পতিবার সালমান খানকে নিজ হাতে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন পূজা। কেকে ছোট্ট কামড় বসিয়ে পূজাকে জড়িয়ে ধরলেন ভাইজান। 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবির সেট থেকে সেই দৃশ্য ভাইরাল হলো। ভিডিও দেখে জল্পনা, তবে কি সালমানে মজলেন পূজাও? জন্মদিনে পরিবারের সঙ্গে না থেকে এখানেই পড়ে আছেন?

পূজার ইচ্ছা ছিল এমনটিই। সালমানসহ পুরো টিমের সঙ্গে তার বিশেষ দিনটি ভাগ করে নেবেন, এর চেয়ে খুশির আর কী হতে পারে! পাশাপাশি রাখা তিনটা চকলেট কেক কাটলেন অভিনেত্রী।

পূজা বলেন, আমি মনে করি– নতুন বছরে পা রাখার সময় আরও নতুন কিছু করা উচিত, যা ভালোবাসি সেটিই করছি, শুটিং। তার ওপর সেটে জন্মদিন পালনের মজা আলাদা।

সালমান জানিয়েছেন, তার নতুন ছবি অ্যাকশন, কমেডি এবং রোম্যান্সে ভরপুর।

মজার বিষয় হলো– এ শিরোনামটি সালমানের আরও একটি ছবি 'কভি ইদ কভি দিওয়ালি'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। যার শ্যুটিং এখনো চলছে। অনেকে মনে করছেন, সেই ছবিরই নাম বদলে 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' রাখা হয়েছে। তবে নির্মাতারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনো ঘোষণা করেননি।

লংআইল্যান্ডে বাংলাদেশি মালিকানাধীন
সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

উদ্বোধন উপলক্ষে রয়েছে বিশাল ছাড়!

Island Fresh SUPERMARKET

ISLAND FRESH SUPERMARKET

241-11 Linden Blvd, Elmont

516 285 9000

প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা

আনলিমিটেড পার্কিং এর সুব্যবস্থা

শুভ উদ্বোধন

১৪ অক্টোবর, ২০২২ ইংরেজি, শুক্রবার বিকাল ৩টা

সম্মানিত সুধি,
শুভেচ্ছা

আগামী ১৪ অক্টোবর ২০২২ ইংরেজি, শুক্রবার
বিকাল ৩টায় আমাদের সুপার মার্কেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

আপনি সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে
কামরুজ্জামান কামরুল
718 971 4769
মনসুর এ চৌধুরী
917 662 0910

বাংলাদেশি, এশিয়ান ও আমেরিকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিশাল সমাহার

নিউইয়র্কের সুপার মার্কেটের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট।

সাহিত্য সাময়িকী

আমি চাই মেঘমালা পরিবৃত বর্ণিল আকাশ

বিমল গুহ

মানুষের শুভবোধ মন থেকে ধীরে ধীরে পেয়ে গেছে লোপ
বোধহীন দরিদ্র ও স্বার্থপর হয়েছে সমাজ দিনদিন;
হিংস্রতাও পেয়ে গেছে ঠাঁই এই মানব-সমাজে ।
সমাজ কি মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়
মানুষের বিবেচনাবোধ ধ্যানজ্ঞান দূষিত-ক্লীব-জড়-মানবতাহীন!

শিক্ষার এত যে প্রসার খুব কি এগিয়েছে আমার সমাজ
তবে কি বিশাল ক্ষত রয়েছে কোথাও?
–আমরা বিজ্ঞান পড়ি, দর্শন পড়ি না;
দর্শনহীন বিজ্ঞান অকল্যাণ ডেকে আনে মানব-সমাজে সহসাই ।
আমরা প্রকৃতি পড়ি, কবিতা পড়ি না;
কাব্যবোধ ব্যতীত প্রকৃতিজ্ঞান মানুষের শুভবোধ জাগাতে পারে না ।
আমরা আকাশ পড়ি তারাদের ইতিহাস পড়ি, শিল্প পড়ি না;
শিল্পজ্ঞান ব্যতীত আকাশ-পাঠ চিন্তার বিকাশ আনে না ।
আমরা সুরের তালে দুলে উঠি, সংগীতের রাগিনী বুঝি না;
সংগীতের মর্মবাণী সুরের লহরী হয়ে হৃদয় না ছুঁলে
মনের কর্কশ-রূপ মুছবে না, মুছবে না কোনোকালে ।
আমি চাই শিল্পবোধসম্পন্ন সমাজ
আমি চাই মেঘমালা পরিবৃত বর্ণিল আমার আকাশ ।

হংসমিথুন থৈ থৈ

দ্বীপ সরকার

চারদিক রঙের বিভব আলপথে ঘাস
চিকচিকে দানা দানা আকাশ
চলছি কাঁধে ব্যাগভর্তি ব্যাঙের আলোচনা নিয়ে

থকথকে বর্ষার মেঘ ছিরিছাদে বৃষ্টির লুণ্ঠন
কেউ একজন জিজ্ঞেস করলে আমি
নিজেকে বর্ষা বলে পরিচয় দেই আর তখনি
ছাতা মেলে ধরলে আমি ছাতাবন্দি হলাম
কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে নামে ব্যাঙের আলোচনাসমগ্র

এবার কথোপকথন
এতদিন বৃষ্টি ছিলোনা বলে ব্যাঙ নাই মাঠে পুকুর
পুসকিনিতে নেই তাদের সমূহ জলকেলি । বৃষ্টি থেমে
গেলে তল্লাট ছেড়ে আমিও ছন্নছাড়া মেঘ রেশমি আলোয়
উড়ছি । বাগানে বাগানে ফুলকলিদের হংসমিথুন থৈ থৈ ।

ওঁ শান্তি

খসরু পারভেজ

কান্তি সম্মেলন উদ্বোধন শেষে
রঙিন বেলুনগুলো অনেক উপরে উঠে যায়
আর পায়রাটি উড়ে এসে বসে শান্তি কুটিরের ছাদে
রাগী সূর্য তখন মধ্যাসহ্নের কাছাকাছি
সূর্যের আক্রোশে পুড়ে যায় পায়রার পা

অতঃপর বৃক্ষের ছায়ায় এসে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে সে
কারণ সে জানে, খাঁচাই তার আসন্ন ঠিকানা

পায়রাটি এখন ভীষণ একা
তার সঙ্গীটি খাদ্য হয়ে পৌঁছে গেছে লাঞ্চের টেবিলে
কেননা, পায়রার ফ্রাই উদ্বোধকের পছন্দ খুব

সম্বোধন

জহুরুল ইসলাম

বৃক্ষের বাণী এসে সামনে দাঁড়ায়-
হৃদয় তখন শান্ত জলের মতো,
সবুজ ঘাসের মতোন ।
শুধু জল পতনের শব্দ শুনি ।

রাজপথ থমকে দাঁড়ায়-অমৃত স্বাদে,
সব পাখি ফিরে আসে ।
একটা মোরগ ডাকা ভোর জেগে ওঠে.....

শেষ গল্প

সোহেল মাহবুব

নদী দৌড়ে গিয়ে চুমে সাগরের ঠোঁট
মাথা হেলিয়ে আকাশ চুমে মাটি
তাতে কি তাদের ঠোঁট থেকে চুমু কমে নাকি শেষ হয়?
আমার বেলায় তোমার ঠোঁট নেতানো ব্ল্যাক বোর্ড হয় কেন!

নেমেছ জলে ভিজবে না তা কি আর শুনবে শালিসদার,

তোমার রাঙানো ঠোঁটে সূর্য ওঠে
তীরবিদ্ধ সূর্যাস্ত ঘটে চুমুর বিন্যাসে
সাহসী তারারা উঁকি মারে ওই বুকে
মাস্তুল গড়িয়ে ভালোবাসার রাত নামে
অন্ত্রের গোপন ক্রোধে চলতেই থাকে
চিন্তাহীন দীর্ঘ সহবাস
বল কবে কোথায় থেকে কমেছে চুমুর চাষাবাদ?

আমার পলে পলে সাগরের অবিরাম গর্জন
আঁচল ফেলে এসো চলতে থাকুক শেষ না হওয়া চুম্বন...

না লেখা শেষ কবিতাটি

মুস্তফা হাবীব

মনিকা, আমার রাজ্যপাটে যে সংখ্যক স্থলপদ্ম ফুটেছিল
তার মধ্যে তোমার সমকক্ষ সুন্দর- মায়াবী, চপল- মুখর
এবং মমতাময়ী আর একটিও নয়,
তুমি কাঁটাতার সরিয়ে অন্যলোকে ছড়াতে পারো সৌরভ
তুমি অদৃশ্য মায়াজালে দখল করতে পারো কবির হৃদয় ।

আমি এতো চঞ্চল হরিণীর দেশে বড়ই নিঃসঙ্গ আজ
সুন্দরবন সাঁতরে কেবল লজ্জাবতী ফুল কুড়াই, সমুদ্রে
সৈকতে দাঁড়িয়ে বাউল- সন্যাসী আবেশে
কেবল তোমার কথাই ভাবছি,তোমাকেই পুষছি অন্তরে ।

আমি আসব, সত্যিই আসব একদিন ধুমকেতু হয়ে
তোমার সম্মুখে বসে আঁকতে চাই তোমারই রূপশ্রী
লিখতে চাই আমার নালেখা অসামান্য শেষ কবিতাটি ।
স্বপ্নেরা আমাকে ডেকে বলে খুব নিবিড় নীরব আধারে
'সুদূর উত্তর আকাশ পাড়ি দিয়ে যদি
সেই পদ্মকুসুম আর না পেলে কাছে 'বৃথাই জীবন' ।

বুঝতে পেরেছি আজ তুমি ছাড়া কবিতার দেশটিতে
জন্মায় নিরেট পাথর আর বিবর্ণ শীতের বৃক্ষ
তাই ফের বসন্ত- ভাবনায় নোঙর ফেলব তোমার আকাশে ।

একবার দাঁড়িয়ে গেলে

বহ্নি কুসুম

দেখলাম সেদিন পড়েছো ন্যুব্জ হয়ে
অস্থি ও মজ্জায় । ব্যর্থ জীবনে
বোঝা টেনে টেনে । কিছুটা হয়তো
বয়সের ভারে । খরতপ্ত চৈত্রের
খাঁখাঁ মরুভূমি, শুষ্ক ওষ্ঠ ।
অনাবৃষ্টি খরায় সেকি যে আকাল!
দাম্ভিকতার স্তূপ ঝুরঝুর করে
পড়ছে তো ঝরে পদতলে ।

অথচ একটিবার যদি শির তুলে
যাও গো দাঁড়িয়ে তুমি
পুরোদমে দন্ডায়মান দেখবো বাংলাদেশ
অনাবাদি পতিত জমিন
ভরে উঠবে তুমুল শস্যে ।

একবার, শুধু একবার শির তুলে
সম্মুখে তাকাও চোখটি তুলে
আকালের এদেশ উঠবে ভরে
ভালবাসাদীপ্ত সবুজে ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



ভারতীয় বোর্ডে পালাবদলের ক্ষণে সভাপতি পাপনের ১০ বছর

সত্যজিৎ কাঞ্জিলাল: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিসিআই) শুরু হয়েছে ক্ষমতার পালাবদল। কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলীর মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে এ মাসেই। তিন বছরের মেয়াদকাল শেষে তিনি আর বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকছেন না। নতুন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাম শোনা যাচ্ছে আরেক সাবেক বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রজার বিনির। এদিকে প্রতিবেশি দেশের বোর্ডে যখন ক্ষমতার পালাবদল চলচে, তখন বিসিবি সভাপতি হিসেবে এক দশক পূর্ণ করে ফেললেন নাজমুল হাসান পাপন।

২০১৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। ভারত সরকারও সাবেক ক্রিকেটারদেরকেই বোর্ডের প্রধান হিসেবে দেখতে চাইছে। তাই সৌরভ পরবর্তী প্রেসিডেন্টও হচ্ছেন এক সাবেক ক্রিকেটার। অন্যদিকে ২০১২ সালে প্রথমবার সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন নাজমুল হাসান পাপন। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে তিনিই সভাপতি হয়ে আসছেন। একইসঙ্গে তিনি সরকারদলীয় সংসদ সদস্য এবং একটি ওষুধ কম্পানির উচ্চপদে অসীন।

নাজমুল হাসান পাপনের আমলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের অর্জন কিন্তু কম নয়। নিঃসন্দেহে তিনিই বাংলাদেশের সফলতম বোর্ড সভাপতি। তার আমলে ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল, ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল, মেয়েদের এশিয়া কাপ জয়, ছেলেদের স্মরণীয় কিছু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়, ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কার মতো দলের বিপক্ষে টেস্ট জয়, অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিশ্বকাপ জয়, নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট জয়সহ দারুণ কিছু অর্জন আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে। সমস্যা হলো, এই অর্জনগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না।

পাপনের দশ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ টেস্টে এখনও নড়বড়ে একটা দল। টেস্ট মানসিকতাই গড়ে ওঠেনি ক্রিকেটারদের মাঝে। টি-টোয়েন্টির অবস্থা তো আরও শোচনীয়। একমাত্র ওয়ানডে ফরম্যাটেই ভালো খেলে থাকে বাংলাদেশ। কিছুদিন আগে জিম্বাবুয়ের মাটিতে ধরাশায়ী হওয়ার আগে সেই ধারাটা অব্যাহত ছিল। সর্বশেষ দুই-তিন বছরে পাপন সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হয়েছেন ক্রিকেটীয় ব্যাপারে নাক গলিয়ে। দল নির্বাচন করা, একাদশ ঠিক করা, এমনকী টস জিতলে ব্যাটিং না বোলিং- এসব ব্যাপারেও মত দিতেন বলে তিনি নিজেই বলেছেন।

সেইসঙ্গে মিডিয়ার সামনে ক্রিকেটারদের সমালোচনা করাও দেশের ক্রিকেটাঙ্গন ভালোভাবে নেয়নি। এক দশকেও তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটের মান উন্নয়ন করতে পারেননি। জাতীয় দলের পাইপলাইন তাই দুর্বল হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্যগুলো আসছে হঠাৎ রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া পয়সার মতো। মানসম্মত স্পোর্টিং উইকেটের কথা বারবার এড়িয়েই গেছেন। গত বছর চতুর্থবারের মতো বিসিবি সভাপতি হওয়ার পর পাপন বলেছিলেন, তিনি চান নতুন নেতৃত্ব উঠে আসুক। পাশাপাশি এটাও বলেছিলেন, 'এই জায়গাটায় আমি মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর কেউ এ পদটা নিতে চাইবে না!'

দাবি সাবেক সিএবি সচিবের

সৌরভ যেভাবে 'ক্ষমতা দখল' করেছিলেন : সেভাবেই তাকে ছুড়ে ফেলা হলো?

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হিসেবে মেয়াদ শেষের পথে সৌরভ গাঙ্গুলী। আরো একবার সভাপতি হওয়ার সুযোগ থাকলেও তাকে রাখা হচ্ছে না। সৌরভের জায়গায় নতুন সভাপতি হতে যাচ্ছেন আরেক সাবেক ক্রিকেটার রজার বিনি। এর পেছনে জটিল রাজনীতির গন্ধ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সাবেক সচিব বিশ্বরূপ দে মনে করছেন, সৌরভ ভুল পথে হাঁটার মাসুল দিলেন!



সৌরভের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিশ্বরূপের। মাঝখানে সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত হয়েছিল। পরে সিএবি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন বিশ্বরূপ। তার পরও ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে পারেননি। একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি সৌরভকে নিয়ে লিখেছেন, 'বাংলার কোনো প্রতিনিধি যখন প্রশাসন বা অন্য কোনো ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ পদ থেকে সরে আসেন বা তাকে যখন সরিয়ে দেওয়া হয়, সেটা একজন প্রকৃত বাঙালীর কাছে সুখকর হতে পারে না।'

সৌরভকে সরাসরি আক্রমণ করে বিশ্বরূপ লিখেছেন, 'বছর তিনেক আগে বিজেপির হাত ধরে (পড়তে হবে অমিত শাহর হাত ধরে) ব্রিজেশ প্যাটেলকে হটিয়ে রাতারাতি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিলেন সৌরভ। অথচ সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ব্রিজেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া ছিল নিশ্চিত। কিন্তু ব্রিজেশের বদলে সৌরভকে বোর্ড প্রেসিডেন্ট করা হয় শুধু ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে। ঠিক একই রকমভাবে আমার গুরু শ্রদ্ধেয় জগমোহন ডালমিয়ার আকস্মিক প্রয়াণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর (মমতা ব্যনার্জী) শরণাপন্ন হয়ে সিএবি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সৌরভ!'

সাবেক ভারত অধিনায়কের মতো এত বড় মাপের মানুষের থেকে এভাবে ক্ষমতা দখল সমর্থন করেননি বিশ্বরূপ দে। তবে বিসিসিআই পর্ব শেষ হলেও সৌরভের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি বিশ্বরূপ, 'একজন বাঙালি হিসেবে আগামীদিনে আপনাকে আইসিসির চেয়ারম্যান পদে দেখতে চাই। শুধু একটাই অনুরোধ, আইসিসি চেয়ারম্যান হলে দয়া করে গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা এসবের বিজ্ঞাপন করবেন না। এতে ক্রিকেটের ও প্রশাসক পদের মর্যাদা নষ্ট হয়।'



সম্ভাব্য নতুন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রজার বিনি (বামে) এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী (ডানে)। ছবি : সংগৃহীত

সৌরভ যুগের অবসান কে হচ্ছেন পরবর্তী বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট?

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিসিআই) শেষ হতে যাচ্ছে সৌরভ গাঙ্গুলীর যুগ। চলতি মাসেই তার মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। ১৮ অক্টোবর নতুন প্রেসিডেন্টের নাম ঘোষণা হতে পারে। এতদিন সম্ভাব্য নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমান সচিব জয় শাহের নাম শোনা গেলেও হঠাৎ করেই সব হিসাব পাল্টে গেল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নতুন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন সাবেক ক্রিকেটার রজার বিনি। বার্তা সংস্থা পিটিআই এই সংবাদ জানিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সৌরভ চাইলে বোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নির্বাচনে লড়বেন না বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, সৌরভের এখন আইসিসি সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে- সৌরভ আইসিসিতে যাচ্ছেন কিনা। সবকিছু ঠিক থাকলে ১৮ অক্টোবর বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি রজার বিনি।

এদিকে ভারতের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সব রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়েছে বিসিসিআই। সেখানে লেখা, '১৮ অক্টোবর মুম্বাইয়ে বোর্ডের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। সবাইকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 'সেই চিঠির সঙ্গে বার্ষিক সভায় কী কী নিয়ে আলোচনা হবে সেটাও লেখা আছে। আলোচ্যসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বোর্ডের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সচিব, যুগ্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন।

যে কারণে অমিত শাহর ছেলে হয়েও বিসিসিআই সভাপতি হতে পারছেন না জয়

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলীর মেয়াদ শেষের পথে। আর সপ্তাহখানেক পরই ১৮ অক্টোবর বিসিসিআইয়ের সাধারণ সভায় নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম। সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে এত দিন বিসিসিআই সচিব জয় শাহর নাম শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এবার হুট করেই জানা গেল, সাবেক তারকা অলরাউন্ডার রজার বিনি হচ্ছেন সৌরভ-পরবর্তী প্রেসিডেন্ট।



সৌরভ গাঙ্গুলী এবং জয় শাহ। ছবি : জি নিউজ

কিন্তু কেন? বিসিসিআই সচিব জয় শাহ হলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে। সুতরাং তার বিসিসিআই সভাপতি না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু অমিত শাহর ছেলে হওয়াই যেন তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সকল ক্ষেত্র থেকে পরিবারতন্ত্র উচ্ছেদের আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১৫ আগস্ট তিনি বলেছিলেন, 'শুধু রাজনীতি নয়, দেশের বিভিন্ন সংস্থায়ও পরিবারতন্ত্রের ছায়া দেখা যাচ্ছে। এটা থেকে আমাদের বেরোতে হবে।'

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, মোদির এই পরিবারতন্ত্রবিরোধী অবস্থানের কারণেই অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ বিসিসিআই সভাপতি হতে পারছেন না। তিনি থেকে গেলেন সেই সচিব পদেই। পরিবারতন্ত্র ইস্যুতে সাধারণত বিরোধী দল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে থাকেন মোদি। কিন্তু এবার বিসিসিআইয়ে রজার বিনিকে সভাপতি করে নিজেই একটা উদাহরণ সৃষ্টি করলেন বলে মনে করছে ভারতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। এখন পর্যন্ত যে খবর, তাতে জয় শাহ বিসিসিআই সচিব পদেই আরো এক মেয়াদ থেকে যাচ্ছেন। এর পেছনেও একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন ভারতের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বাবা অমিত শাহর প্রভাব খাটিয়ে যে জয়ের উত্তরণ ঘটল না, এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করল বিজেপি। সেই সঙ্গে বার্তা দেওয়া হলো যে, খেলাধুলায় কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকছে না। তা ছাড়া সাবেক ক্রিকেটার হিসেবে রজার বিনির পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি আছে। ক্রিকেটের লোককে ক্রিকেটে রাখাটাও সমর্থকদের কাছে ইতিবাচক বার্তা। সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা



বিএনপি ছাড়া জামায়াতের উপায় কী?

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোট অকার্যকর করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে আলাদা জোট করলে দুদলের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুরাতন এই মিত্রের শীতল সম্পর্কের শেষ হয় গত ডিসেম্বরে।

সে সময় এক গোপন বৈঠকে দুদলের শীর্ষ নেতারা সিদ্ধান্ত নেয় জোটবদ্ধ হয়ে না, বরং নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরকার পতন ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে অভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে।

অনেক হিসাব-নিকাশ করে তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া হয়েছে। আর সে কারণেই তারা যুগপৎ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে বিএনপি-জামায়াতের কয়েকজন নেতা ও রাজনীতি নিয়ে রিপোর্ট করেন এমন দুজন সাংবাদিক। 'জোটে না থাকলেও, মাঠ ও ভোটের রাজনীতিতে বিএনপি-জামায়াতের নীতি একই আছে। এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল। কেননা, রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা একে অপরের গুরুত্ব বোঝে,' বলছিলেন ঢাকার একজন সাংবাদিক।

তার মতে, দল দুটির মিশন ও ভিশন একই আছে। আর এ কারনেই বিএনপি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকেও আর চাঙ্গা করছে না।

জামায়াত: বাস্তবতার হিসাবে জামায়াতের পক্ষে রাজনীতির ময়দানে একা কিছু করা কঠিন। এদিকে একটি রিট মামলায় ২০১৩ সালে হাইকোর্টে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। যদিও এর বিরুদ্ধে আপিল করেছে জামায়াত যা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

"এমন অবস্থায় জামায়াতের পক্ষে একা নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। ফলে দলটিকে অন্যকোনো দল বা প্রতীকের আশ্রয় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিএনপি ছাড়া দলটির কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না," আরেকজন সাংবাদিক ডয়েচে ভেলেকে বলেন।

অন্যদিকে জামায়াতকেও বিএনপির প্রয়োজন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। আর সেটা ভোটের হিসাবে। বিগত সংসদ নির্বাচনের ভোটের হিসাবে দেখা যায়, জামায়াত যে ভোট পেয়েছে তা বিএনপির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি কাছে টানলেও অন্য ছোট ছোট দলগুলোর ভোট তেমন নাই। ভবিষ্যতে নির্বাচনের জেতার জন্য বিএনপির তাই জামায়াতের ভোটের দরকার হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী জামায়াতের নাম উল্লেখ না করে বলেন, ২০-দলের সাথে সম্পর্ক খুবই ভাল। যুগপৎ আন্দোলনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা ২০-দলের সাথে আলোচনা করেই নিয়েছি। আমরা অন্যসব দলের সাথেও আলোচনা করছি। সকলের ঐক্যমতের প্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সে পথেই আমরা চলছি।

২০-দলীয় জোট কার্যকর নেই বলে শরিক জামায়াতে ইসলামীর আমীরের বক্তব্য প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, 'উনি সঠিক কথা বলেছেন। এ নিয়ে বিএনপিও গত কয়েক মাস ধরে বলে আসছে। এখানে ভিন্নতার কিছু দেখছি না। জামায়াতও আমাদের আন্দোলনের সাথে আছে। জামায়াতের সাথে কোন দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি না।'

জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দও একই সুরে কথা বলেন। তিনি ডয়েচে ভেলেকে জানান, জামায়াত তার অবস্থান থেকে রাজনৈতিক কর্মসুচি ও দাবি-দাওয়া নিয়ে মাঠে আছে। তবে আন্দোলনের ব্যাপারে বিএনপির সাথে কোন ভিন্নমত নাই।

গত ২৩ বছরে বিএনপি দুটি বড় রাজনৈতিক জোট গঠন করে। কিন্তু দুটিই এখন নিষ্ক্রিয়। দলটির এখনকার কৌশল হল সমমনা ও সরকারবিরোধী সকল দল নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করা।

১৯৯৯ সালে বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে ৪-দলীয় জোট গঠন করা হয়। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে এই জোট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। মন্ত্রিসভায় ঠায় পান জামায়াতের দুই নেতাও। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাপোরাধীদের বিচার ও অন্যান্য কারনে জামায়াত বড় বিপদে পড়ে। সে সময় তার একমাত্র ভরসা ছিল বিএনপি।

এরই মধ্যে জামায়াতের সাথে সখ্যের কারনে দেশে-বিদেশে বিএনপি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। দলের ভিতর থেকে দাবী উঠে জামায়াতকে পরিত্যাগ করার। তাই ২০১৮ সালে জামায়াতকে বাদ দিয়ে বিএনপি নতুন জোটে গঠন করে এবং তখন থেকেই মূলত জামায়াতের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট করে ২০-দলীয় জোটকে অকার্যকর করে বিএনপি। বিএনপির উদ্দেশ্য ছিল সমমনা অন্য সব দলকে কাছে টানা এবং আন্দোলনে শরিক করা। ফলে আপাতত তারা আর জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ ভাবে অথবা একই মঞ্চে কিছু করবে না।

তবে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া হয়েছে। কেননা, রাজনীতিতে বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে একে অপরের গুরুত্ব জানে। তবে দুদলের শীর্ষ নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আর জোটবদ্ধ না থেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেবে। একারণে দেখা যায়, গত জুলাই মাসের থেকে বিএনপি যত কর্মসূচি করেছে তা একা করেছে, কোন দলের সাথে করেনি।

জামাতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক বলেন, আলোচনা করে একমত হয়ে দুদলের নেতারা এবারের আন্দোলন নিজ নিজ অবস্থান কর্মসূচি পালন করবো। 'একমত হয়েই যেহেতু সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই কারো মধ্যে গ্যাপ বা ভুল বোঝাবুঝি থাকার প্রশ্ন উঠে না।'

বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে, বিএনপি-জামায়াত আগামী নির্বাচনের আগে আর প্রকাশ্যে কোন কিছু করবে না। ভিতরে ভিতরে তাদের মধ্য বোঝাপড়া থাকবে। তবে নির্বাচনের আগে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে।

নির্বাচনের আগে হিসাব পাল্টে যেতে পাওে বিএনপি ও জামায়াতের নেতার ইঙ্গিত দিয়েছেন নির্বাচনের আগে সবকিছু বিবেচনা করে আবার জোট গঠন করা যেতে পারে। সেটা হবে সম্পূর্ণ নির্বাচনকে ঘিরে।

ভবিষ্যতে জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার বা অন্যকোনো জোট গঠনের ব্যাপারে সরাসরি উত্তর না দিয়ে আমীর খসরু বলেন, বর্তমানে যা করছি তা হল যুগপৎ আন্দোলন। এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে চলার পথে যদি কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হয় তা সবাই মিলে নেয়া হবে।

জামাতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকও এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দেননি। তিনি বলেন, 'বাস্তবতার নিরিখে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেন। অতীতে এমন হয়েছে, ভবিষ্যতের হবে। সময়ই তা বলে দিবে।'

জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের বাংলা সংস্করণের হয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন এম আবুল কালাম আজাদ। এই প্রতিবেদনের সব ধরনের দায়ভার ডয়চে ভেলের।



তিস্তা ব্যারেজ ট্রিপে ঢাকার পানি মাপছে চীন

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূত রোববার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি কৌশলী বার্তা পাঠিয়েছেন। যেখানে বহুল প্রতীক্ষিত তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারতের উপর নির্ভর না করে বেইজিংয়ের সহায়তায় একটি বহুমুখী তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বেছে নিতে তাকে উৎসাহিত করেছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল লালমনিরহাট জেলার তিস্তা ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করেছে, তার সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মোতাহার হোসেন ছিলেন। চীনা রাষ্ট্রদূত তার সফরের প্রথম দিনে স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেন-২'আমরা এখানে নদী ড্রেজিংয়ের সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে এসেছি...। আমাদের প্রকৌশলীরা প্রকল্পের সময়সীমা নিশ্চিত করার জন্য বিষয়টি বিশদভাবে অধ্যয়ন করছেন। আমরা নিশ্চিত যে তিস্তা মেগা প্রকল্প খুব শিগগিরই চালু হতে পারে।২'তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই প্রকল্পের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হবে এবং এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, যারা প্রাথমিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। লি সোমবার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এবং বাসিন্দাদের সাথে এলাকায় বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। লি-এর এই সফর হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরের পটভূমিতে তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেই সময় তিনি তিস্তার পানি বণ্টনের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতার কারণে প্রস্তাবিত চুক্তিটি ২০১১ সাল থেকে আটকে আছে। আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন নিয়ে একটি চুক্তি করতে মরিয়া ঢাকা।

তিস্তা কংশে হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে সিকিম ও বাংলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তারপর বাংলাদেশে প্রবেশের জেরে তিস্তা নদীর তীরে আনুমানিক ৯০,০০০ হেক্টর জমির প্রায় ৬০ শতাংশ শুষ্ক মরশুমে অব্যবহৃত থেকে যায় পানির অভাবের কারণে। যদিও হাসিনা বেশ কয়েকবার জনসমক্ষে বলেছেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত এই চুক্তিটি শীঘ্রই শেষ করবে, বাংলাদেশও তার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পানির অভাবের সমস্যা মোকাবেলায় বিকল্প পথগুলি অন্বেষণ করছে। বহুল আলোচিত বহুমুখী তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ড্রেজিং, জলাধার নির্মাণ, নদীর তীরে একটি নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন এবং উভয় তীরে বাঁধ ও স্যাটেলাইট শহর নির্মাণ। বাংলাদেশ সরকার প্রায়ই এই অঞ্চলের কৃষকদের সেচ চাহিদার সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হিসাবে প্রকল্পটিকে উল্লেখ করে। দুই বছর আগে, ঢাকা চীনের অর্থায়নে ১ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেছিল কারণ ভারতের সাথে চতুর্থ বৃহত্তম আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন চুক্তি এক দশক দীর্ঘ অপেক্ষা সত্ত্বেও



বাস্তবায়িত হয়নি। এত বড় প্রকল্পে চীনের জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা ভারতকে উদ্বিগ্ন করবে, কারণ এটি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিবেশীর সাথে হাইড্রো-কূটনীতির ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেবে। কৌশলগত উদ্বেগও রয়েছে। এই প্রকল্পটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে চিকেনস নেকের কাছে, উত্তরবঙ্গের সরু ভূমিতে চীনের উপস্থিতি ঘটাবে যা উত্তর-পূর্বকে ভারতের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে। ঢাকার একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে যে প্রকল্পে চীনের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে নয়াদিল্লির আপত্তির পর হাসিনা সরকার পরিকল্পনাটিকে স্থগিত রেখেছিলো।

ঢাকার একটি সূত্র জানিয়েছে -এই প্রেক্ষাপটে, গত মাসে হাসিনার সফরের সময় তিস্তার পানির বিষয়ে দিল্লির ব্যর্থতার পরে এই প্রকল্পে ঢাকার নতুন করে আগ্রহের প্রতিফলন হিসাবে চীনের রাষ্ট্রদূতের সফরকে দেখা যেতে পারে। এলাকাটিতে রাষ্ট্রদূতের পরিদর্শন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় প্রশাসনের একাধিক সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে সরকার পানির ঘাটতির সমস্যা মোকাবেলায় চীনের অংশগ্রহণের বিকল্পটি অন্বেষণ করতে আগ্রহী। নতুন প্রকল্পের ফাইল আবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলে গেছে বলে জল্পনা তুঙ্গে। সূত্রের মতে, বাংলাদেশে যেহেতু পানি একটি আবেগপ্রবণ ইস্যু, তাই হাসিনা সরকার - যারা আগামী বছর নির্বাচনের মুখোমুখি হবে - তিস্তা চুক্তির সমাপ্তির জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নয়। একটি সূত্র জানাচ্ছে ২বাংলাদেশের গবেষকরা তিস্তার শুকিয়ে যাওয়া এবং এর প্রভাব কৃষি অর্থনীতি এবং এ অঞ্চলের বাস্তুসংস্থানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। অতএব, একটি দ্রুত সমাধান আবশ্যক।" যোগাযোগ করা হলে, বাংলাদেশের পানিসম্পদ বিভাগের উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম চীনা রাষ্ট্রদূতের সফর এবং প্রকল্পটি চালু করার বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। হাসিনা প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকাকে চীনের টোপ দেয়া নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে।

সূত্রটি বলেছে- ৩পুরো প্রকল্পে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ হবে... সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল আমাদের অর্থনীতির ওপর চাপ থাকাকালীন আমরা এত বিশাল বৈদেশিক ঋণ বহন করতে পারি কিনা।২'বাংলাদেশ তার অর্থনীতির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সামলাতে ওগখ-এর সাথে ৪.৫বিলিয়ন ঋণের জন্য আলোচনা চালাচ্ছে। দেশটি তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছে ২ বিলিয়ন ডলারও চেয়েছে। সূত্রটি অবশ্য নয়াদিল্লির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে ঢাকার পছন্দের তালিকায় বেইজিংয়ের থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়নি। সেইসঙ্গে জানিয়েছে - ২ বাংলাদেশে তাদের পদচিহ্ন রাখতে চাইনিজরা এখন অনেক কিছু করবে... আমরা সবাই জানি যে চীনারা এখন শ্রীলঙ্কায় টলমল। তারা এমন ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে যে ভারত যা পারে না তারা তা দিতে পারে।২'

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

দেশ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি না হয় প্রস্তুত থাকুন

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ যাতে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি না হয় সেজন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের মাটি ও মানুষ আছে। তাই এখন থেকেই আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে, বাংলাদেশ যাতে কখনো দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকটে না পড়ে। আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার (১২ অক্টোবর) সকালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। শেখ হাসিনা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং একে কেন্দ্র করে নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ টেনে দেশে প্রতি ইঞ্চি জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানোয় তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। বিশ্ববাজারে প্রতিটি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবহণ ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি মনে করেন না যে, যুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ অস্ত্র বিক্রির কারণে যুদ্ধ চালিয়ে রাখতে পারলে কিছু দেশ লাভবান হয়।



অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে শারমিন আক্তার তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সমবায়, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক চাষ, বনায়ন, গবাদিপশু পালন এবং মাছ চাষে অবদানের জন্য ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ বিতরণ করেন। নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি স্বর্ণ, পঁচিশটি ব্রোঞ্জ এবং ষোলোটি রৌপ্যপদক বিতরণ করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের ডিজেল, এলএনজি, সার, ভোজ্যতেল, গমসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির বাস্তবতা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, সে ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব যে, আমাদের নিজেদের পণ্য উৎপাদন যেমন বাড়াতে হবে, পাশাপাশি আমরা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ নিয়েছি এবং জাতিসংঘের নেতৃত্বে আমরা এখন কিনে আনতে পারব। তিনি উদাহরণ হিসাবে বলেন, যেমন কানাডা থেকে যাতে আমরা গম ও সার আনতে পারি সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাশিয়া অথবা ইউক্রেন এবং বেলারুশ থেকে আমরা সব পণ্য এখন আনতে পারব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পণ্যের দাম যেমন বেড়েছে পরিবহণের খরচও কিন্তু অতিরিক্ত বেড়েছে। তারপরও কৃষকদের ভর্তুকি কিন্তু আমরা অব্যাহত রেখেছি। কারণ আমার দেশের মানুষের খাদ্য এবং পুষ্টির চাহিদা আমাদের পূরণ করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা কখনো আমদানিনির্ভর হবো না। আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াব।

ভোজ্যতেলে আমাদের আমদানিনির্ভর হয়ে যাওয়ায় দেশে কীভাবে এর উৎপাদন বাড়ানো যায় সেদিকে সংশ্লিষ্টদের প্রধানমন্ত্রী নজর দিতে বলেন। অতীতে স্থানীয় পর্যায়ে চিনাবাদামের তেল উৎপাদনেরও উদাহরণ দেন তিনি, যা বর্তমানে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা গবেষণার মাধ্যমে উন্নত মানের সরিষা বীজ পেয়েছি। এছাড়া অন্যান্য যে তেল আন্তর্জাতিকভাবে অনেকে ব্যবহার করে যেমন সূর্যমুখী, সয়াবিন তা দেশীয়ভাবে উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু উৎপাদন করলে হবে না সেগুলো যেন সংরক্ষণ করতে পারি সে ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে। কৃষিপণ্য পচনশীল। এটা গাছ থেকে তোলার পর বেশিদিন থাকে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে হবে। কোন কৃষিপণ্য কতটা তাপমাত্রায় ভালো থাকবে সেভাবে সংরক্ষণাগার গড়ে তুলতে হবে। যাতে উৎপাদিত ফসল বাজারজাতের পাশাপাশি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। তাহলে নিজেরা ব্যবহারের পাশাপাশি রপ্তানিও করতে পারব।

দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি পণ্য সংরক্ষণাগার তৈরির সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা তৈরি করার জন্য যে ফান্ড লাগবে সে ফান্ড আমি দেব। এজন্য যে ফান্ড দরকার তা তিনি আলাদা করে রেখেছেন। ফলে একটু উদ্যোগ নিলেই এটি করা সম্ভব বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

দুর্যোগ মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান

মো. নূর ইসলাম খান অসি

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫ সালে তিনটি ঘূর্ণিঝড়ে এক লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এ তিনটি ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা দিতে লীগ অব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে (এলওআরসিএস) নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর সর্বোচ্চ ২২৪ কিলোমিটার বেগে তৎকালীন বৃহত্তর বরিশালে আঘাত হানা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ১০-৩৩ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল।

প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী, এ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং বিপুল সম্পদ বিনষ্ট হয়। অসংখ্য গবাদিপশু ও ঘরবাড়ি জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। ঘূর্ণিঝড়টা সরাসরি বরিশালের মাঝখান দিয়ে উঠে আসে। ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনাসহ অনেক এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায়। বাঙালি জাতির জন্য এটি ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা।

এ ঘূর্ণিঝড়ে পাকিস্তানিদের অবহেলায় বাঙালিদের জীবন ও সম্পদহানিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুবই বেদনাহত হয়েছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি একতলা লঞ্চে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান এবং বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানান। তিনি পাকিস্তানের শাসকদের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের শিডিউল বদলাতে চাপ প্রয়োগ করেন, যার ফলে এ নির্বাচন ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু ও তার দল সারা দেশে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর্তমানবতার সেবায় রেড ক্রস সোসাইটির কার্যক্রমকে আগে থেকেই জানতেন এবং পছন্দ করতেন। তাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তারই স্নেহভাজন, ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর, ১৯৭০ সালে ভোলা সাইক্লোনে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রমে অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা গাজী গোলাম মোস্তফা এমপিকে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) কার্যক্রমকে আরও জোরদার এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম জাতি গঠনে নজির স্থাপন করেছেন। ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদহানি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশকে সক্ষম করে তুলতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই বঙ্গবন্ধু বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল এবং তিনি উপকূলীয় এলাকার অসহায় মানুষের সেই ভয়াবহতার কথা কখনো ভুলে যাননি। তাই তিনি লীগ অব রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রসের সহায়তায় সিপিপি গঠনের প্রক্রিয়ায় জোরালো সমর্থন জানান। সিপিপি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে একটি কার্যকর ও টেকসই কর্মসূচি গ্রহণে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির উপায় বের করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমীক্ষা চালানোর নির্দেশনা দেন। এ সমীক্ষায় একটি কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ কার্যক্রমে তরুণ ও যুবসমাজ প্রধান চালিকাশক্তি।

সরকারি নথি থেকে দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিপিপিকে সমর্থন ও সহায়তা দান বঙ্গবন্ধুর একটি সাহসী উদ্যোগ ছিল। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের আর্থিক সংকটের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশের মাত্র এক বছর ছয় মাস বয়স অতিক্রমকালে বঙ্গবন্ধু আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সিপিপির কার্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখে অর্থনৈতিক বাধা কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। এর অংশ হিসাবে তিনি বিশেষ করে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি, লাখ লাখ ঘরবাড়ি ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার চর হেয়ারে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতিতে তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মতিউর রহমান, বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা এবং মানবতাবাদী সুইস ডেলিগেট মি. ক্ল্যাস হেগস্টমের (যিনি সিপিপি কার্যক্রম নিয়ে প্রথম জরিপ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন) উপস্থিতিতে সিপিপি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এক বছরান্তে লীগ অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ ৩০ জুন ১৯৭৩ সালে মাঠপর্যায়ে কর্মসূচির আর্থিক সহযোগিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে এর দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

সিপিপির জন্য বঙ্গবন্ধুর আর্থিক সহযোগিতার অঙ্গীকার এবং ওয়্যারলেস ও বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে সরাসরি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা ও উদাত্ত আহ্বান ২০,৪৩০ জন স্বেচ্ছাসেবককে মানবিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে, যা এখনো চলমান। বর্তমানে সিপিপির প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ৭৬,১২০, যার অর্ধেকই নারী।

এ ঘূর্ণিঝড়ে পাকিস্তানিদের অবহেলায় বাঙালিদের জীবন ও সম্পদহানিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুবই বেদনাহত হয়েছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি একতলা লঞ্চে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান এবং বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানান। তিনি পাকিস্তানের শাসকদের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের শিডিউল বদলাতে চাপ প্রয়োগ করেন, যার ফলে এ নির্বাচন ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু ও তার দল সারা দেশে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেন।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস শুধু উপকূলীয় অধিবাসীদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত করে না, সেই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপরও বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির সহায়তায় উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে উঁচু মাটির ঢিবির আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেন, যেখানে মানুষ নিজে ও তাদের গৃহপালিত পশু-পাখি নিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। বঙ্গবন্ধুর আদেশে নির্মিত মাটির দুর্গ স্থানীয়ভাবে 'মুজিবকিল্লা' নামে পরিচিত। সাধারণত চর অঞ্চলের ১-৪ একর সরকারি খাস জমি বা বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে স্থানীয় বিত্তশালীদের দানকৃত জমিতে 'মুজিবকিল্লা' নির্মাণের লক্ষ্যে এর সংলগ্ন একটা পুকুর/দিঘি খনন করা হয়।

উপকূলীয় এলাকার চর অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির তীব্র অভাব দেখা দিত। 'মুজিবকিল্লা'সংলগ্ন পুকুর/দীঘির পানি সে অভাব অনেকটা পূরণ করত। 'মুজিবকিল্লা' ও এর সংলগ্ন পুকুর/দিঘির পাড়ে নারিকেল, খেজুর, তাল, সেগুন, করই, কলা, পেঁপে গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়, যা পরিবেশ বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছে।

১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের আকার ছিল মাত্র ৯৯৫ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন, তা ছিল ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তার চিন্তাভাবনা তুলে ধরে বাংলায় নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। পরে হলেও জাতিসংঘ বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের আলোকে 'ইউএন-ডিআরআর' কার্যক্রম গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর এ পথিকৃতের ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে 'রোল মডেল' হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের মাঝে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা, আশ্রয়দানসহ স্থানীয়ভাবে মোকাবিলা প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অনুমোদিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বর্তমানে বিডিআর-সিএস এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় কাজ করছে। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যৌথ কর্মসূচি হিসাবে আর্তমানবতার সেবায় পরিচালিত হচ্ছে।

মো. নূর ইসলাম খান অসি : পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

চট্টগ্রামে গণসমাবেশে মির্জা ফখরুল

ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিরাপদে চলে যান

*পালানোর পথ খুঁজে পাবেন না * ফয়সালা হবে রাজপথে*
** চট্টগ্রামের স্ফুলিঙ্গ সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে*

ঢাকা ডেস্ক: চট্টগ্রামে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই সরকার গণতন্ত্র হত্যাকারী। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আপনারা নিরাপদে চলে যান। না হলে পালানোর পথও খুঁজে পাবেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এই দেশে জনগণ আর কোনো নির্বাচন হতে দেবে না। আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। এটা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন। তিনি বলেন, এই চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এই দেশকে আরেকবার পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য এই চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড থেকে শুরু হলো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার আন্দোলন। চট্টগ্রামের মানুষ যে আগুন জ্বালিয়েছে, সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। আজ থেকে যে আন্দোলন শুরু হলো, সেটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেব। ফয়সালা হবে রাজপথে।

বুধবার (১২ অক্টোবর) বিকালে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠের বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এই সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করে নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সরকার এখানে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। সেই কমিশন সব রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করে জনগণের গ্রহণযোগ্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করবে। এর মধ্য দিয়ে একটি পার্লামেন্ট গঠন হবে, যেটা হবে জনগণের পার্লামেন্ট। যারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, তারাই গঠন করবে পার্লামেন্ট। যদি সেই পার্লামেন্ট গঠিত হয়, তাহলেই এই দেশের যত সমস্যা আছে, তা দূর করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ডা. শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে গণসমাবেশে আরও বক্তব্য দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহাজাহান, মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খোন্দকার, এসএম ফজলুল হক, কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিভাগীয় সমাবেশের সমন্বয়কারী মাহবুবের রহমান শামীম, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, সাবেক মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ব্যারিস্টার মীর হেলাল উদ্দীন, হুম্মাম কাদের চৌধুরী প্রমুখ।

সমাবেশস্থলে মঞ্চের দুই পাশে টানানো দুটি ব্যানার দেখিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, দুইদিকে আমাদের পাঁচ ভাইয়ের ছবি টানানো আছে। এগুলো কাদের ছবি, যারা গণতন্ত্রকে মুক্ত করার জন্য, মানুষের অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, জনগণকে অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য শহিদ হয়েছিলেন, এগুলো তাদের ছবি। আমরা যখন প্রথম জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মাঠে নেমেছিলাম, তখন ভোলায় প্রথম নিহত হন স্বেচ্ছাসেবক দলের আবদুর রহিম। এছাড়া ছাত্রদলের নুরে আলম, নারায়ণগঞ্জে যুবদল কর্মী শাওন প্রধান ও মুন্সীগঞ্জে নিহত হন শাওন ভূঁইয়া। শাওন প্রধান গাড়ির গ্যারেজে কাজ করতেন। মুন্সীগঞ্জে নিহত শাওন ভূঁইয়া মিশুক চালাতেন। ভোলায় নিহত দুই কর্মীও সাধারণ পরিবার থেকে আসা। আমাদের যেই পাঁচ ভাই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে, দেশের গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছে, তারা সাধারণ মানুষ। এরা কেউ অর্থবিত্তের অধিকারী নয়। ধনসম্পদের মালিক নয়। কিন্তু তারা পুলিশের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল। তারা বলেছে, মারো আমাদের, কিন্তু এই দেশেকে মুক্ত করতে চাই। মুন্সীগঞ্জের শাওনের বাবা আমাদের কাছে এসেছিলেন। তিনি তার ছেলে হত্যার বিচার চান। আজ আমরা সেই কারণে আপনাদের সামনে এসেছি।

সমাবেশে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ৫০ বছর হয়ে গেছে এই স্বাধীনতার। তখন যেমন যুদ্ধ করেছিলাম গণতন্ত্রের জন্য, সেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমাদের আবার যুদ্ধ করতে হবে। এই লড়াই শক্ত লড়াই। এই



লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। হয় আমরা জিতব, না হয় মরে যাব। আমরা যদি জয়লাভ করতে না পারি, তাহলে এদেশে স্বাধীনতা থাকবে না। আমাদের 'কলোনি-নর' মতো বাস করতে হবে। আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। এটা কেবল বিএনপির দাবি নয়, এটা এখন সমগ্র জাতির দাবি।

এই সরকার নির্বাচিত সরকার নয়, জনগণের ভোটের সরকার নয়। তারা ২০১৪ সালে বিনা ভোটে ১৫৪ জনকে নির্বাচিত করে সরকার গঠন করে। পরের বার তারা আগের রাতে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ গত ১৪-১৫ বছরে এই বাংলাদেশকে শ্মশান করে দিয়েছে। তারা সবকিছু লুট করে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা ১০ টাকায় চাল খাওয়াবে বলেছিলেন, এখন চালের দাম ৭০ টাকা। আবার নাকি বিদ্যুতের দাম বাড়াবে। কেন? লুট করার জন্য? ডাকাতি করার জন্য? অথচ আজ দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে। আজ কোনো নিরাপত্তা নেই। দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়। র‍্যাবের মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। র‍্যাবকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কিছু হবে না, নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে এই সরকারকে। কারণ এই হাসিনা সরকারের নির্দেশে গুম, খুন, বিচারবাহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটেছে। জাতিসংঘ পরিষ্কারভাবে বলেছে, বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই। এখানে গুম হয়, খুন হয়, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়। আমাদের নেতা তারেক জিয়াকে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্বাসিত করে রাখা হয়েছে। মির্জা ফখরুল বলেন, এই সরকার নির্বাচন কমিশন বানিয়েছে, যাকে ডিসি-এমপিরা মানেন না। আমাদের মাতা গৃহবন্দি। চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। খালেদা জিয়া গণতন্ত্রকে মুক্ত করার জন্য এই দেশের গ্রামগঞ্জে চষে বেড়িয়েছেন। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করেছেন। খালেদা জিয়াকে যে মামলায় গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে, সে মামলায় জামিন দেওয়া যায়। কিন্তু বছরের পর বছর আটকে রেখেছে এই সরকার। আমাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এই সরকারকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে। শেখ হাসিনা বলছেন, কম খান, কম খরচ করেন। তাহলে আছেন কেন? আমরা ক্ষমতায় এলে চাল-ডাল বিদ্যুতের দাম কমিয়ে আনার চেষ্টা করব, বেকারত্ব দূর করব, মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেব। আমরা সেই বাংলাদেশ ফিরে পেতে চাই। এক দফা এক দাবি-শেখ হাসিনার পতন।

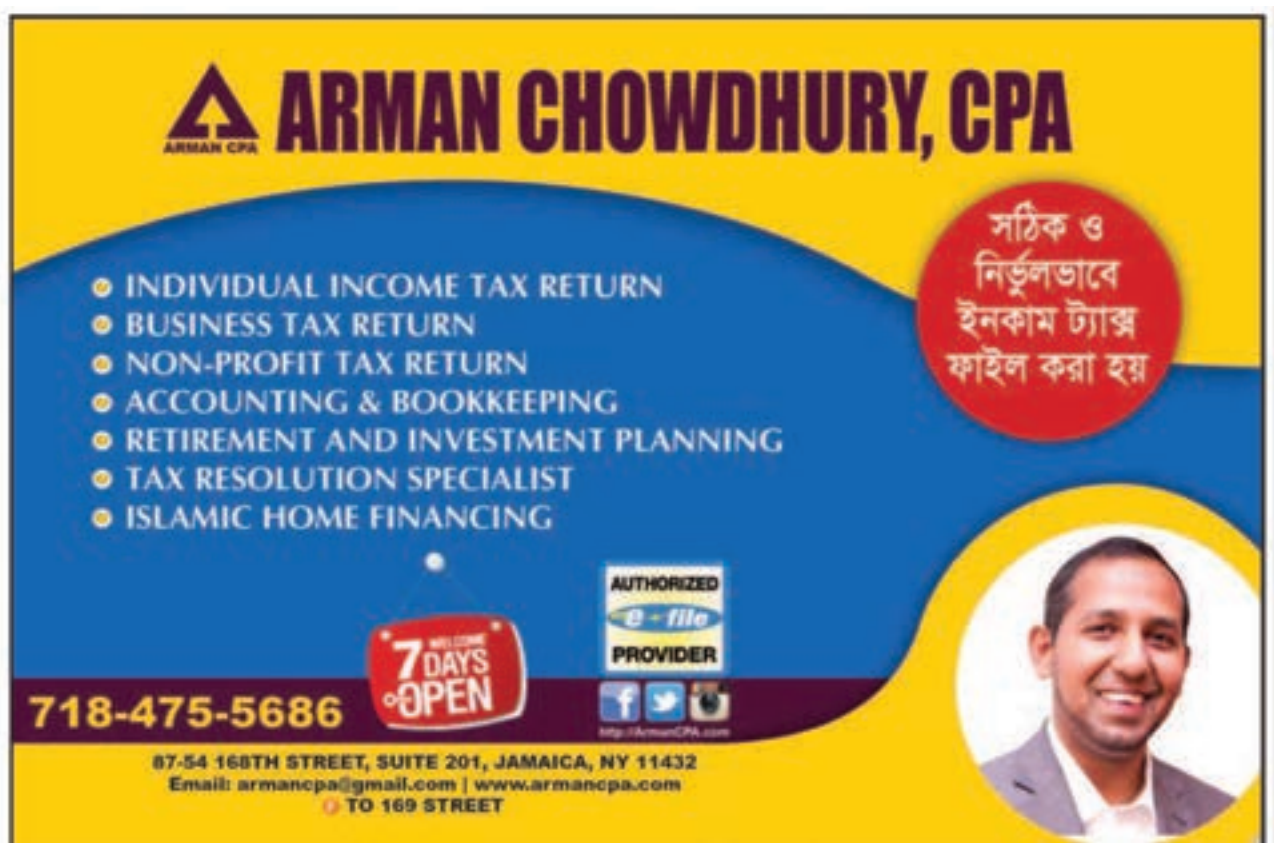
চট্টগ্রামে বিএনপির মহাসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রশাসন ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ার করে বলতে চাই-শেখ হাসিনা তার আত্মীয়স্বজন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারলেও আপনারা পারবেন না। দীর্ঘ ১৪-১৫ বছর ধরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন করছেন। গুম করেছেন। খুন করেছেন। বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন। লক্ষাধিক মামলা- মোকদ্দমা দিয়েছেন। ৩৭ লাখ নেতাকর্মীকে আসামি করেছেন। কিন্তু এই দলকে দুর্বল করতে পারেননি। এতকিছুর পরও আওয়ামী লীগ দাবি করতে পারবে না, এত নির্যাতনের পরও আওয়ামী লীগ বলতে পারবে না-আমাদের কোনো নেতাকর্মী বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে গিয়েছে।

আওয়ামী লীগকে সতর্ক করে তিনি আরও বলেন, এত বছরেও যাদের দুর্বল করতে পারেননি, আর ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ নেই। এই যে আমরা নেমেছি, আমরা কেউ বাড়ি ফিরে যাব না। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে এনে তারপরই বাড়ি যাব।

সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'অবৈধ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয়।' অবৈধ পার্লামেন্ট বাতিল, নির্বাচন কমিশন বাতিল এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ চার দাবি জানান তিনি। তিনি বলেন, এই চট্টলা থেকে ১৯৭১ সালে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ যুদ্ধে নেমেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যুদ্ধে। আজ দেশে গণতন্ত্র নেই। সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে আমরা আজ আবারও যুদ্ধে নেমেছি। নেতাকর্মীদের ওপর দফায় দফায় হামলার অভিযোগ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমাদের নেতাদের ওপর দফায় দফায় হামলা চলছে। অথচ আজ পুলিশ সার্কুলার দিয়েছে, সমাবেশে লাঠি নিয়ে আসা যাবে না। পুলিশ কর্মকর্তাদের বলব, 'সমাবেশ করা যাবে না, গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছো, এ অধিকার কে দিয়েছে? আওয়ামী লীগ লাঠি নিয়ে নামবে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা মাঠে লাঠি নিয়ে নামবে না। সুতরাং এই গণতন্ত্রের যুদ্ধে আমরা এখনো আইনের পথে আছি। বর্তমানে জনগণের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আজ আর যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। ভাতের জন্য মানুষ আজ হাহাকার করছে। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'ভাত দিতে পারবেন না, বিদ্যুৎ দিতে পারবেন না, ক্ষমতায় থাকবেন কেন? শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের প্রধানমন্ত্রী না। তাই এ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন আমরা মানি না।'

স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম থেকে শেখ হাসিনার পতন শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামবাসী ডাক দিয়েছে, তাহলে আর দেরি কীসের। শেখ হাসিনা আপনি ক্ষমতা ছাড়ুন, পদত্যাগ করুন। পুলিশের কিছু অংশ নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। ঢাকা থেকে আসতে নেতাকর্মীদের বাধা দিয়েছে। অনেক নেতাকর্মীকে হোটেল-রাস্তা থেকে গ্রেফতার করেছে। এরপরও সমাবেশ থেমে নেই, নেতাকর্মীরা সব বাধা অতিক্রম করে সমাবেশের মাঠে যোগ দিয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে শেখ হাসিনাকে বার্তা দিয়েছে-শেখ হাসিনা এখনই পদত্যাগ করো। আজকের সমাবেশ থেকে বার্তা গেছে, আর কেউ ভোট চুরি করতে পারবে না। যারা ভোট চুরি করার জন্য ঘুরপাক করছেন, মনে রাখবেন, এ ভোট চোরের সঙ্গে জনগণ নেই। মৃত-জীবিত হোক, দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনব। ভোট ফিরিয়ে আনব। চট্টগ্রাম মহানগর বিএন-পির সদস্য সচিব আবুল হাসেম বক্কর ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সুফিয়ানের পরিচালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, আবদুস সালাম, আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জয়নাল আবেদীন ফারুক, ভিপি জয়নাল আবেদীন, এসএম ফজলুল হক, যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহাবুব উদ্দীন খোকন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, মৎস্যজীবী দলের সম্পাদক লুৎফর রহমান কাজল, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দীন টুকু প্রমুখ।











চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এখন লিটল বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি আবদুর রব মিয়া, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের সভাপতি আবুল হাশেম, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, বিপার এ্যানী ফেরদৌস, প্রমুখ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

'লিটন বাংলাদেশ'-এর নেম ফ্রেম উন্মোচনের আগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাহানা হাফিন। এরপর অতিথিবৃন্দ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির পক্ষ থেকে শাহানা হানিফকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নজরুল ইসলাম নজরুল। বিপার শিল্পীরা নৃত্য প্রদর্শণ করেন। অনুষ্ঠানে অরো বক্তব্য রাখেন ডা. লোটাস আহমেদ, শেহাব চৌধুরী, খালেদা আকতার রুবি, নতুন প্রজন্মের নওরিন সোমাহা প্রমুখ।

'লিটন বাংলাদেশ'-এর নেম ফ্রেম উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন এবং করতালির মধ্য দিয়ে গোটা এলাকা উৎসবমুখর করে তুলেন। কেউ কেউ কবাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় পতাকা হাতে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশী কমিউনিটির অগ্রযাত্রার প্রশংসার পাশাপাশি দীর্ঘ পথ পক্রিমায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে কমিউনিটির অর্জনের কথা তুলে ধরেন। কেউ কেউ বলেন, শাহানা হানিফ একদিন এই সিটির মেয়র হবেন।

এদিকে 'লিটন বাংলাদেশ'-এর নেম ফ্রেম উন্মোচন রোববার দিনভর চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ-এ উৎস-বমুখর পরিবেশ বিরাজমান ছিলো।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচনে একতরফা প্রভাব-অনিয়ম

পুরো আসনের ভোট বন্ধ

সিসি ক্যামেরায় সহকারী প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তাদেরও ইভিএমে ভোট দিতে দেখা গেছে * ভোটগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে । কোনো একটি পক্ষ বা কোনো একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রভাবিত করতে পারছেন। ফলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ইমপার্শিয়ালি ফেয়ারলি ভোটগ্রহণ হচ্ছে না-সিইসি



ঢাকা ডেস্ক: দিনভর কেন্দ্রে কেন্দ্রে একতরফা প্রভাব বিস্তার ও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে গাইবান্ধা-৫ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বেশিরভাগ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই একজনের ভোট আরেকজন দিয়েছেন এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা। পাশাপাশি গোপনকক্ষে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ও সরকারদলীয় প্রার্থীর এজেন্টদের নিয়মের বাইরে গিয়ে তৎপরতা চালানোর অভিযোগ এনে পুরো আসনের ভোট বন্ধ করা হয়।

ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার সরাসরি লাইভ ফুটেজ ইসিতে বসে দেখার পর ভোট বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার (১২ অক্টোবর) এ উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরুর ছয় ঘণ্টা পর দুপুর সোয়া ২টার দিকে সব কেন্দ্রের ভোট একসঙ্গে বন্ধে ইসির সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। বিকালে এ উপনির্বাচনের ভোট বন্ধের বিষয়ে ইসির সিদ্ধান্ত রিটার্নিং কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। বিকাল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল।

রিটার্নিং অফিসারকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সিসি ক্যামেরায় সরাসরি তদারকিতে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতায় গাইবান্ধা-৫ আসনের নির্বাচনের সব ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ বন্ধের সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কাছে মনে হয়েছে ভোটগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

কোনো একটি পক্ষ বা কোনো একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রভাবিত করতে পারছেন। ফলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ইমপার্শিয়ালি ফেয়ারলি ভোটগ্রহণ হচ্ছে না। কয়েক ধাপে ৫১টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিতের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এসব কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধের পর আইন-কানুন পর্যালোচনা করে দেখেছি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯১ অনুচ্ছেদে সঠিক ও স্বচ্ছভাবে ভোট না হলে নির্বাচন বন্ধ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া আছে। সেই অনুযায়ী, পুরো নির্বাচনি এলাকার (গাইবান্ধা-৫) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। এই সিদ্ধান্ত রিটার্নিং অফিসারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে এখন আর ভোট হচ্ছে না। পরে আমরা দেখব বিধিবিধান অনুযায়ী কী করতে হবে। আমরা কমিশন বসে আইন-কানুন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। কোন প্রার্থী বা কাদের কারণে ভোট বন্ধ করতে হয়েছে তা তদন্ত ছাড়া বলা সম্ভব নয় বলেও জানান তিনি।

আরপিওর ৯১ অনুচ্ছেদে বলা আছে, নির্বাচন কমিশন যদি সন্তুষ্ট হয় যে, নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগ নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে না, তাহলে ক্ষেত্রমত বা সম্পূর্ণ নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে ভোটগ্রহণসহ নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করতে পারবে।

ইসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, অনিয়মের অভিযোগে দুপুর পর্যন্ত ৫১টি কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করা হয়। ১৪৫টি কেন্দ্রের মধ্যে বাকিগুলোর ভোটে জনমতের প্রতিফলন ঘটবে না বিবেচনায় পুরো আসনের ভোট বন্ধ করা হয়েছে। এ ঘটনায় শিগগিরই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া এ আসনের ভোটগ্রহণে আরেকটি তারিখ নির্ধারণ করা হবে। বিদ্যমান প্রার্থীরাই ওই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন। অনিয়মের অভিযোগে যে ৫১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে সেগুলোর সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এনে বিশ্লেষণ শুরু করেছে ইসি। এতে বেশ কিছু নির্বাচন কর্মকর্তার অনিয়মে জড়িত হওয়ার চিত্র রয়েছে। সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় দেখা গেছে। সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণে নির্বাচনি মাঠে এক হাজার ২৬৫ জন পুলিশ, র‍্যাবের ৯টি টিম ও ৪ প্লাটুন বিজিবির সদস্য মাঠে ছিলেন। এছাড়া সেখানে জুডিশিয়াল ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটও নিয়োজিত ছিল।

ভোটগ্রহণ চলাবস্থায় একটি আসনের পুরো ভোট বন্ধের ঘটনা নিকট-অতীতে ঘটেনি বলে জানান নির্বাচন কমিশনের ঊর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তা। তারা জানান, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন বন্ধের নজির রয়েছে। জাতীয় সংসদের কোনো উপনির্বাচনের এটাই সম্ভবত প্রথম। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের সাবেক যুগ্মসচিব মিহির সারওয়ার মোর্শেদ জানান, এভাবে পুরো আসনের ভোট বন্ধের ঘটনা ঘটেনি। তবে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের সময়ে স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধের মুখে নারায়ণগঞ্জের একটি আসনের একটি উপজেলায় ইসি ভোটগ্রহণ করতে পারেনি।



সরেজমিন ইসিতে গিয়ে দেখা যায়, গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচনে ১৪৫টি ভোটকেন্দ্রের ৯৫২টি ভোটকক্ষে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কথা ছিল। অনিয়মের কারণে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ধাপে ধাপে ৫১টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করে ইসি। বেলা সাড়ে ১২টার পর সিইসির কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনারদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান ছাড়া বাকি তিনজন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। বেলা সোয়া ২টার দিকে সিইসি ভোটগ্রহণ বন্ধে ইসির সিদ্ধান্তের কথা জানান। এর আগে সিইসি ও তিনজন নির্বাচন কমিশনার ইসির কন্ট্রোল রুমে বসে সিসি ক্যামেরায় ভোটগ্রহণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। সেখানে বসেই বেলা সোয়া ১২টার মধ্যে ৪৩টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করেন তারা। পরে তারা সিইসির কার্যালয়ে চলে যান। পরে আরও ৮টি কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করা হয়। সবমিলিয়ে সরাসরি অনিয়মের অভিযোগে ৫১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করে ইসি।

সিসি ক্যামেরায় দেখা নির্বাচনে অনিয়মের কথা তুলে ধরে সিইসি বলেন, আমরা সহকর্মীরা সকাল আটটা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা কেউ মনিটরিং কক্ষ ত্যাগ করিনি। অনিয়ম এবং অবৈধ কাজগুলো বেশ মোটা দাগে হয়েছে। যার ফলে আমরা প্রথমে তিনটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিই। এরপর ১৬টি কেন্দ্র এবং তৃতীয় দফায় আরও ১২টি কেন্দ্র বন্ধ করেছি। আমরা চতুর্থ দফায় কয়েকটি এবং সর্বশেষ আরও তিনটিসহ মোট ৪৩টি কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দিয়ে পর্যবেক্ষণ কক্ষ ত্যাগ করেছি। তখন আমরা অফিসারদের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিয়ে এসেছি। দেখা গেল, কতগুলো কেন্দ্রে সিসিটিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারছিলাম না। কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটে পরে আমরা আরও সাতটি ভোটকেন্দ্র করি। এছাড়া রিটার্নিং অফিসারও একটি ভোটকেন্দ্রের ভোট বন্ধ করেন। সিইসি বলেন, বিষয়টি আমরা কমিশনের সব সদস্য বসে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। আমরা নিশ্চিত হই-৫০টি কেন্দ্রের ভোট বন্ধ হয়ে গেলে বাকি যেসব কেন্দ্র থাকে সেখানকার পরিবেশ বিচার করে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। একটি আসনে ভোট করতে গিয়ে এমন অবস্থা হলে ৩০০ আসনে ভোটের সময়ে কী পরিস্থিতি হবে-এমন প্রশ্নের উত্তরে সিইসি বলেন, এটা সময় বলে দেবে। এখন একটি আসনে ভোট সঠিক হচ্ছে না বলে ৩০০ আসনে হবে না সেটি বলা সমীচীন হবে না। এই নির্বাচন থেকে আমরা কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব। আগামী নির্বাচনগুলো যেভাবে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করতে পারি তার একটি নির্দেশনা এখানে পাওয়া যাবে।

ইভিএমে ভোটগ্রহণের পরও এমন অনিয়ম প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সিইসি বলেন, এটা ইভিএম-এর বিষয় নয়, এটি হচ্ছে হিউম্যান এলিমেন্ট। এখানে আমরা যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা দেখিনি। ভোটে ইভিএম কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ভোটকেন্দ্র প্রিসাইডিং অফিসারসহ নির্বাচনি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

গত ২৩ জুলাই জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বি মিয়া নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলে ওই আসনটি শূন্য হয়। ওই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. মাহমুদ হাসান রিপন (নৌকা প্রতীক)। এ ছাড়া জাতীয় পার্টির এইচএম গোলাম শহীদ রঞ্জু (লাঙ্গল), বিকল্পধারা বাংলাদেশের জাহাঙ্গীর আলম (কুলা), স্বতন্ত্র প্রার্থী নাহিদুজ্জামান নিশাদ (আপেল) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (ট্রাক) এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

তারা সবাই সরকারি দলের প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার ও অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, গাইবান্ধা-৫ সংসদীয় আসনে ১৪৫টি কেন্দ্রে ৯৫২টি ভোটকক্ষ রয়েছে। প্রতি ভোটকক্ষ ও কেন্দ্র মিলিয়ে এক হাজার ২৪২টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়। এসব সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সরকারি ইসি সচিবালয়ের বড় পর্দায় দেখানো হয়। এতে দেখা যায়, সকাল থেকে চর এলাকার ৩১টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭টি কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ আসছিল। বাকিগুলোর ফুটেজ আসেনি। ভোটগ্রহণ চলা অবস্থায় অন্য আরও কয়েকটি কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেগুলোর সংযোগ তার ছিঁড়ে ফেলা হয়।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজে আরও দেখা গেছে, অনেক কেন্দ্রে ভোটার আসার পর ইভিএমে তাদের আঙুলের ছাপ দিয়ে ব্যালট ইস্যুর পর তাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। কখনো সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, কখনো পোলিং কর্মকর্তা আবার কখনো এজেন্টরা ভোট দিয়ে দিচ্ছেন। আবার কখনো কখনো ভোটারের সঙ্গে দুই থেকে তিনজন গোপন কক্ষে প্রবেশ করছেন। তারা ওই ভোটারকে নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করছেন। আবার কিছু কিছু কেন্দ্রে দেখা গেছে, ভোটার কোন প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন তা অন্যজন সামনে থেকে নিশ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া কেন্দ্রে সরকারদলীয় প্রার্থীর এজেন্টদের শরীরে নৌকা প্রতীক সংবলিত টি-শার্ট ও শাড়ি পরা ছিল। সূত্র আরও জানায়, অনিয়মের অভিযোগে যে ৫১টি কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলোর দিনভর ভোটগ্রহণের ফুটেজ সংগ্রহ করেছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। ওই সব ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

ভোটগ্রহণ শুরু থেকেই অনিয়ম দেখতে পান সিইসি ও তিনজন কমিশনার। দুপুর ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে সিইসি বলেন, আমরা প্রথম থেকে লক্ষ করেছি ভোটগ্রহণে অনিয়ম হচ্ছে। অনেক কেন্দ্রে আমরা গোপন ভোটকক্ষে অবৈধ অনুপ্রবেশ লক্ষ করেছি। অবৈধভাবে প্রবেশ করে ভোটারদের ভোট প্রদানে সহায়তা করছে অথবা বাধ্য করছে। এটা আমরা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি সম্ভবত পোলিং এজেন্টের গায়ের গেঞ্জিতে নির্বাচনের প্রতীক ছাপানো ছিল। মেয়েদের একই রকমের শাড়ি বা ওড়নায় প্রতীক ছাপানো ছিল; যেটা নির্বাচন আচরণ বিধিমালার পরিপন্থি।

সূত্র জানায়, ভোটগ্রহণ শুরু থেকে অনিয়মের চিত্র দেখতে পান সিইসি ও নির্বাচন কমিশনাররা। সিইসি ও নির্বাচন কমিশনাররা গাইবান্ধার স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দফায় দফায় ফোনে আলাপ করেন। একপর্যায়ে ফোনে সিইসি কোনো এক কর্মকর্তাকে ভোটকেন্দ্র বন্ধের নির্দেশ দেন। ভোট চলা অবস্থায় নির্বাচন বন্ধ করা হলে নির্বাচন কর্মকর্তারা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারেন- এমন কারণ দেখানো হলে সিইসি মোবাইল ফোনেই কেন্দ্র বন্ধের কড়া নির্দেশনা দেন। এরপর থেকে কেন্দ্র বন্ধ হতে শুরু করে। চার ঘণ্টার ভোটগ্রহণ পরিস্থিতি দেখেই সিইসি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে মন্তব্য করেন। বেলা ১২টার দিকে তিনি বলেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে অবশ্যই ভোটকেন্দ্রের ভেতরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেছে। মানে যারা-ভোটাররা কিছু অনিয়ম গোপন কক্ষে অনধিকার প্রবেশ বা আইনভঙ্গ করে ভোট দিয়ে দিতে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তখন তিনি বলেন, চাকরিবিধি অনুযায়ী কি ব্যবস্থা নেব দেখছি।

ডিসি-এসপি, রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন উল্লেখ করে সিইসি জানান, কমিশন যেসব কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন স্থগিত করে দেন সেই নির্দেশনা দিয়েছি। আইন না মেনে ভোটকক্ষে অনুপ্রবেশকারীদের ডাকাত ও দুর্বৃত্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা আইন মানেন না তারা দুর্বৃত্ত। আমরা যদি সংস্কৃতি ডেভেলপ করতে না পারি, নির্বাচন কমিশন এখানে বসে বসে সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারবে না।

চার প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষণা : গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসনের উপনির্বাচনে চার প্রার্থী ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণ স্থগিত করার আগেই কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগে তারা ভোট বর্জন করেন। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাঘাটা উপজেলার বগেরভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। ভোট বর্জনকারী প্রার্থীরা হলেন-জাতীয় পার্টির এএইচএম গোলাম শহীদ রনজু (লাঙ্গল), বিকল্পধারার জাহাঙ্গীর আলম (কুলা), স্বতন্ত্র নাহিদুজ্জামান নিশাদ (আপেল) ও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (ট্রাক)।

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী শহীদ রনজু জানান, তাদের কর্মী ও সমর্থকদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখল এবং জাল ভোট দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রনজু আরও জানান, ইভিএম-এ জালিয়াতিসহ নানা কারণে একযোগে তারা চার প্রার্থী ভোট বর্জন করছেন।

এদিকে জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহজাহান খান আবু জানান, নির্বাচন কমিশন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সিসিটিভি ক্যামেরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কেন্দ্র দখলে নেয়। এছাড়া ভোটকেন্দ্রে জাতীয় পার্টির এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মইনুল হাসান সাদিক বলেন, এ উপনির্বাচন প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে কী করবে? এ জন্যই বিএনপি নির্দলীয় সরকারের পক্ষে আন্দোলন করছে। এছাড়া ইভিএমে ভোট গ্রহণযোগ্য নয়। রিটার্নিং অফিসার ও রাজশাহী আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে আমার কথা বলার সুযোগ নেই।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন। তিনি বলেন, তার কোনো কর্মী বা সমর্থক অন্য কোনো প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়নি এবং বাধাও দেয়নি।

বিকালে সাঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান। তিনি স্থগিত কেন্দ্রগুলো বাদ দিয়ে বাকি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণার দাবি জানান। মাহমুদ হাসান বলেন, উপনির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে প্রায় সারাদিন ভোট দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ হয়েছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলেছে। স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কর্মকর্তারা কারও কাছে কোনো অভিযোগ দেননি। অথচ যৌক্তিক কারণ ছাড়াই নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করে, যা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে।

আ.লীগের বিক্ষোভ : বিকাল ৪টার দিকে বোনারপাড়ার সাঘাটা উপজেলা পরিষদ চত্বরে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করেন নৌকা সমর্থকরা। পরে একসঙ্গে হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সাঘাটা-বোনারপাড়া সড়কের চৌমাথা মোড়ে অবস্থান নেয় নেতাকর্মীরা। সেখানে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়েও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেন নেতাকর্মীরা। এ সময় সেখানে আওয়ামী লীগ নেতারা অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন সব যাচাই-বাছাই না করে এই ভোট বন্ধ করে দিয়েছেন। ফুলছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিএম সেলিম পারভেজের নেতৃত্বেও বিক্ষোভ হয়েছে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ডিভাইস আসক্তিতে বাড়ছে শিশুদের চোখের অসুখ

ঢাকা ডেস্ক: পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অর্পিতা। এই শিশু বয়সেই তার চোখে সমস্যা। দূরের জিনিস ঝাপসা দেখে। এ জন্য বাবার হাত ধরে চিকিৎসা নিতে এসেছে। বুধবার (১২ অক্টোবর) রাজধানীর জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে অর্পিতার মতো বেশ কিছু শিশুকে চোখের সমস্যার কারণে চিকিৎসা নিতে দেখা যায়।

অর্পিতার বাবা রাকিব হাসান বলেন, 'চার বছর বয়স থেকে মাইয়োপিয়া বা চোখের ক্ষীণদৃষ্টি রোগে ভুগছে অর্পিতা। স্কুলের ক্লাস করার সময় পেছনে বসলে বোর্ডের লেখা ঝাপসা দেখত। আমরা ওকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই। চিকিৎসক তখন ওর এই সমস্যা শনাক্ত করেন।'

রাকিব হাসান বলেন, 'আমরা স্বামী-স্ত্রী চাকরি করি বলে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এ জন্য সেভাবে খেয়াল রাখতে পারিনি মেয়ের দিকে। অর্পিতা একেবারে ছোট থেকে খুব কাছে বসে টিভি দেখত, মোবাইল ফোনে পড়াশোনা করত, গেমস খেলত। এসব তার চোখের সমস্যার অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।'

চিকিৎসকদের মতে, মায়োপিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা দূরের বস্তু ঝাপসা দেখে। নির্দিষ্ট ওই জিনিস বা বস্তুর দিকে এগোলে তা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর কারণ হলো, যখন আলো একটি মায়োপিক আক্রান্ত চোখে প্রবেশ করে, তখন এটি এমনভাবে বাঁকে, যা দূরের বস্তুকে ঝাপসা করে দেয়।

গত বছর ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের একদল গবেষক জানান, ঢাকার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থীর চোখে সমস্যা রয়েছে। হাসপাতালের শিশু চক্ষুরোগ ও স্কুইন্ট বিভাগের প্রধান মো. মোস্তফার নেতৃত্বে দলটি ঢাকার ১৯টি স্কুলের ছয় হাজার ৪০১ শিক্ষার্থীর চোখ পরীক্ষা করে। এর মধ্যে আড়াই হাজারের বেশি শিশুর চোখে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। তাদের চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এসব শিশু নার্সারি থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ে। ঢাকার তুলনায় ঢাকার বাইরে এই হার কিছুটা কম।

এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ পালন করা হচ্ছে বিশ্ব দৃষ্টি দিবস। প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার দিবসটি পালন করা হয়। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

বিশ্বব্যাপী চোখের যত্ন নেওয়ার জন্য গণসচেতনতা তৈরি, চক্ষুরোগ নির্মূলে প্রভাবিত করা, চোখের যত্ন নেওয়ার তথ্য জনগণের কাছাকাছি আনাই হলো বিশ্ব দৃষ্টি দিবসের লক্ষ্য। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় 'আপনার চোখকে ভালোবাসুন'।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল ১১টায় চক্ষুবিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা বের হবে। দুপুর ১২টায় মায়োপিয়া আক্রান্তদের বিষয়ে সেমিনার হবে।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকদের তথ্য মতে, প্রতিদিন তিন হাজার রোগী চোখের বিভিন্ন সমস্যায় এখান থেকে চিকিৎসা নেয়। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক কোটি ৪৩ লাখ লোক দৃষ্টির ত্রুটিতে ভুগছে। দিন দিন রোগী বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছোটবেলা থেকে স্মার্টফোন, ট্যাবে ভিডিও গেমসের আসক্তি শিশুদের চোখের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাসহ নানা ধরনের মানসিক সমস্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এসবের জন্য খেলার মাঠ বন্ধ হয়ে যাওয়া, লেখা-পড়ার বাড়তি চাপ, সূর্যের আলোয় শিশুর না আসা, দিগন্তে সবুজের দিকে তাকিয়ে না থাকাকেই দায়ী করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির কনসালট্যান্ট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ন্যাশনাল আই কেয়ার কর্মসূচির ডেপুটি প্রগ্রাম ম্যানেজার ডা. শহিদুল ইসলাম বলেন, 'গত ২০ বছরে দেশে অন্ধত্বের হার ৩৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু চশমা ব্যবহার করার মতো দৃষ্টির সমস্যা বাড়ছে। তার কারণ, আমাদের ঘরোয়া কাজ বেশি হচ্ছে, বাইরে যাওয়া কমেছে। বিশেষ করে শিশুদের বাড়ছে। কারণ শিশুদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের পরিমাণ বেশি। চশমা ব্যবহারকারী রোগীর সংখ্যা শুধু বাংলাদেশেই না, সারা বিশ্বে বাড়ছে।'

একই প্রতিষ্ঠানের শিশু চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. আশিকুর রহমান আকন্দ বলেন, 'এখানে প্রতিদিন তিন শতাধিক রোগী শিশু ইউনিটে আসে। চারটি শিশুর স্ক্রিনিং করলে দেখা যায় দুটি শিশুর পাওয়ারের সমস্যা। ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের বেশি ব্যবহার ও মোবাইল ফোনে আসক্তি চোখের সমস্যার জন্য বড় ফ্যাক্টর। শহরের শিশুদের এই সমস্যা বেশি। সবাই ঘরের ভেতরে থাকার ফলে যাদের সমস্যা নেই তাদেরও পাওয়ারের সমস্যা তৈরি হয়।'

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।
- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সৎকাজ ভারী আর অসৎকাজ হালকা

(শেষের পাতার পর)

সামান্যতম জুলুম করা হবে না। যার তিল পরিমাণও কোন কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যতেষ্ট।"(সুরা আম্বিয়া:৪৭)

"আর ওজন হবে সেদিন যথার্থ সত্য। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই হবে নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী। কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে জালেম সূলভ আচরণ চালিয়ে গিয়েছিল।"(সুরা আরাফ:৮-৯)

"তারপর যার পাল্লা ভারী হবে সে মনের মতো সুখী জীবন লাভ করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে তার আবাস হবে গভীর খাদ। আর তুমি জানো সেটি কি? সেটি জলন্ত আগুন।"(সুরা কারিয়া:৬-১১)

মানুষের জীবনের সমগ্র কার্যাবলী দুটি অংশে বিভক্ত হবে। একটি ইতবাচক বা সৎ কাজ এবং অন্যটি নেতিবাচক বা অসৎকাজ। ইতিবাচক অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে সত্যকে জানা ও মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুসরণ করে সত্যের খাতিরে কাজ করা। আখেরাতে একমাত্র এটিই হবে ওজনদার, ভারী ও মূল্যবান। অন্যদিকে সত্য থেকে গাফেল হয়ে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ নিজের নফস-প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের ও শয়তানের অনুসরণ করে অসত্য অংশটি কেবল যে মূল্যহীন হবে তাই নয় বরং এটাই মানুষের ইতিবাচক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দিবে।

কাজেই মানুষের জীবনের সমুদয় কার্যাবলীর অংশ যদি তার মন্দ অংশের ওপর বিজয় লাভ করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই আখিরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব। আর যে ব্যক্তির জীবনের মন্দ কাজ সমস্ত ভাল কাজকে মূলহীন করে দেবে তার অবস্থা হবে সেই দেউলিয়া ব্যবসায়ীর মতো যার সমুদয় পুঁজি ক্ষতিপূরণ ও দাবী পূরণ করতে করতেই শেষ হয়ে যায় এবং এরপরও কিছু কিছু দাবী তার জিম্মায় অনাদায়ী থেকে যায়।

আল্লাহর ওজন হবে ন্যায় তুলাদ:- সেদিন ওজর ও সত্য হবে পরস্পরের সামর্থক। সত্য বা হক ছাড়া কোন জিনিসের সেখানে কোন ওজন থাকবে না। আর ওজন ছাড়াও কোন জিনিসের সত্য সাব্যস্ত হবে না। যার সাথে যতটুকু সত্য থাকবে সে হবে ততটুকু ওজরদার ও ভারী। ওজনের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু ফায়সালা হবে। অন্য কোন জিনিসের বিন্দুমাত্রও মর্যাদা ও মূল্য দেয় হবে না। মিথ্যা ও বাতিলের স্থিতিকাল দুনিয়ায় যতই দীর্ঘ ও বিস্তৃত থাকুক না কেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তার পেছনে যতই জাঁকজমক, শান-শওকত ও আড়ম্বর শোভা পাক না কেন, এ তুলাদ:- তা একেবারেই ওজনহীন প্রমাণিত হবে। বাতিলপন্থীদেরকে যখন এ তুলাদ:- ওজন করা হবে, তারা নিজেদের চোখেই দেখে নেবে দুনিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে তারা যা কিছু করেছিল তার ওজন একটি মাছির ডানার সমানও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কার? তারাই, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নির্দেশনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেবা না।"(সুরা কাহাফ:১০৩-১০৫)

যারা দুনিয়ার জীবনে সবকিছু দুনিয়ারই জন্যে করে গেছে এবং আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে এ ভেবে কাজ করেছে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই, কাজেই কারোর কাছে কাজের হিসাব দিতে হবে না, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার জীবনের মধ্যে হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা কিছু করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখিরাতের চিন্তা না করেই শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই তারা আসল জীবন মনে করেছে। দুনিয়ার সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। কিসে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর সামনে হিসাব দিতে হবে এ কথা কখনো চিন্তা করেরি। তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যার কাজে দুনিয়ার এ চারণ ক্ষেত্র থেকে কিছু লাভ হাতিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ধরনের লোকেরা দুনিয়ায় যতই বড় বড় কৃতিত্ব দেখাক না কেন, দুনিয়া শেষ হবার সাথে সাথে সেগুলোও শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ, নিজেদের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুবিশাল লাইব্রেরী, নিজেদের সুবিস্তৃত রাজপথ ও রেলগাড়ী, নিজেদের আবিস্কার ও উদ্ভাবনসমূহ নিজেদেও শিল্প ও কলকারখানা নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও আট গ্যালারী এবং আরো অন্যান্য যেসব জিনিস নিয়ে তারা গর্ব করে তার মধ্য থেকে কোন জিনিসও তারা আল্লাহর তুলাদ:- ওজন করার জন্য নিজেদের সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধুমাত্র কর্মের উদ্দেশ্য এবং তার তার ফলাফল। যদি কারো সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে তাকে, ফলাফলও সে দুনিয়াতে চেয়ে থাকে এবং দুনিয়ায় নিজের কাজের ফল দেখেও থাকে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ এ ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে। আখিরাতে যা পেশ করে সে কিছু ওজন পেতে পারে তা অবশ্যি এমন কোন কর্মকা- হতে হবে যা সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছে, তাঁর হুকুম মোতাবেক করেছে এবং যেসব ফলাফল আখিরাতে প্রকাশিত হয় সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে করেছে। এ ধরণের কোন কাজ যদি তার হিসাবের খাতায় না থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে যা করেছিল সবই নিসন্দেহে বৃথা যাবে।

কিয়ামতে দাঁড়িপাল্লা মানুষের নৈতিক গুণাবলী, কর্মকা-, ও তার পাপ-পূন্য ওজন করবে এবং যথাযথ ওজন করার পর নৈতিক দিক দিয়ে কোন ব্যক্তি কোন ধরনের মর্যাদার অধিকারী তা জানিয়ে দেবে। পূণ্যবান হলে কি পরিমাণ পূণ্যবান এবং পাপী হলে কি পরিমাণ পাপী। মহান আল্লাহর এর জন্য আমাদের ভাষার অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে 'দাঁড়িপাল্লা' শব্দ এ জন্য নির্বাচিত করেছেন যে, একটি দাঁড়িপাল্লার পাল্লা যেমন দু'টি জিনিসের ওজনের পার্থক্য সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আমার ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাও পত্যেক ব্যক্তির জীবনের কাজকর্ম যাচাই করে কোন প্রকার কমবেশী না করে তার মধ্যে পূণ্যের না পাপের কোন দিকটি প্রবল তা একদম হুবহু বলে দেয়।

আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সৎকাজই ভারী ও মূল্যবান। সুরা কারিয়ায় মাওয়াযিন মানে এমন ধরনের কর্মকা-, আল্লাহর দৃষ্টিতে যা কোন ওজন আছে এবং তাঁর কাছে তোন ধরণের মর্যাদালাভের যোগ্যতা রাখে। মাওয়াযিন ভারী বা হালকা হবার মানে হচ্ছে অসৎকর্মের মোকাবেলায় সৎকর্মের ভারী বা হালকা হওয়া। আরবী ভাষায় মিযান শব্দ ওজর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এই অর্থের দৃষ্টিতে ওজনের ভারী ও হালকা হবার মানে হয় নেকীর ওজন ভারী বা হালকা হওয়া। মিযান যে কোন অর্থেই ব্যবহৃত হোক না কেন সব অবস্থায় প্রতিপাদ্য একই থাকে এবং সেটি হচ্ছে, মানুষ আমলের যে পূঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালদে আসবে তা ভারী না হালকা, অথবা মানুসের নেকী তার পাপের চেয়ে ওজনে বেশী না কম এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে।

যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা চীরসুখের জান্নাত লাভ করবে, যা তাদেও মন মতো হবে। আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে তাদের ঠিকানা হবে হাবিয়া। হাবিয়া অর্থ হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে নীচুতে পড়ে যাওয়া। আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাবিয়া বলে। জাহান্নামকে হাবিয়া বলার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহান্নামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে। বাংলা অনুবাদ হচ্ছে,'তার মা হবে হাবিয়া'। এ কথা বরার অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের কোল যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহান্নামবাসীদেও জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না। সেটি একটি জলন্ত আগুন।

সুতরাং মিযানের পাল্লাকে ভারী করার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথে নিজেদরকে পরিচালিত করুন। আল্লাহ দেয়া আল কুরআন নিজে পড়ুন, সেই অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলুন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

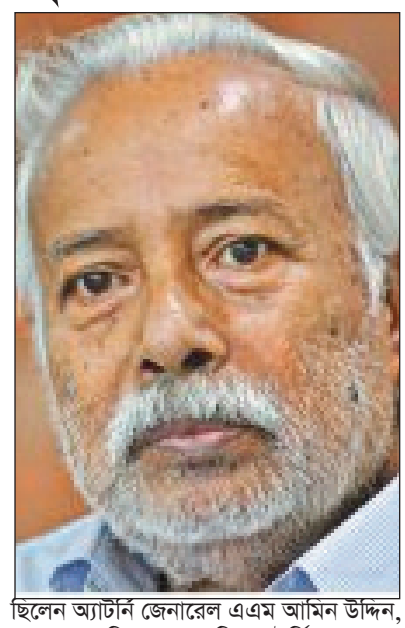
ফটো সাংবাদিক আফতাব হত্যা

পাঁচ জনের মৃত্যুদন্ড বহাল

ঢাকা ডেস্ক: একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রবীণ ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমেদ হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতে দেয়া পাঁচজনের মৃত্যুদন্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্টের আপিল বিভাগ। অপর আরেকজনের ৭ বছরের কারাদন্ড বহাল রাখা হয়। গতকাল ডেথ রেফারেন্স ও আসামিপক্ষের আপিল আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম ও বিচারপতি মো. বশির উল্লাহর বেঞ্চ এই রায় দেন। এদিকে, ৫ আসামির ফাঁসি বহাল থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তার মেয়ে আফরোজা আহমেদ বন্যা। রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বলেন, আল্ হামদুলিল্লাহ্ রায়টা আমরা পেলাম। আদালত যে রায় দিয়েছেন এজন্য আমরা সন্তুষ্ট। হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন সেটি যেন বহাল থাকে এবং কার্যকর হয় আমি সে কামনা করছি। ২০১৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর রাতে রাজধানীর পশ্চিম রামপুরা ওয়াপদা রোডে ৬৩ নম্বরের নিজ বাসায় খুন হন ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমেদ। পরের দিন ২৫শে ডিসেম্বর বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত্যুদন্ড পাওয়া পাঁচ আসামি হলেন- বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, রাজু মুন্সী, রাসেল এবং আফতাব আহমেদের গাড়িচালক হুমায়ুন কবির মোল্লা।

এদের মধ্যে রাজু মুন্সী ও রাসেল পলাতক। সাত বছর কারাদন্ড পাওয়া আসামি হলেন সবুজ খান। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন, তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সামিরা তারানুম রাবেয়া মিতি, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আঞ্জুমান আরা বেগম। অপরদিকে আসামিপক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন, এডভোকেট এসএম শাহজাহান ও হেলাল উদ্দিন মোল্লা। সাংবাদিক আফতাব আহমেদ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রবীণ ফটো সাংবাদিক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে অনেক দুর্লভ ছবি তোলেন। আলোকচিত্র সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের জন্য ২০০৬ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। ২০১৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রামপুরায় নিজ বাসা থেকে আফতাব আহমেদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে হত্যার দায় স্বীকার করে হুমায়ুন কবির, হাবিব হাওলাদার ও বিল্লাল হোসেন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে তারা স্বীকার করেন, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আফতাব আহমেদের বাসায় ডাকাতি করার সময় তাকে গামছা দিয়ে বেঁধে শ্বাসরোধে তারা হত্যা করেন। আসামি বিল্লাল হোসেন কিসলু আফতাব আহমেদের বাসার ড্রয়ার ভেঙে ৭২ হাজার টাকা লুট করেন। পরে তারা বৌবাজার নামক একটি জায়গায় এ টাকা ভাগাভাগি করে নেন। ২০১৭ সালের ২৮শে মার্চ আফতাব আহমেদ হত্যায় পাঁচজনকে মৃত্যুদন্ড ও একজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ঢাকার চার নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আবদুর রহমান সরদার।



কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কবিতা লিখলেন শবনম

(শেষের পাতার পর)

মুহূর্তে ভারতে রয়েছেন। পরিবার-পরিজনও তাঁর সঙ্গে আছে। সেখানে পরিবারের কোনো এক সদস্যের চিকিৎসার কারণে গিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এরই ফাঁকে কাশ্মীরে ঢুঁ মেরে এসেছেন। সেখানে থেকেই তিনি লিখছেন নিজের মনের কথা। শেয়ারও করছেন ফেসবুকে। কবিতাও লিখেছেন 'দেবী' খ্যাত এই অভিনেত্রী। শনিবার (১৫ অক্টোবর) রাতে শবনম ফারিয়া এই কবিতা ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। তিনি লেখেন-

'আমিও তোমার মতো পালিয়ে যেতে চাই,
আমিও তোমার মতো কে কী বলল, কে কী ভাবল- সেইটা তোয়াক্কা করতে চাই না,
আমিও তোমার মতো স্বার্থপর হতে চাই, কারো ভালো লাগা/খারাপ লাগাতে আমার কিছু আসবে যাবে না!

আমিও তোমার মতো এই শহরকে ঘৃণা করতে চাই,
এত ঘৃণা করতে চাই যে আমার সবচেয়ে আপন মানুষগুলোকে ফেলে চলে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় কোনো ভাবনা আসবে না,
আমিও তোমার মতো সাদা মানুষদের শহরে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই, যেখানে আমাকে কেউ চিনবে না,
আমিও তোমার মতো সবার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই,
সবাইকে বলতে চাই আমিও ক্লান্ত এখানে,
আমিও তোমার মতো অমানুষ হতে চাই,
আমিও তোমার মতে সব ফেলে একাই বেঁচে থাকতে চাই।'

কবিতাটি ফেসবুকে শেয়ার দেওয়ার পর একজন তার লেখার প্রশংসা করে লেখেন, 'আপনার লেখালেখিতেও সিরিয়াস হওয়া উচিত। অনেক ভালো লেখেন।'

শবনম ফারিয়া এর আগেও কবিতা লিখেছেন। সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক প্রশ্নের উত্তরে ঠোঁটকাটা স্বভাবের এই অভিনেত্রী বলেন, 'আমি আগে থেকেই কবিতা লেখি। আমার লেখা কবিতা পত্রিকায় প্রকাশও হয়েছে!'

শবনম ফারিয়া বরাবরই ঠোঁটকাটা স্বভাবের। যখন যেটা মনে আসে তখন সেটা অবলীলায় বলে ফেলেন। এতে কার কী গেল-এলো তা নিয়ে থোড়াই কেয়ার। কয়েক দিন আগেই তিনি লেখেন, যার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলাম সে-ই চলে গেছে।' খুব সহজ করে এমনটাই বলে ফেলেন এই অভিনেত্রী।

উল্লেখ্য, সব শেষে গত মাসে প্রচারিত হয় শবনম ফারিয়া অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'হোটেল নিরিবিলি'। এতে তিনি জুটি বাঁধেন মুশফিক আর ফারহানের সঙ্গে। বর্তমানে ভারতের কাশ্মীরে রয়েছেন ফারিয়া। সেখানে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দারুণ সময় পার করছেন তিনি। তার দারুণ সময়গুলো আবার অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ারও করছেন।

জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানীর উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

রাত ৮টা পর্যন্ত ১৬৭-২০ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত খলিল বিরিয়ানী হাউজে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

খলিল বিরিয়ানী হাউজের প্রতিষ্ঠাতা শেফ খলিলুর রহমান জানান, ব্রুকসে খলিল বিরিয়ানী হাউজ প্রতিষ্ঠার পরপরই নিউইয়র্কের সর্বত্রই এই রেষ্টুরেন্টের খাবার জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ফলে ভোজনপ্রিয় মানুষের কাছ থেকে দাবী উঠতে থাকে জ্যামাইকা সহ ম্যানহাটান, ব্রুকলীন, ওজনপার্ক সহ বাংলাদেশী অধ্যুষিত অন্যান্য রাজ্যে খলিল বিরিয়ানী হাউজের শাখা খোলার। তাই গ্রাহকদের চাহিদা আর মানুষের ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বাংলাদেশী অধ্যুষিত অন্যতম এলাকা জ্যামাইকায় শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্থানেও খলিলের শাখা সম্প্রসারিত করা হবে। তিনি উদ্বোধনী দিনে তাদের নতুন শাখায় সকল প্রবাসীর উপস্থিতি কামনা করেছেন।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

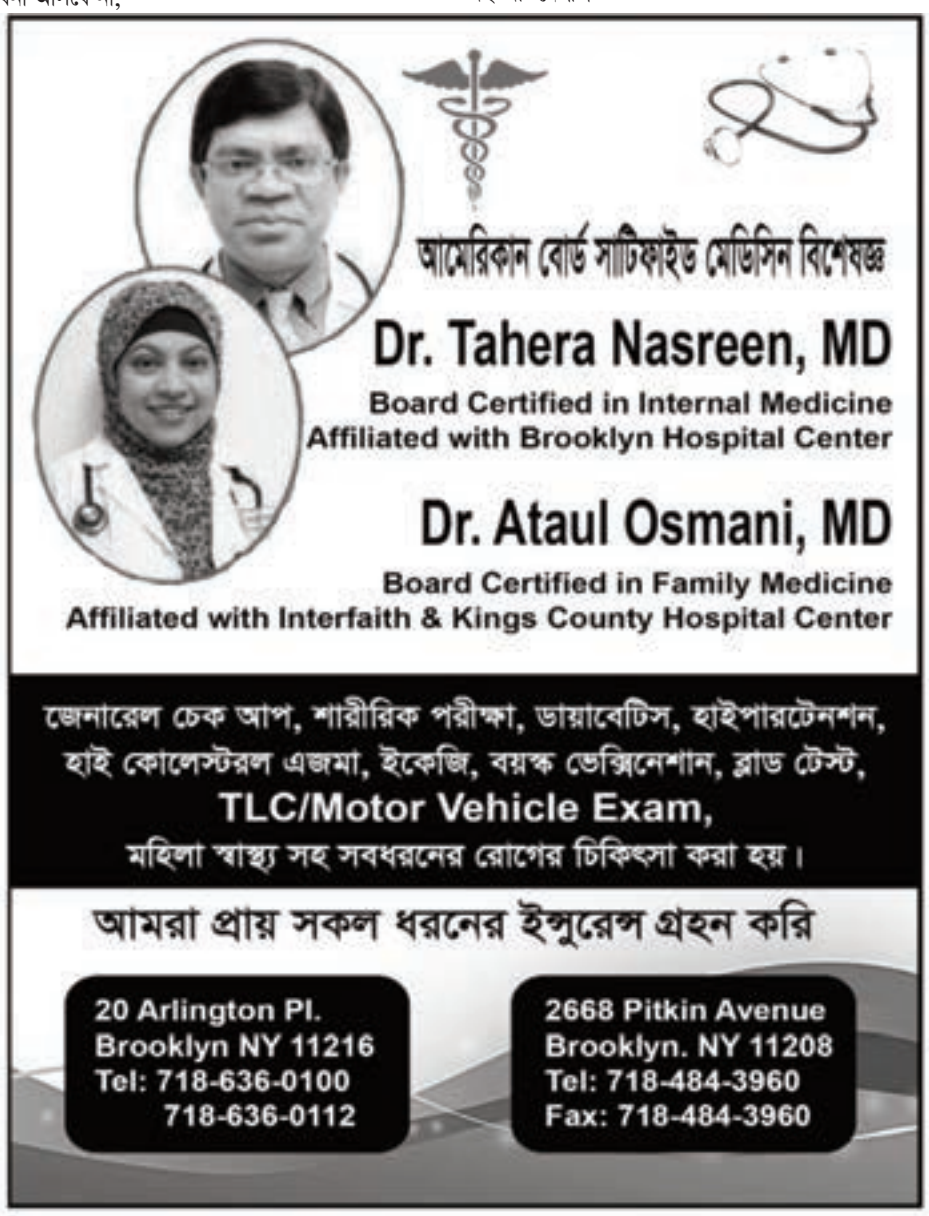
নরসিংদী সরকারী কলেজ এলানমনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ গঠনকল্পে সভা ২৩ অক্টোবর রোববার বিকেল ৪টায় জ্যামাইকার ইকলা কমিউনিটি এন্ড পার্টি হলে।

বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা) এর অ্যাওয়ার্ড ডিনার ২৮ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় ডিএ মাইকেল ইল্লাজিও (৭৯-১৭ আলবিওন এভিনিউ, কুইন্স এনওয়াই ১১৩৭৩)।

ওয়াশিংটন ডিসি বইমেলা-২০২২ হলিডে ইন এক্সপ্রেস বলরুমে (৬৪০১ ব্যান্ডল এভিনিউ স্প্রিংফিল্ড, ভার্জিনিয়া) ২৯-৩০ অক্টোবর যথাক্রমে শনিবার ও রোববার।

ভোলা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নির্বাচন (২০২২-২০২৪) ৩০ অক্টোবর রোববার।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচন ৩০ অক্টোবর রোববার।







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

সানিসাইড ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউ এ অধূমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য ২য় তলায় এ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈ তৈরি করা দুই বেডরুম বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ
৯১৭--৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

পার্কচেস্টার ৬ ট্রেন স্টেশনে এক ব্লক। প্রাইম লোকেশনে ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী অথবা মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। মোস্তফাঃ ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

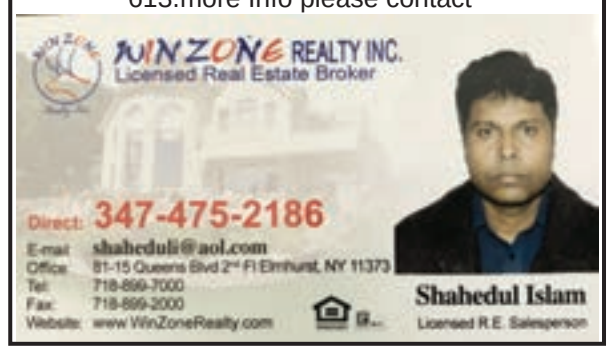
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে।

শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ
৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





জমজমাট মাজেদ ডিজেয়ার সেলিব্রেটিং ফ্যাশন উইক

(শেষের পাতার পর)

শিল্পী মুজা এবং ভারতের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী বিশাখ জোতি ।

নিউইর্য়কের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা, সাদিয়া খন্দকারের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরু হয় র‍্যাম্প ওর্য়াকের মাধ্যমে, এতে মডেলরা মাজেদের ডিজাইন করা পোশাক পরিধান করে । এরপর সঙ্গীতশিল্পী বিশাখ জোতি তার গান পরিবেশন করেন । সঙ্গীতশিল্পী বিশাখ জোতির চমৎকার পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে, তিনি একে একে 'শোনো মন বলি তোমায়','তোমার ঘরে বাস করে কারা ও মন জানোনা, 'বোল না হাল্কে হাল্কে', 'সাধের লাউ, তোমায় হৃদমাজারে রাখবো', 'ময়না ছলৎ ছলৎ', 'লাল পাহাড়ী দেশে যা' গান গুলো পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে জাময়ে তুলেন । এরপর মাজেদ ডিজেয়ারের সদস্যদের গানের সাথে নাচের মনোমুগ্ধকর পরিবেশন করেন যা আগত দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করেন ।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষন, এইসময়ের ক্রেজ সঙ্গীতশিল্পী মুজা যখন তার জনপ্রিয় গান 'বেণীফুল' গাইতে শুরু করেন, তখনই দর্শকরা সামনে এসে গানের সাথে গলা মিলিয়ে গাইতে থাকে । এরপর মুজা, 'চেনা চেনা লাগে', 'বন্ধুরে', 'আসি বলে গেলো বন্ধু' গেয়ে অনুষ্ঠানকে জমিয়ে তুলেন । দর্শকরা ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গানের তালে নাচতে থাকেন ।

এই ফ্যাশন উইকের শো স্টপার ছিলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী মোনালিসা, বর্তমান সময়ের ক্রেজ সঙ্গীতশিল্পী মুজা এবং সঙ্গীতশিল্পী বিশাখ জোতি । প্রথমবারের মতো র‍্যাম্পে হাঁটা সঙ্গীতশিল্পী মুজা বলেন- মাজেদ ডিজেয়ারের সাথে এই প্রথম একসাথে কাজ করেছি, খুব ভালো লেগেছে, মাজেদ ভাই খুবই অমায়িক এবং আমার খুব পছন্দের । র‍্যাম্পে প্রথমে খুব নার্ভাস ছিলাম, পরে সহজ হয়ে গেছে ব্যাপারটা ।

সঙ্গীতশিল্পী বিশাখ জোতি, মাজেদ ডিজেয়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন- এতোভালো দর্শকের সামনে র‍্যাম্পে হাঁটতে পেরে আমার খুব ভালো লেগেছে । মাজেদ ভাই আমাকে অনেক সাহস যুগিয়েছেন, শিখেয়ে দিয়েছেন কিভাবে কি করতে হবে । এটা আমার প্রথম কাজ মাজেদ ভাইয়ের সাথে ।

টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের তার বক্তব্যে মাজেদ ও তার গ্রুপকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মাজেদ টাইম টেলিভিশনের শুরু থেকে ছিলো । মাজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই অবস্থানে এসেছে । বাংলাদেশী কালচার ও আমেরিকান কালচারের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে । তিনি আরো বলেন- মাজেদের গ্রুপে আমেরিকান-বাংলাদেশীরাও আছে, তারা বাংলা গান শুনছে, র‍্যাম্পে হাটছে,এটা দেখে আরো বেশী ভালো লেগেছে । ভবিষ্যতে মাজেদ আরো ভালো ভালো কাজ করবে, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ।

মাজেদ ডিজেয়ারের স্বত্বাকারী মাজেদ বলেন, মডেলরা শুধু ওয়ার্ক করতে পারে না, তারা ড্যান্স ও করেতে পারে, অভিনয় করতে পারে । এ বছর মাজেদ ডিজেয়ার ফ্যাশন উইকে এটা দেখিয়ে দিয়েছে দুই বাংলার জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীরা শুধু গান গেয়ে দর্শকের মন জয় করে না । তারাও মাল্টিটেলেন্টেড তাদেরও রূপ আছে, গুন আছে, তারা চাইলে র‍্যাম্পেও হাঁটতে পারে । নিউইর্য়কে এবারেই প্রথম এপার ও ওপার বাংলার কোনো সঙ্গীতশিল্পী র‍্যাম্পে হাঁটলেন । আগামী বছর এই ধরনের আরো একটি অনুষ্ঠান করবেন বলে, তিনি জানান ।

মাজেদ ডিজেয়ার সেলিব্রেটিং ফ্যাশন উইকের মডেলরা হলেন- মুজা, বিশাখ, নাজুবা, নাবিদ, সামিরা, জারা, আনশা, নিশাদ, মিনহাজুল, সামীর, তাসনিয়া, শিবা, হামাদ, জুয়েল, ফারিয়ানা, মেহেদী, নিশা, শান্ত, আলী, মুয়া টিনটিন, মনজু, সিসি কেলাস, জ্যাকলিন ম্যারিয়ান, মার্কো, আফ্রিদী, মাহীম, মিস. ফোবানা জান্নাতুল বাকী । মডেলদেরকে মেকআপ করেছে- মেকআপ বাই মনি ।

অনুষ্ঠানে সার্বিক সহয়োগীতায় ছিলো- ফারাহ্, অধরা, নাজুবা, জুয়েল, তামিম, শুভ, শাহেদ, শান্ত, সরোয়াদ ওয়াসিম ও সিমি । ফটোগ্রাফিতে ছিলেন- তুষার, সাউন্ডে ছিলেন- উইলিয়াম, জুয়েল ও তামিম । পুরো অনুষ্ঠানটি টাইম টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রসার করে ।



পাকিস্তাানকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহবান

(শেষের পাতার পর)

করেছেন বলে ভারতের বৃহত্তম বার্তাসংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ভারতের বৃহত্তম বার্তাসংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া ।

প্রস্তাবটি উত্থাপনের পর শুক্রবার এক টুইটবার্তায় শ্যাবট বলেন, '১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তা কখনও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না । যারা এই নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার তাদের স্মৃতি মুছে ফেলা সম্ভব নয় । এই হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে তা বিশ্ব ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে এবং আমেরিকানদের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণও এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবে' ।

শ্যাবট বলেন, 'আরও একটি ব্যাপার হলো- ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলে বিশ্বের যাবতীয় নিপীড়ক শক্তিকে আরও একবার এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে যে, এ ধরনের অপরাধ কখনও সহ্য করা বা ভুলে যাওয়ার মতো ব্যাপার নয়' ।

এরপর শ্যাবট বলেন, 'আমি এবং আমার বন্ধু ও আইনপ্রণেতা রোহিত খান্নার সহযোগিতায় কংগ্রেসে ১৯৭১ সালের ওই গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি । আমরা চাই ১৯৭১ সালে বর্তমান বাংলাদেশে যত বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম লোকজনকে হত্যা করেছে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী- তাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং এই গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানানো হোক' ।

অন্য এক টুইটবার্তায় রোহিত খান্না বলেন, '১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল । তাদের ৮০ শতাংশই ছিলেন হিন্দু । ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী যা করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যসব গণহত্যার মত সেটিও স্পষ্ট গণহত্যা' ।

নিউইয়র্কে আর্টিস্ট ফোরামের চিত্র প্রদর্শনী চলছে

(শেষের পাতার পর)

সাথেই থাকুন ।' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ইউনিভার্সিটি অফ নিউ অরলিন্স-এর এমেরিটাস প্রফেসর ও ভূ-বিজ্ঞানী ড. মোস্তফা সরওয়ার ।

গত ৮ অক্টোবর, শনিবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা কালচার অ্যান্ড আর্টস লার্নিং এর গ্যালারিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প-সংস্কৃতিসেবী, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী- আমেরিকান ছাড়াও মূলধারার বেশ কয়েকজন বিশেষ অতিথির উপস্থিতিতে মোমবাতি প্রজ্বলন করে প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড. মোস্তফা সারোয়ার ।

উল্লেখ্য, ফারামের সভাপতি শিল্পী আর্থার আজাদ ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরীসহ আর্টিস্ট ফোরামের প্রায় চল্লিশজন সদস্যের আয়োজনে এবারের প্রদর্শনী নিউইয়র্ক আর্ট সেন্টারের (জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লারনিং সেন্টার) গ্যালারীতে সাজানো প্রদর্শিত প্রত্যেকের শিল্পকর্ম অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ৩৪ জন মেধাবী বাংলাদেশী চিত্র শিল্পীর অংশগ্রহন প্রদর্শনীকে সাড়ম্বর এবং বিশিষ্ট করে তুলেছে । প্রতিটি শিল্পকর্মের প্রেজেন্টেশন ও শিল্প বিন্যাস সুচারু দক্ষতায় গ্যালারির দেয়ালে এবং টেবিলে চমৎকারভাবে টানানো হয়েছে- এমন অভিমত দর্শনার্থীদের ।

অনুষ্ঠানে ড. মোস্তফা সরওয়ার বলেন, আমি সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে অনেক কিছু দেখেছি । লিবারেল আর্টস অ্যান্ড ফাইন আর্টসের সাথেও আমি পরিচিত । তবে আজকের এই শিল্পীদের আয়োজনে আমি অভিভূত এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সবার প্রতি । এখানে বিচক্ষণতার অপূর্ব উপস্থাপন ঘটেছে । সর্বজনীনতার ঘটনাবলি দৃশ্যমান হয়েছে । সারাবিশ্বের মানবতার উৎকর্ষ সাধনের অনন্য এক অবলম্বনে পরিণত হতে পারে এসব চিত্র । বাঙালী শিল্পীরা এভাবেই বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হচ্ছেন । এজন্য আমি গৌরববোধ করছি ।

ড. মোস্তফা সরওয়ার তার বক্তব্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রকলা'র উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী মেধাবী ও মননশীল শিল্পীদের শিল্পকর্মের গৌরবজনক অবস্থান স্বচক্ষে দেখে বিমোহিত হন । প্রদর্শনীতে অংশনেয়া বাংলাদেশের এইসব কীর্তিমান শিল্পীদের শিল্পকর্মের উপর ওয়ার্কসপ ও সেমিনার করবার উপর গুরুত্ব দেন তিনি । ড. সরওয়ার নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত চারুশিল্পী ও অন্যান্য শিল্পীদের আরও বেশি শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য অনুরোধ করেন এবং চারুকলার বিভিন্ন স্তরের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা করার আহবান জানান ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ফোরামের কর্মকর্তা আলমা লিয়া বলেন, এটি শুধু স্মৃতিকথা নয়, সকল শিল্পীর জীবনের ধারাবিবরণী, যা পরিণত হয়েছে চমৎকার একটি ক্যানভাসে ।

চারুশিল্পী সৈয়দ আজিজুর রহমান (তারিফ)-এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক-এর ডিন অধ্যাপক ড. মহসিন পাটওয়ারী, মূলধারার রাজনীতিতে কমিউনিটির পথিকৃৎ মোর্শেদ আলম, অংশগ্রহনকারী শিল্পী আর্থার আজাদ, আলমা লিয়া প্রমূখ বক্তব্য রাখেন । এছাড়াও প্রদর্শনীতে যোগদাকারী বিশিষ্টজনের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জলনের এক অনুপম ব্যবস্থাটিও ছিল সবার কাছে ছিলো দৃষ্টিনন্দন ।

প্রদর্শনীর উন্মুক্ত পর্বে ছিল নাট্যশিল্পী শীতেশ ধর চমৎকার পরিবেশনায় বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির অংশ বাংলাদেশী ঢোল বাদন এবং প্যাট্রিক রোজারিওর মন্দিরার সংঙ্গত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।

যাদের চিত্র ও শিল্পকর্ম জ্যামাইকার আর্ট সেন্টারে শোভমান তারা হলেন: আর্থার আজাদ, আলমা লিয়া, আজমির হোসেন (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), বশিরুল হক, বিশ্বজিৎ চৌধুরী (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), দিনা জামান, ফারহানা ইয়াসমিন, কে.সি.মং, কায়সার কামাল (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), কানিজ হুসনা আকবরী, কাউসার ফেরদৌসী, কাজি রকিব, লায়লা আনজুমান আরা (ছোটলি), মতলুব আলি, মোহাম্মদ টোকন, মাসুদউল আলম, মাসুদা কাজি, মোহাম্মদ হাসান (রোকন) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মুস্তফা. টি. আরশাদ, নুরুল হক মিনু, নাজ হোসেন পলি, রুদ্র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সাইদ. এ রহমান, সাজেদা সুলতানা, মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, শামীম সুব্রানা, সালমা কানিজ, শামিম এ. রহমান, সুজিত কুমার সাহা, তাজুল ইমাম, তারিক জুলফিকার, তাসনুভা রহমান, ওয়াহিদ আজাদ, জেবুনন্নেসা কামাল ।

প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত প্রদর্শনী (গ্যালারি) সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকছে ।

এছাড়াও শনিবার (১৫ অক্টোবর) ছিলো কবিতা আবৃত্বি ও গানেল অনুষ্ঠান । আগামী ২২ অক্টোবর শনিবার প্রদর্শনীর উন্মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক ও সমাপনি অনুষ্ঠান । এদিন বিকাল ৩ টায় প্রদর্শীত হবে ড. নাসরিন ইসলাম নির্মিত ডকুমেন্টরী 'রঙতুলিতে মুক্তিযুদ্ধ' ।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার

পর)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন । তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায় । মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন । তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে ।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে । বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে । ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে । এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে । প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে । তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো ।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি । প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রশিক্ষণার্থীদলের

জাতিসংঘ সদরদপ্তর ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন



নিউইয়র্ক: ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ আকবর হোসেন এর নেতৃত্বে কলেজটির ২৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ৭ অক্টোবর জাতিসংঘ সদরদপ্তর ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন করেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২২ এর অংশ হিসেবে "ওভারসিজ স্টাডি ট্যুর-২" এর আওতায় এই পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধিদলের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ নাইজেরিয়া, শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাজ্যের সামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ।

সকালে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে প্রতিনিধিদলকে ব্রিফ করেন জাতিসংঘের ডেপুটি মিলিটারি অ্যাডভাইজর মেজর জেনারেল মাউরিন ও ব্রায়েন (Maureen Orien)। ব্রিফিং-এ তিনি মাঠ পর্যায় ও সদরদপ্তরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের নানা দিক তুলে ধরেন।

ব্রিফিং শেষে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘের মিলিটারি অ্যাডভাইজর জেনারেল বিরামে ডিপ এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এনডিসি কমান্ড্যান্ট লেফট্যানেন্ট জেনারেল মো: আকবর হোসেন। বৈঠকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী কার্যক্রম ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এর মধ্যকার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ থেকে যাতে আরও অধিক শান্তিরক্ষী নেওয়া হয় সে বিষয়েও অনুরোধ জানান এনডিসি কমান্ড্যান্ট। জাতিসংঘের মিলিটারি অ্যাডভাইজর মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম মি-নুসকা (MINUSCA)-তে কর্তব্যরত অবস্থায় তিনজন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও নিন্দা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের দক্ষতা ও কর্তব্যপরায়নতার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

দুপুরে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শনে আসেন এনডিসি প্রতিনিধিদল। স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান জাতিসংঘ নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত। তিনি স্থায়ী মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের নানা দিক বিশেষ করে শান্তিরক্ষা ও শান্তিবিনির্মাণ, রোহিঙ্গা সঙ্কট, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা ও সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

এনডিসি প্রতিনিধিদলের সফর উপলক্ষে স্থায়ী মিশন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন প্রতিনিধিদলের প্রধান এনডিসি কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ড জেনারেল আকবর। শান্তিরক্ষাসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিবিড় ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রদূতসহ স্থায়ী মিশনের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ মিশনকে নির্বাচিত করায় এনডিসি কমান্ড্যান্টসহ এনডিসি'র প্রতিনিধিদলকেও ধন্যবাদ জানান স্থায়ী প্রতিনিধি।

ফিং অনুষ্ঠানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও সফলতার নানা দিক তুলে ধরেন মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: সাদেকুজ্জামান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 17 // 2022

তুরস্কে খনিতে বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ৪১

ঢাকা ডেস্কঃ্টাবর : তুরস্কে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ জনে। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান এ তথ্য জানিয়েছেন। তুরস্কের বার্তিন প্রদেশের ওই খনির ভেতর এখনো অনেকে আটকা পড়ে আছেন বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। এরদোগান সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে কৃষ্ণসাগর তীরের আমাসরায় এ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিস্ফোরণের সময় অন্তত ১১০ শ্রমিক ওই খনিতে কাজ করছিলেন এবং এর অর্ধেকই ছিল ৩০০ মিটারের বেশি গভীরে। দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ১১ জনকে তারা উদ্ধার করেছেন, যাদের এখন চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রাতে জরুরি কর্মীরা পাথর খনন করে আটকেপড়াদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পুরো কালো রঙে ঢেকে যাওয়া খনিকর্মীরা বেরিয়ে আসছেন এবং তাদের দৃষ্টি ছিল ঝাপসা।











এলমন্টে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট

(শেষের পাতার পর)বিকেলে ২৪১-১১ লিন্ডেন বুলেভার্ড, এলমন্টস্থ সুপার মার্কেটটিতে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। একে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর খতিব ও ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। এসময় আমন্ত্রিত অতিথি সহ বিপুল সংখ্যক ক্রেতা উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান, 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট' এর অন্যতম স্বত্তাধিকারী কামরুজ্জামান কামরুল ও মনসুর এ চৌধুরী।

দোয়া মাহফিলের আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কামরুজ্জামান কামরুল। এরপর ইসলামের আলোকে ব্যবসায় গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেন ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে সুপার মার্কেটটির উদ্বোধন করা হয়।

সংশ্লিস্টরা জানান, বাংলাদেশী, এশিয়ান ও আমেরিকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সমাহার নিয়ে বিশাল পরিসরে 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট' এর যাত্রা শুরু হয়েছে। নিউইয়র্কের সুপার মার্কেটের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে এই সুপার মার্কেট। এটি নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে থাকছে বিশাল ছাড়। প্রতিদিন ভোর ছয়টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ক্রেতাদের জন্য রয়েছে আন-লিমিটেড পার্কিং-এর ব্যবস্থা।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামরুল জানান, নিত্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও সংসারের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্রই পাওয়া যাবে 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট'-এ। ফ্রেস মাছ-মাংস-শাকসবজী'র উপর গুরুত্ব থাকবে বেশী। মূল্য থাকবে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

উল্লেখ্য, চারজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট'। এরা হলেন- কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর এ চৌধুরী, রুবেল চৌধুরী ও বিদ্যুৎ।



রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অবৈধভাবে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলের অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং অবিলম্বে তা ইউক্রেনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনা এক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের সনদ, জাতিসংঘ চার্টার, একটি রাষ্ট্রের ভৌগলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বসহ অন্যান্য মৌলিক নীতির প্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবারের ওই ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ১১তম জরুরি বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাবের পক্ষে ১৪৩টি দেশ ভোট দেয়। প্রস্তাবের বিপক্ষে পাঁচটি দেশ এবং ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে ৩৫টি দেশ। জাতিসংঘের সবশেষ প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাত মাস ধরে চলমান যুদ্ধে প্রতিবেশীর ইউক্রেনের ভূ-খন্ড দখলে রাশিয়ার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক বিরোধীতার জোরালো বার্তা প্রতিফলিত হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারী থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ নিয়ে জাতিসংঘে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হল। এ ছাড়া জেনেভায় জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করার বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।

জাতিসংঘের চারটি প্রস্তাবের মধ্যে মানবিক সহায়তা বিষয়ক দ্বিতীয় রেজুলেশনে বাংলাদেশ পক্ষে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম প্রস্তাব এবং মানবাধিকার পরিষদে ভোট দেওয়া থাকে বাংলাদেশ। গতকালের প্রস্তাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ভোট দানে বিরত থাকে। বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের বাকি পাঁচটি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, খেরসন, লুহানস্ক ও জাপোরিঝিয়াকেকে রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মস্কো গণভোটের আয়োজন করে। পরে ইউক্রেনের ওই চারটি অঞ্চলকে রাশিয়া অর্ন্তভুক্ত করে নেয়। রাশিয়ার এই সিদ্ধান্তের পর জাতিসংঘে গত ৭ অক্টোবর প্রস্তাবটি প্রস্তাব করা হয়। ৫০টিরও বেশি দেশ প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। ১০ অক্টোবর আলোচনা শুরু হয় এবং আলোচনার শুরুতে রাশিয়া প্রস্তাবটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি করার প্রস্তাব করলে সেটির বিপক্ষে ১০৭টি ভোট পড়ে এবং প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে 'ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখন্ডতা: জাতিসংঘ সনদের মূল নীতির সুরক্ষা' শীর্ষক প্রস্তাবের বিষয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘে গতকালের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মাদ আব্দুল মুহিত বলেন, 'যে কোন দেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে জাতিসংঘ সনদে যা বলা হয়েছে; তা কোনও ব্যতয় ছাড়াই সবসময় মেনে চলতে হবে– এটি বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।'

মোহাম্মাদ আব্দুল মুহিত বলেন, বাংলাদেশ মনে করে, যেকোনও দেশের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভৌগলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত। ইউক্রেনের ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে বিশ্ব যে অবস্থান নিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে বলতে চাই যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্যালেস্টাইন এবং অন্যান্য আরব ভূ-খন্ড দখলের ক্ষেত্রে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একই অবস্থান নেবে।

ইউক্রেনে চলমান সংকটের বিষয়ে বাংলাদেশ উদ্বিগ্ন উল্লেখ করে আব্দুল মুহিত বলেন, যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞা কোনও দেশের জন্যই ভালো নয়। বাংলাদেশ মনে করে, দ্বন্দ্ব নিরসনের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সংলাপ ও কূটনীতি এবং এর মাধ্যমে যে কোনও ধরনের দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে।'

ইউক্রেনের ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন করার পাশাপাশি প্রস্তাবে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় গণভোট আয়োজনের জন্য রাশিয়ার নিন্দা জানানো হয়। একই সঙ্গে ওই গণভোটকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সব দেশ, সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে ইউক্রেনের দখলকৃত জায়গার স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাশিয়াকে তার সব সিদ্ধান্ত বাতিল করা এবং ইউক্রেন থেকে মিলিটারি সরিয়ে নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়, 'ওইসব সিদ্ধান্ত রাশিয়ার ভৌগলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী এবং জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।'

জানতে চাইলে সাবেক পররাষ্ট্রসচিব এবং দিল্লি ইউনিভার্সিটির বঙ্গবন্ধু চেয়ার মো. শহীদুল হক আজ বৃহস্পতিবার বলেন, 'বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদে জোরালোভাবে বিশ্বাস করে। জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত ভৌগলিক অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং কারও বিষয়ে নাক না গলানো– এগুলো আমাদের মৌলিক নীতি।আমাদের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এর পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওই নীতির কোনও ধরনের ব্যত্যয় হলে আমরা এর প্রতিবাদ করে থাকি।'



সঙ্গীত শিল্পী সাকিনা ডেনী আর নেই

(শেষের পাতার পর)

চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। মরহুমা সাকিনা ডেনী দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর নিউইয়র্কে বসবাস করার পর স্বামী কবি ও সঙ্গীত শিল্পী সহীদুল সরকারের সাথে রংপুর জেলার নীলফামারীর ডোমারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। সকিনা ডেনী কিডনী জটিলতায় ভুগছিলেন। তার মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক এখন সময় এর সাবেক রিপোর্টার এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য সাকিনা ডেনীর আকস্মিক মৃত্যুতে প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

একসময় নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শহীদুল সরকার ও সাকিনা ডেনী দম্পতি জুটির সঙ্গীত পরিবেশনায় মুগ্ধ ছিলেন কমিউনিটি। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানগুলোতে এই দম্পতির সরব উপস্থিতি একন কমিউনিটির স্মৃতি হয়ে রইল। ব্যক্তিগত জীবনে এই দম্পতি ছিলেন নি:সন্তান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী মরহুমা সাকিনা ডেনীর মরদেহ নীলফামারীর ডোমারে দাফন করা হয় বলে জানা গেছে।

মাথা ব্যথা দূর করতে

(শেষের পাতার পর)

অসুখের জন্যও মাথা ব্যথা হয়। তাই এ সমস্যার সঠিক কারণ খুঁজে বের করে যথাযথ চিকিৎসা নেয়া প্রয়োজন। অনেকেই জানতে চান মাথা ব্যথার ঘরোয়া প্রতিকার কী? তো চলুন জানা যাক কিছু প্রাকৃতিক উপায়, যার মাধ্যমে আপনি মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

নিজেকে হাইড্রেট করুন: ডিহাইড্রেশন মাথা ব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পানি, ফলের রস গ্রহণ করলে মাথা ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এর পাশাপাশি চা ও কফির মতো ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় পরিহার করা উচিত। কারণ এগুলো শরীরকে ডিহাইড্রেট করে।

মাথায় মেসেজ করুন: হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথার ব্যথা হওয়া অংশে হালকাভাবে মেসেজ করুন। ৭-১৫ সেকেন্ডের জন্য চাপ বজায় রাখুন, তার পর ছেড়ে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার করুন। মেসেজ টাইট পেশির উপশম করে এবং রক্তসঞ্চালন উন্নত করে।

ব্যালান্স ডায়েট ও টাইম টেবিল: দিনের চারটি মিলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করা উচিত। মস্তিষ্কের গুকোজ প্রয়োজন। কারণ গুকোজের অভাব হাইপোগ-াইসেমিয়া হতে পারে। যার কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। তাই আপনার শরীরের মেটাবোলিজম সঠিকভাবে চলার জন্য সময়মতো খাবার খাওয়া উচিত।

পর্যাপ্ত ঘুম: পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব বা ঘুম ব্যাহত হওয়া তাই মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ। গড়ে ৬-৮ ঘণ্টা বির-তিহীন ঘুম অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে বালিশের পুরুত্ব খুব বেশি হওয়া উচিত নয়।

কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিন: আপনার চোখ বন্ধ করুন। একটি কম আলোকিত ঘরে বসে পিঠ, ঘাড় ও কাঁধকে আরাম অবস্থায় রাখুন। এ সময় শারীরিক পরিশ্রম করা এড়িয়ে চলুন।

গরম পানিতে গোসল: শাওয়ারে দাঁড়ান এবং গরম পানি আপনার ঘাড় ও পেছনের দিকে যেতে দিন। এতে আপনার মাথা ও ঘাড়ের পেশি ঢিলে হয়ে যাবে। এটি রক্তপ্রবাহকে উন্নত করবে।

মানসিক চাপ কমান: মানসিক চাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। এ ছাড়া চোখ বন্ধ করে সুন্দর চিন্তাভাবনা করুন।

সতেজ বাতাসে নিঃশ্বাস নিন: গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম মাথা ব্যথা উপশমে সাহায্য করে। তাজা বাতাসে এটি করা হলে তা প্রাকৃতিক মাথা ব্যথার চিকিৎসা হিসেবে বেশি কার্যকর হবে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

পাকিস্তানকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহবান





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালীর উপর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো সেজন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। একাত্তরের ওই হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি প্রস্তাবনা (রেজল্যুশন) উত্থাপন করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ইউএস কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে। শুক্রবার (১৫ অক্টোবর) হাউসের ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা (ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ১৭) রোহিত খান্না এবং রিপাব্লিকান আইনপ্রণেতা (ওহিও'র কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ১) সিভ শ্যাবট যৌথভাবে এই রেজল্যুশন উত্থাপন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



সঙ্গীত শিল্পী সাকিনা ডেনী আর নেই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাকিনা ডেনী আর নেই। তিনি বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানীর উদ্বোধন ১৯ অক্টোবর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের সুপরিচিত খলিল বিরিয়ানী হাউজের জ্যামাইকা শাখা চালু হচ্ছে ১৯ অক্টোবর বুধবার। এ উপলক্ষ্যে ঐদিন বিকেল ৫টা থেকে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

এলমন্টে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ এলমন্টে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট'। এ উপলক্ষ্যে গত ১৪ অক্টোবর শুক্রবার (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

'দ্য অপ্টিমিস্টস'র ফান্ড রেইজিংয়ে

বাংলাদেশের অসহায় শিক্ষার্থীদের জন্য ১ কোটি ৩১ লাখ টাকা সংগ্রহ



বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ টাকা (প্রায় সোয়া লাখ ডলার) তহবিল সংগ্রহ করেছে নিউইয়র্কের নন প্রফিট সংগঠন 'দ্য অপ্টিমিস্টস'। গত ৯ অক্টোবর, রোববার দুপুরে নিউইয়র্কের ফ্লাশিংস্থ একটি পার্টি হলে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

জমজমাট মাজেদ ডিজেয়ার সেলিব্রেটিং ফ্যাশন উইক

আশরাফুল হাবিব মিহির: মাজেদ ডিজেয়ার সেলিব্রেটিং ফ্যাশন উইক প্রেজেন্টেড বাই ম্যাজিষ্টিক হল এন.ওয়াই অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গত ৭ অক্টোবর, শুক্রবার। এতে প্রথমবারের মতো র‍্যাম্পে হেটেছেন এই সময়ের জনপ্রিয় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে 'প্রোফেটিক মডেল অব ইয়্যুথ এম্পাওয়ারমেন্ট' সেমিনার ২৩ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় সেন্টার মিলনায়তনে (১৮১-১২/১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ-ইয়র্ক ১১৪৩২)। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

কি হবে তাহলে আখেরে



এনারা যে সরকারের পছন্দের সরকারের বিশ্বস্ত· সরকারের অনুগ্রহভাজন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচনগুলো সরকারের পরিকল্পনামাফিক করে দেবে সেটাই হিসাবের কথা। কিন্তু গাইবান্ধার একটা অতি সাধারণ নির্বাচনে হিসা বের বাই রে গেলেন (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪পাতায়)

বাংলাদেশ ও ভারতে গবেষণার জন্য তাকিকাভুক্ত ড. নুরুন নবীর বই

ফয়েজ রেজা

ড. নূরুন নবীর জন্ম বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে। ছোটবেলা থেকেই বেড়ে ওঠেছেন টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের উদ্যোগে

নিউইয়র্কে আর্টিস্ট ফোরামের চিত্র প্রদর্শনী চলছে

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের উদ্যোগে, ফোরামের ৩৪জন শিল্পীর অংশগ্রহণে, দুই সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী চলছে নিউইয়র্কে। প্রদর্শনীতে শিল্পীদের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার আলোকে তাদের যাপিত জীবনের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এই প্রদর্শনীর স্লোগান হচ্ছে 'শিল্পের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



সৎকাজ ভারী আর অসৎকাজ হালকা

জাফর আহমাদ

"কিয়ামাতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোন ব্যক্তির প্রতি(বাকি অংশ ৪০ পাতায়

খেলার খবর

কাতার বিশ্বকাপে মাঠে বসে মেসির খেলা দেখবেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপের টিকিট এমনিতেই সোনার হরিণ, তার ওপর আর্জেন্টিনার মতো দলের ম্যাচ হলে তো কথাই নেই। টিকিট নিয়ে হাহাকারের মাঝেই (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

হেলথ টিপস

মাথা ব্যথা দূর করতে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মাথা ব্যথায় ভোগেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্টের। এ সমস্যা থেকে ওষুধ মুক্তি দিলেও সেটি সাম-য়িক। সামান্য কারণে যেমন মাথা ব্যথা হয়, তেমনি অনেক বড় (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বিনোদন

কবিতা লিখলেন শবনম ফারিয়া!



শরীফ উল্লাহ: জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে এই (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/প্লেসেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com